মর্ম্মোচ্ছ্বাস।

শ্রীকুসুম কুমারী রায় প্রণীত।

কলিকাতা।

ভবানীপুর ২নং কেদার নাথ বসুর লেন হইতে

শ্রীনবগোপাল চাকি এম্,এ, কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩১১ সাল।

ভবানীপুর ৫৮।২ রসা রোড, সুবারবন প্রেসে
শ্রীকালিদাস দাস কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য—কাপড়ের মলাট—১৲ এক টাকা।
" কাগজের মলাট—৸০ বার আনা।

উৎসর্গ পত্র

অসীম

স্নেহের আধার

পরমারাধ্য পিতৃদেব

স্বর্গীয় রামগোপাল চাকি

মহাশয়ের শ্রীচরণোদ্দেশে

"মর্ম্মোচ্ছ্বাস"

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি অর্পিত হইল।

নিবেদন

শোক-সংবাদ।

গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে গ্রন্থ-কর্ত্রী বাতজ্বরে পীড়িতা হইয়া গত ২৪শে শ্রাবণ সোমবার প্রাতে ইহ-সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন।

মৃত্যুর দুই তিন দিন পূর্ব্বে মর্ম্মোচ্ছ্বাসের কয়েক কপি তিনি সম্পূর্ণ অবস্থায় দেখিয়া গিয়াছেন।

১লা ভাদ্র ১৩১১ সাল। প্রকাশক।

ভবানীপুর,
আষাঢ়, ১৩১১। } লেখিকা

নিবেদন

হৃদয়ের রুদ্ধ বেদনা ভাষায় প্রকাশকরিয়া একটু শান্তি পাইবার আশায় এই কবিতাগুলি লিখিয়াছিলাম। আমার 'মর্ম্মোচ্ছ্বাস' জনসমাজে পরিচিত করিবার সঙ্কল্প কখনও ছিল না। স্বর্গীয় পিতৃদেব অপত্যস্নেহ বশতঃ, অকিঞ্চিৎকর হইলেও, এই কবিতাগুলির আবৃত্তি শুনিতে বড় ভালবাসিতেন, এবং তাঁহার আগ্রহে ইহার কয়েকটী কবিতা কোন কোন সাময়িক পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল। রুগ্নশয্যায় শায়িত অবস্থায় সকল গুলি কবিতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত দেখিতে তাঁহার বড় সাধ হয়; কিন্তু সে সাধ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি চলিয়া গিয়াছেন। তাই, তাঁহার বাসনার অনুগামিনী হইয়া, কবিতা গুলি মুদ্রিত করিয়া তাঁহারই চরণোদ্দেশে উৎসর্গকরিলাম। জনসাধারণের চিত্তবিনোদনের আশায় কবিতাগুলি লিখিত হয় নাই, এবং তদুপযোগী শক্তিও আমার নাই।

যাঁহাদের উৎসাহে ও যত্নে 'মর্ম্মোচ্ছ্বাস' প্রকাশিত হইল তাঁহাদিগের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশকরিতেছি।

ভবানীপুর,
আষাঢ়, ১৩১১।

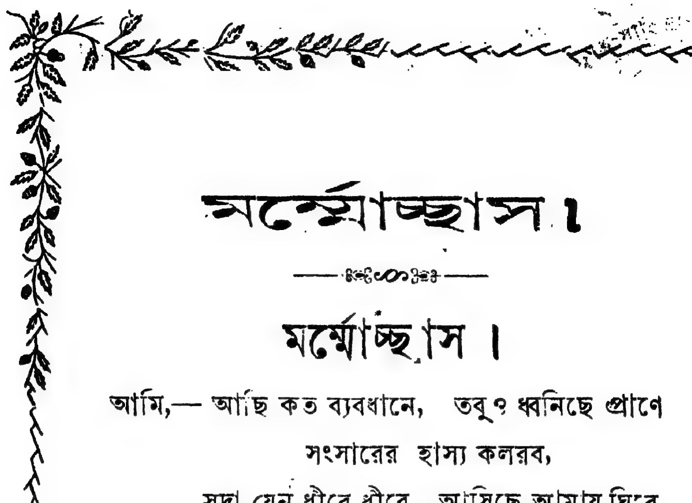
লেখিকা।

সূচিপত্র।

বিষয়		পৃষ্ঠা

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	যাহা আছে	যাহা হইবে
৫	১০	ভুতল	ভূতল
,,	১৭	পুরা'তে	পূরা'তে
১৫	২	হ্রদে	হৃদি
৩৬	২	দীর্ঘ-মর্ম্ম-ভেদি-শ্বাস	দীর্ঘ মর্ম্মভেদি শ্বাস
৪২	১২	ম্লানমুখী অপরাহ্নে	ম্লানমুখ অপরাহ্ন
৬৯	১৫	ভুল	ভুল
৯৬	১৮	তুলি'য়ে	ভুলিয়া
৮১	১২	কাটায়	কাটাব
১০৯	৭	মুগ্ধে	মুগ্ধ
১১১	১৮	কুল	কূল
১২৭	১৩	কনা	কণা
১২৯	১২	হাসিয়ে কাঁদিয়ে	হাসিয়া কাঁদিয়া
১৩১	১৬	মূরতিঁ	মূরতি
১৩৬	৫	মৃণল	মৃণাল
১৫৩	১১	ঈঙ্গিত	ইঙ্গিত
১৬৪	১৩	তেমনি	তেমনি এই
১৪, ১০৬, ১৪৪, ১৪৭ ও ১৬২		ধুলা	ধূলা
৭২, ১৩৬		উষা	ঊষা
১১১, ১১৬		উর্ম্মি	ঊর্ম্মি

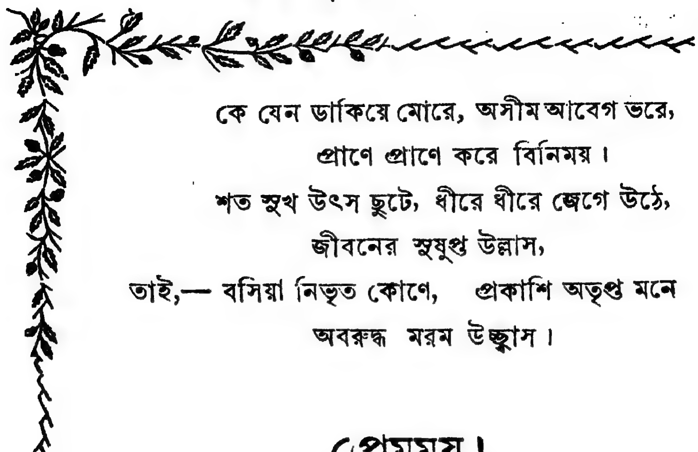


মর্ম্মোচ্ছ্বাস।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।

আমি,— আছি কত ব্যবধানে, তবু ও ধ্বনিছে প্রাণে
সংসারের হাস্য কলরব,
সদা যেন ধীরে ধীরে, আসিছে আমায় ঘিরে
জগতের আনন্দ উৎসব।
ফেলি যদি অশ্রুজল, কার স্নিগ্ধ করতল,
মুছাইতে আসে আঁখিধারা,
কার পূত পরশনে, কি আশা জাগা'য়ে মনে,
থেকে থেকে করে আত্মহারা।
পাই যেন কার প্রীতি, শুনি যেন কার গীতি,
মর্ম্মস্পর্শী সুললিত সুরে,
শুনি সে অশ্রান্ত গীত, ভাবাবেশে মুগ্ধচিত,
জীবনের শ্রান্তি যায় দূরে।
কার প্রিয় সম্বোধনে, চির-বাঞ্ছিতের সনে,
হয় যেন চির পরিচয়।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।



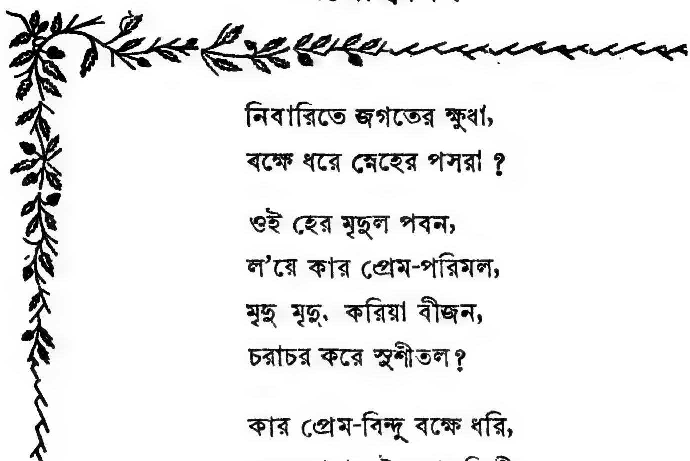
কে যেন ডাকিয়ে মোরে, অসীম আবেগ ভরে,
প্রাণে প্রাণে করে বিনিময়।
শত সুখ উৎস ছুটে, ধীরে ধীরে জেগে উঠে,
জীবনের সুষুপ্ত উল্লাস,
তাই,— বসিয়া নিভৃত কোণে, প্রকাশি অতৃপ্ত মনে
অবরুদ্ধ মরম উচ্ছ্বাস।

প্রেমময়।

নাই নিদ্রা নাই শ্রান্তি তাঁর,
কেবা সেই প্রেমিক মহান্,
অনুক্ষণ স্নিগ্ধ প্রেমে যাঁর,
জুড়ায় এ বিশ্বের পরাণ ?

সদা ঝর ঝর প্রেমবারি,
ঊর্দ্ধ হ'তে ঢালি অবিরল,
নীরবে কে স্নিগ্ধ করে মরি,
ধরণীর তপ্ত বক্ষঃস্থল ?

কার অযাচিত প্রেম-সুধা,
পান করি মাতা বসুন্ধরা,



নিবারিতে জগতের ক্ষুধা,
বক্ষে ধরে স্নেহের পসরা ?

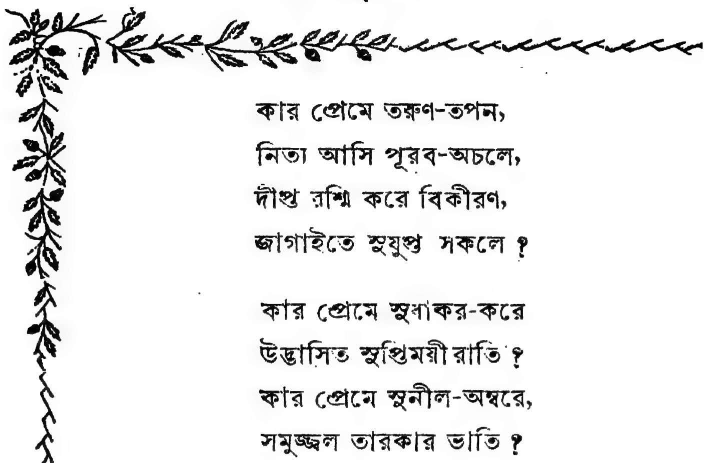
ওই হের মৃদুল পবন,
ল'য়ে কার প্রেম-পরিমল,
মৃদু মৃদু, করিয়া বীজন,
চরাচর করে সুশীতল ?

কার প্রেম-বিন্দু বক্ষে ধরি,
স্বচ্ছতোয়া ওই স্রোতস্বিনী,
উচ্ছ্বাসেতে তটভঙ্গ করি,
হইয়াছে সাগর-গামিনী ?

কার প্রেম-শিখা বক্ষে লয়ে,
মেঘমালা শূন্যে ভেসে যায়,
মুহুর্মুহু, প্রেমোন্মত্ত হয়ে,
অট্ট হে'সে, অনল ছড়ায় ?

আসে ঝঞ্ঝা, ভীম দণ্ড লয়ে,
বিনাশিতে সৃষ্টির কৌশল,
ফিরে যায় প্রেমে মুগ্ধ হয়ে,
ফোঁটা কত ফেলে অশ্রু-জল ?

মর্ম্মোচ্ছ্বাস



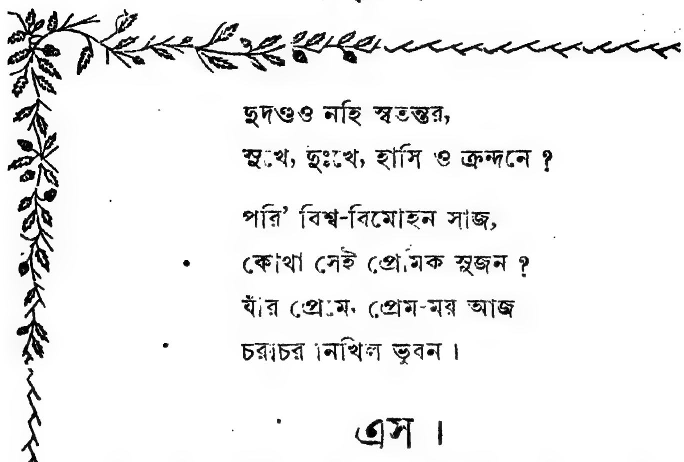
কার প্রেমে তরুণ-তপন,
নিত্য আসি পূরব-অচলে,
দীপ্ত রশ্মি করে বিকীরণ,
জাগাইতে সুষুপ্ত সকলে ?

কার প্রেমে সুধাকর-করে
উদ্ভাসিত সুপ্তিময়ী রাতি ?
কার প্রেমে সুনীল-অম্বরে,
সমুজ্জ্বল তারকার ভাতি ?

কুসুমিত চারু উপবনে,
(কার) প্রেম-বিভা ভাতে অনুক্ষণ ?
অর্দ্ধস্ফুট কলিটীর সনে,
(কার) প্রেম গাথা গায় সমীরণ ?

কার প্রেম, ক্ষরে ঊষালোকে,
বিহঙ্গের মধুময় গীতে ?
কার প্রেম, শত দুঃখে, শোকে,
আনে শান্তি, তাপ-তপ্ত-চিতে ?

কার প্রেম পাই নিরন্তর,
সংসারের সহস্র বন্ধনে,

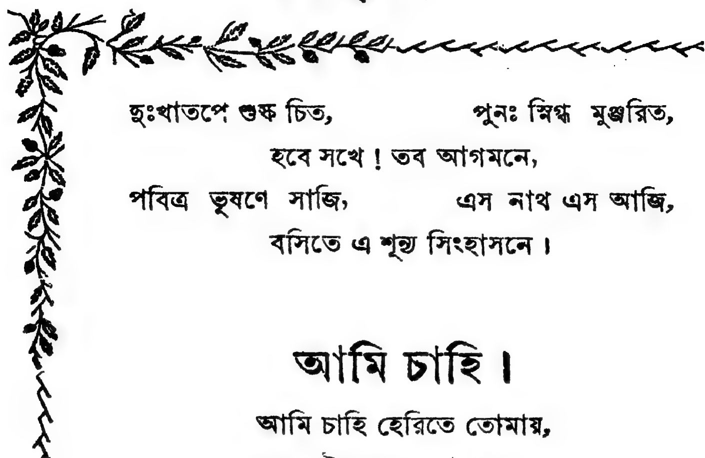


হৃদণ্ডও নহি স্বতন্তর,
সুখে, দুঃখে, হাসি ও ক্রন্দনে ?

পরি' বিশ্ব-বিমোহন সাজ,
কোথা সেই প্রেমিক সুজন ?
যাঁর প্রেমে প্রেম-ময় আজ
চরাচর নিখিল ভুবন।

এস।

আমি কত নিশি জাগি, জানিনা কাহার লাগি,
কাঁদিয়াছি আকুল নয়নে,
কাহার চরণ স্মরি, কত দুঃখ বিভাবরী,
কাটায়েছি ভূতল-শয়নে।
কত দুঃখময় গাথা, কত মরমের ব্যথা,
কত অশ্রু, কত হাহাকার,
লুকান রয়েছে প্রাণে, সাঙ্গ হয়ে মৃত্যুগানে,
মিশে যাবে, আঁধারে আঁধার।
তাই, বড় সাধ হয়, এক বার এ সময়,
এসে সখে! দাও মোরে দেখা,
সময় থাকিতে নাথ, পুরা'তে প্রাণের সাধ,
হৃদে রাখি ও পদাঙ্ক রেখা।



দুঃখাতপে শুষ্ক চিত, পুনঃ স্নিগ্ধ মুঞ্জরিত,
হবে সখে! তব আগমনে,
পবিত্র ভূষণে সাজি, এস নাথ এস আজি,
বসিতে এ শূন্য সিংহাসনে।

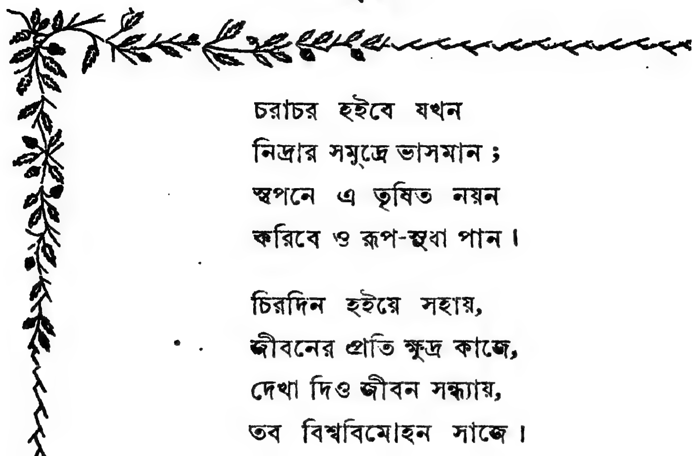
আমি চাহি।

আমি চাহি হেরিতে তোমায়,
সুধু এই হৃদয়ের মাঝে;
প্রভাতের অরুণ প্রভায়,
আর শান্ত ছায়াচ্ছন্ন সাঁঝে।

দিবসের উচ্চ কলরবে,
মিশাইয়ে তব কণ্ঠস্বর,
সংসারের প্রত্যেক উৎসবে,
হাসাইও তাপিত অন্তর।

নিশীথের সুষুপ্ত আঁধারে,
আচ্ছন্ন করিলে ধরাতল,
দেখা দিয়ে প্রাণের মাঝারে,
মুছাইয়ে দিও অশ্রুজল।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।



চরাচর হইবে যখন
নিদ্রার সমুদ্রে ভাসমান ;
স্বপনে এ তৃষিত নয়ন
করিবে ও রূপ-সুধা পান।

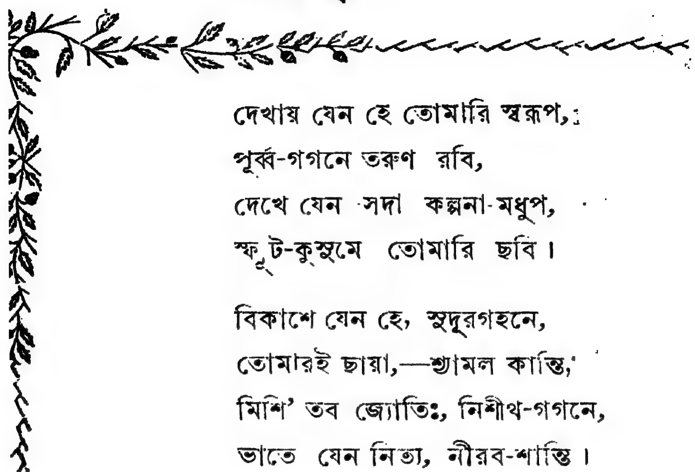
চিরদিন হইয়ে সহায়,
জীবনের প্রতি ক্ষুদ্র কাজে,
দেখা দিও জীবন সন্ধ্যায়,
তব বিশ্ববিমোহন সাজে।

প্রার্থনা।

তোমারি অসীম করুণা-কিরণ,
থাকে যেন সদা আমারে ঘিরে,
অতীত কালের সে অন্ধ-রোদন,
আর যেন সখা, আসেনা ফিরে।

চিরানন্দ-ময় বিশ্বের নিশ্বাসে,
মিশা'য়ে সুস্নিগ্ধ সৌরভ তব,
অনুক্ষণ চির-প্রেমের উচ্ছ্বাসে,
সরস, সজীব, রাখিও সব।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।



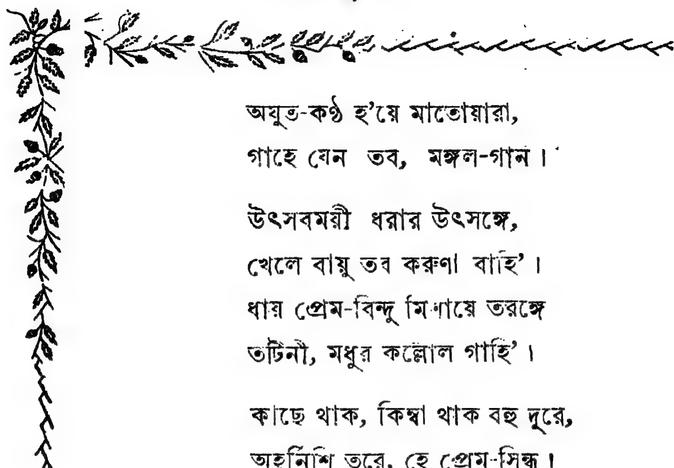
দেখায় যেন হে তোমারি স্বরূপ,
পূর্ব্ব-গগনে তরুণ রবি,
দেখে যেন সদা কল্পনা-মধুপ,
স্ফুট-কুসুমে তোমারি ছবি।

বিকাশে যেন হে, সুদূরগহনে,
তোমারই ছায়া,—শ্যামল কান্তি,
মিশি' তব জ্যোতিঃ, নিশীথ-গগনে,
ভাতে যেন নিত্য, নীরব-শান্তি।

আসে যেন তব আশীষ-বাণী,
ধীরে ধীরে, স্নিগ্ধ-মৃদুল-বায়,
সৃজিতে মধুর-মর্ম্মর-ধ্বনি,
পত্র-সুশোভিত পাদপ-ছায়।

শুনি যেন নিত্য গীত-অভিনব
ঊর্ম্মি-মুখর-সাগর-তীরে,
মহান্ মহিমা হেরি যেন তব
মেঘ-চুম্বিত-ভূধর শিরে।

ঊর্দ্ধ হতে ঢালি চির-প্রেম-ধারা
হরষে মাতাও বিশ্বের প্রাণ,



অযুত-কণ্ঠ হ'য়ে মাতোয়ারা,
গাহে যেন তব, মঙ্গল-গান।

উৎসবময়ী ধরার উৎসঙ্গে,
খেলে বায়ু তব করুণা বাহি'।
ধায় প্রেম-বিন্দু মিশায়ে তরঙ্গে
তটিনী, মধুর কল্লোল গাহি'।

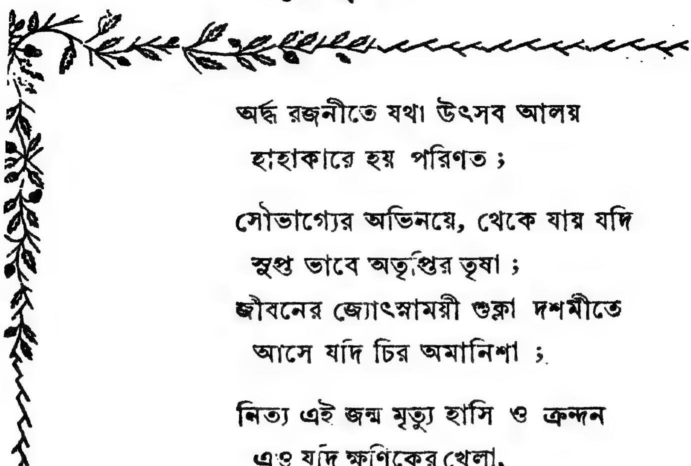
কাছে থাক, কিম্বা থাক বহু দূরে,
অহর্নিশি তরে, হে প্রেম-সিন্ধু!
যেন এ মলিন চিত্ত-মুকুরে,
বিম্বিত থাকে হে ও মুখ-ইন্দু।

কেন।

ধরণীর অশ্রুজলে আপনার অশ্রু
মিশাইয়ে যদি অসময়,
হৃদয়ের শত আশা, হৃদয়েই ল'য়ে
অনিচ্ছায় চলে যেতে হয়;

মানবের পূর্ণ তৃপ্তি, সুধু যদি হয়
সিন্ধুবক্ষে বুদ্বুদের মত,

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।



অৰ্দ্ধ রজনীতে যথা উৎসব আলয়
হাহাকারে হয় পরিণত ;

সৌভাগ্যের অভিনয়ে, থেকে যায় যদি
সুপ্ত ভাবে অতৃপ্তির তৃষা ;
জীবনের জ্যোৎস্নাময়ী শুক্লা দশমীতে
আসে যদি চির অমানিশা ;

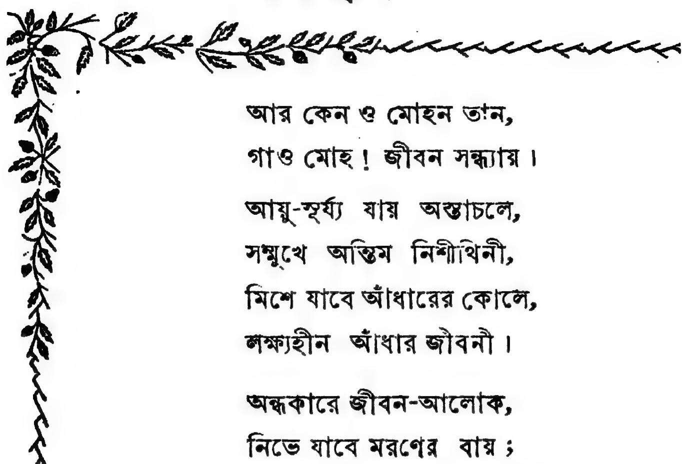
নিত্য এই জন্ম মৃত্যু হাসি ও ক্রন্দন
এও যদি ক্ষণিকের খেলা,
কালের তরঙ্গ ভঙ্গে অলক্ষ্যে কখন
ভেঙ্গে যাবে জীবনের বেলা ;

কেন তবে আসে যায় কাঁদিয়া কাঁদা'য়ে,
জগতের সকরুণ প্রাণ,
গাহিয়ে বিরহ গাথা হয় যদি শেষে,
মিলনের শান্তি অবসান ?

যাও দূরে।

অবসাদে অলস পরাণ,
ঘুমাইছে বৈরাগ্য ছায়ায়।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস



আর কেন ও মোহন তান,
গাও মোহ! জীবন সন্ধ্যায়।

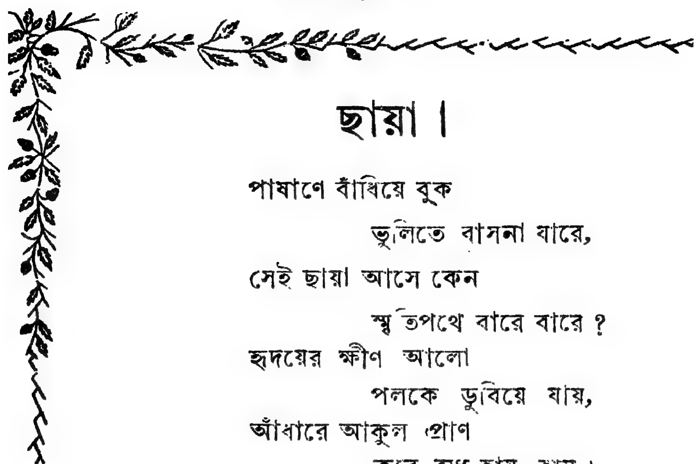
আয়ু-সূর্য্য যায় অস্তাচলে,
সম্মুখে অন্তিম নিশীথিনী,
মিশে যাবে আঁধারের কোলে,
লক্ষ্যহীন আঁধার জীবনী।

অন্ধকারে জীবন-আলোক,
নিভে যাবে মরণের বায়;
বুঝিবে কে প্রাণের সে শোক?
এ জগৎ ত্যজিবে আমায়।

• • •

ছিঁড়ে যাবে ভবের বন্ধন,
ভাসাইয়ে লবে কাল-স্রোতে,
কে শুনিবে আর্ত্তের রোদন,
সে সময়ে কে যাইবে সাথে?

তাই, এ মিনতি, প্রলোভন!
ডেক নাহে ও মধুর স্বরে,
নাই আর কোন আকিঞ্চন,
শুধু তুমি ত্যজি যাও দূরে।

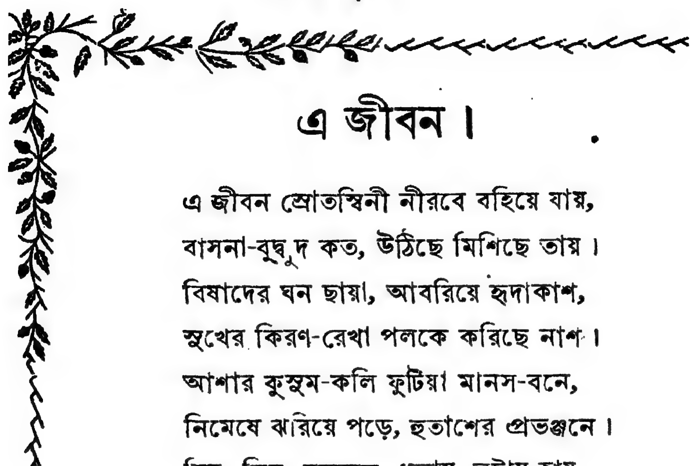


ছায়া।

পাষাণে বাঁধিয়ে বুক
ভুলিতে বাসনা যারে,
সেই ছায়া আসে কেন
স্মৃতিপথে বারে বারে ?
হৃদয়ের ক্ষীণ আলো
পলকে ডুবিয়ে যায়,
আঁধারে আকুল প্রাণ
করে সুধু হায় হায়।
দগ্ধ প্রাণে দগ্ধ স্মৃতি,
জাগি' কেন বার বার,
কাতর অলস চিত্তে
এনে দেয় হাহাকার ?
ভুলিতে বাসনা সদা,
ভুলিব ভুলিব করি,
ভুলিতে চাহেনা প্রাণ,
স্মৃতি পথে ছায়া হেরি।
এ জনমে পারিবনা
ভুলিতে সে ছায়া আর,
নীরবে নয়নে সদা
ঝরুক এ অশ্রুধার।

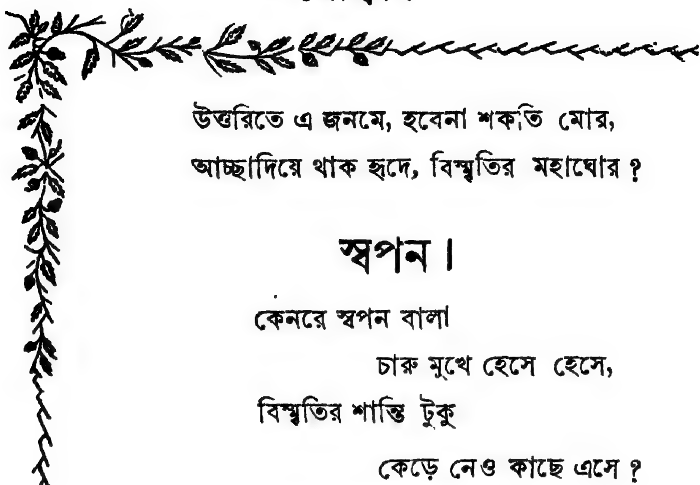
আলোকিয়ে থাক অন্তঃপুর।

গাহিয়ে বিলাপ গান, অলস কাতর প্রাণ,
হয় যবে বেদনা-বিধুর,
জুড়াতে সে দগ্ধ হিয়ে, আসে হৃদি উজলিয়ে,
স্মৃতি তব, স্বপন-মধুর।
তুমি ছাড়া নহি আমি, সতত বিরাজ তুমি,
এ নিভৃত হৃদয়ে আমার,
য'দিন বাঁচিব সখা, থাকিবে হৃদয়ে আঁকা,
ও মোহন মূরতি তোমার।
উপেক্ষিয়ে অবহেলে, তুমি কি গিয়াছ চ'লে
না, না সখে, তা ত কভু নয়;
যবে সে অতীত গুলি, হেরি মন-নেত্র খুলি,
আমি যে হে সুধু তোমাময়।
স্মৃতির মন্দির মাঝে, কি উষা কি শান্ত সাঁঝে,
নিশিদিন করি আলোকিত,
প্রতিষ্ঠিত দেব সম, এ ক্ষীণ হৃদয়ে মম,
আছ সখে, চির-বিরাজিত।
থাক চিরদিন তুমি, উজলি এ চিত্ত-ভূমি,
এ আঁধার কর সখা দূর,
চির জন্ম স্মৃতি সহ, মিশে থাক অহরহঃ,
আলোকিয়ে মম অন্তঃপুর।



এ জীবন।

এ জীবন স্রোতস্বিনী নীরবে বহিয়ে যায়,
বাসনা-বুদ্বুদ কত, উঠিছে মিশিছে তায়।
বিষাদের ঘন ছায়া, আবরিয়ে হৃদাকাশ,
সুখের কিরণ-রেখা পলকে করিছে নাশ।
আশার কুসুম-কলি ফুটিয়া মানস-বনে,
নিমেষে ঝরিয়ে পড়ে, হুতাশের প্রভঞ্জনে।
ছিন্ন ভিন্ন বৃন্তচ্যুত ধুলায় লুটায় হায়,
কোমল পাপড়ি গুলি আতপে শুকা'য়ে যায়।
সংসারের সুখোল্লাসে যখনি মিশিতে যাই,
সহসা অজ্ঞাত ভাবে হৃদয়ে আঘাত পাই।
কাতর প্রাণের হাসি, না আসিতে শুষ্কমুখে,
ঝর ঝর ঝরে অশ্রু, কি জানি কিসের দুঃখে।
সুখের সঙ্গীতে যেন শুনি বিষাদের তান,
মরমে পশিয়ে হায়! আকুলিত করে প্রাণ।
বাসনা তরঙ্গে যবে উল্লাসে ভাসিয়ে যাই,
নিজ পানে চেয়ে দেখি হৃদয়ে আলোক নাই
কত কাল এ আঁধারে কাঁদিব এভাবে আর,
জীবনে তরঙ্গময়ী যাতনার পারাবার।

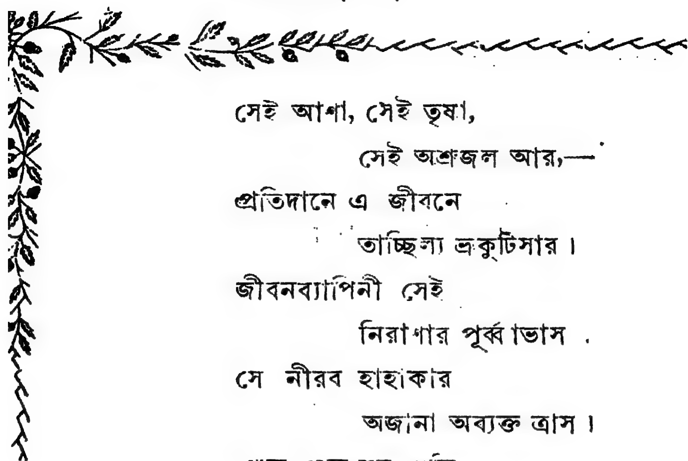


উত্তরিতে এ জনমে, হবেনা শকতি মোর,
আচ্ছাদিয়ে থাক হৃদে, বিস্মৃতির মহাঘোর?

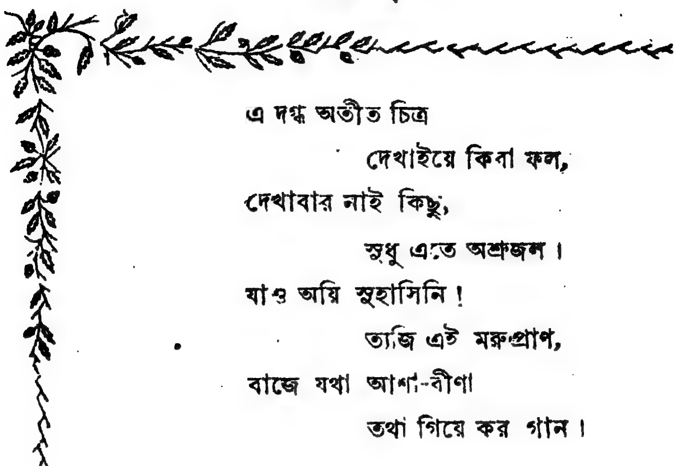
স্বপন।

কেনরে স্বপন বালা
চারু মুখে হেসে হেসে,
বিস্মৃতির শান্তি টুকু
কেড়ে নেও কাছে এসে?
পাইতে ক্ষণিক শান্তি
নিদ্রার শরণ লই,
সে সুখে বঞ্চিত কেহ
করে না ত তোমা বই।
সারানিশি তন্দ্রাবেশে
বসিয়ে নয়ন'পরে,
দেখাও অতীত চিত্র
সাজাইয়ে থরে থরে।
সেই হাসি, সেই বাঁশী,
সেই চারু ফুলহার—
ফুল বিনিময়ে ফণী,
—সুতীব্র দংশন তার।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।



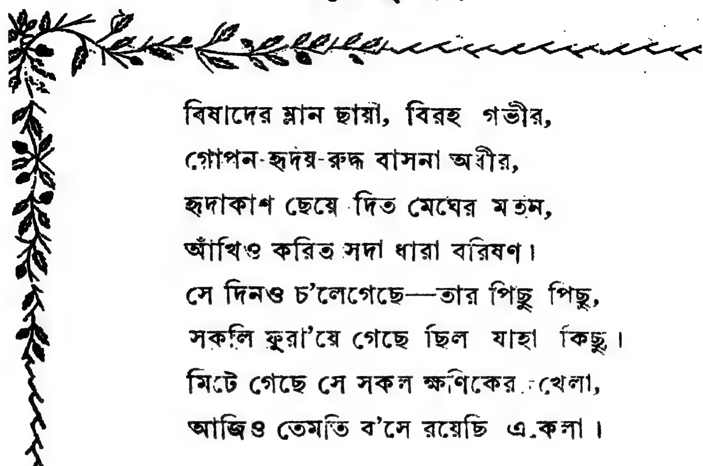
সেই আশা, সেই তৃষা,
সেই অশ্রুজল আর,—
প্রতিদানে এ জীবনে
তাচ্ছিল্য ভ্রূকুটিসার।
জীবনব্যাপিনী সেই
নিরাশার পূর্ব্বাভাস
সে নীরব হাহাকার
অজানা অব্যক্ত ত্রাস।
একে একে সব গুলি
সাজা'য়ে নয়ন আগে,
একি গো নিঠুর খেলা
খেল এই নিশি ভাগে।
সংসারের সুখোচ্ছ্বাসে
উৎফুল্ল যাদের হিয়া,
দেখাওগে সে সুচিত্র
তাহাদের পাশে গিয়া।
আদরে ভুলিয়ে তোরে
লইয়ে কোমল ক্রোলে,
সুখে নিশি কাটাইবে
তোর সনে হেসে খেলে।



এ দগ্ধ অতীত চিত্র
দেখাইয়ে কিবা ফল,
দেখাবার নাই কিছু,
সুধু এতে অশ্রুজল।
যাও অয়ি সুহাসিনি!
ত্যজি এই মরুপ্রাণ,
বাজে যথা আশা-বীণা
তথা গিয়ে কর গান।

আজিও তেমনি।

কবেকার কথা সে যে পড়েনাকো মনে,
ব'সে ব'সে ভাবিতাম, একা গৃহ-কোণে।
ঘন-নীল-মেঘাচ্ছন্ন শ্রাবণ-গগন,
অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা বরষা সঘন,
হুহু ক'রে আর্দ্রবায়ু ব'য়ে যে'ত বেগে,
আমি ব'সে থাকিতাম, সারানিশি জেগে।
জানিনাগো শয্যাপ্রান্তে ব'সে কার তরে,
কত বর্ষা কাটায়েছি নিরাশ অন্তরে।
আজ মনে হয় পুনঃ, সে সকল কথা;
সে আকুল আঁখিধারা, মরমের ব্যথা।

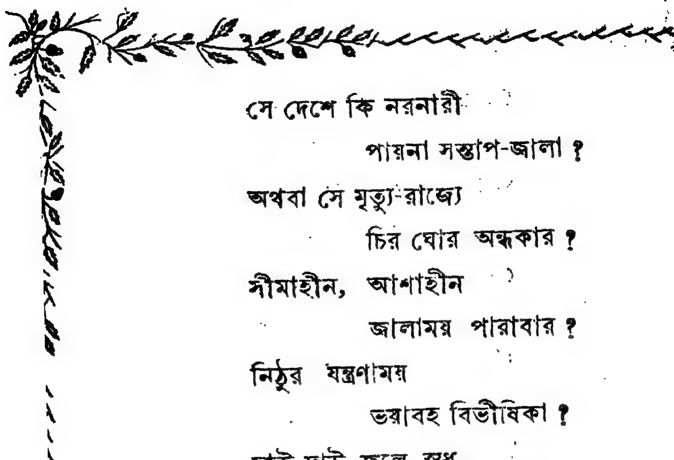


বিষাদের ম্লান ছায়া, বিরহ গভীর,
গোপন-হৃদয়-রুদ্ধ বাসনা অধীর,
হৃদাকাশ ছেয়ে দিত মেঘের মতন,
আঁখিও করিত সদা ধারা বরিষণ।
সে দিনও চ'লেগেছে—তার পিছু পিছু,
সকলি ফুরা'য়ে গেছে ছিল যাহা কিছু।
মিটে গেছে সে সকল ক্ষণিকের খেলা,
আজিও তেমতি ব'সে রয়েছি একলা।

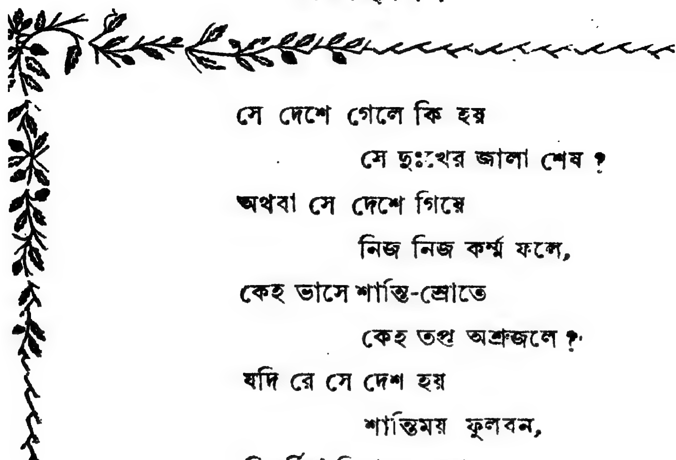
মৃত্যুরাজ্য।

সংসারের অবসাদে
গায় জীব মৃত্যুগান।
সে মৃত্যু জীবন হ'তে
কত দূর ব্যবধান?
কি আছে মরণ রাজ্যে—
হাসি কিম্বা অশ্রুজল?
বহে কি সমীরে সেথা
শান্তিময় পরিমল?
সেথা কি আঁধার শূন্য
চির মধুময় আলা,

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।



সে দেশে কি নরনারী
পায়না সন্তাপ-জ্বালা ?
অথবা সে মৃত্যু-রাজ্যে
চির ঘোর অন্ধকার ?
সীমাহীন, আশাহীন
জ্বালাময় পারাবার ?
নিঠুর যন্ত্রণাময়
ভয়াবহ বিভীষিকা ?
দাউ দাউ জ্বলে স্বধু
নরকের অগ্নিশিখা ?
সকলি অজ্ঞেয়. তবু
ভ্রান্ত নরনারীগণ,
জুড়াতে সে দেশে যেতে
কেন করে আকিঞ্চন ?
অপসারি ছিন্ন ভিন্ন
এ মলিন যবনিকা,
দেখিতে বাসনা এবে
সেই গূঢ় প্রহেলিকা।
যে দুঃখে দহিয়ে চায়
যাইতে মরণ-দেশ,

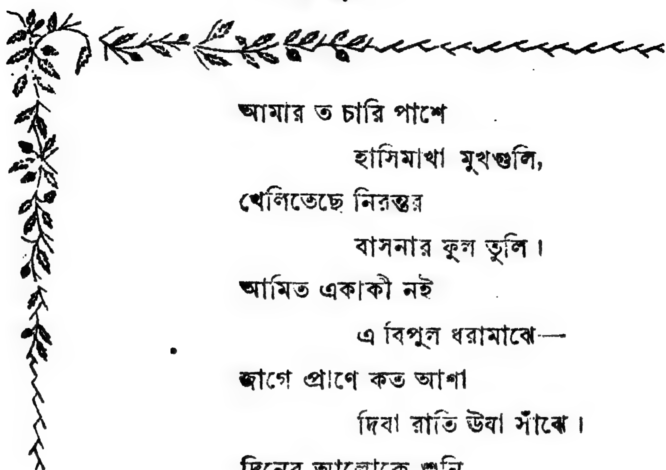


সে দেশে গেলে কি হয়
সে দুঃখের জ্বালা শেষ ?
অথবা সে দেশে গিয়ে
নিজ নিজ কর্ম্ম ফলে,
কেহ ভাসে শান্তি-স্রোতে
কেহ তপ্ত অশ্রুজলে ?
যদি রে সে দেশ হয়
শান্তিময় ফুলবন,
বিসর্জ্জি' বিষাদ-বোঝা
হাসিব গো অনুক্ষণ।
কিম্বা যদি হয় সুধু
জ্বালাময় পারাবার,
ভাসিব অনন্ত কাল,
ল'য়ে এ বিষাদ ভার।

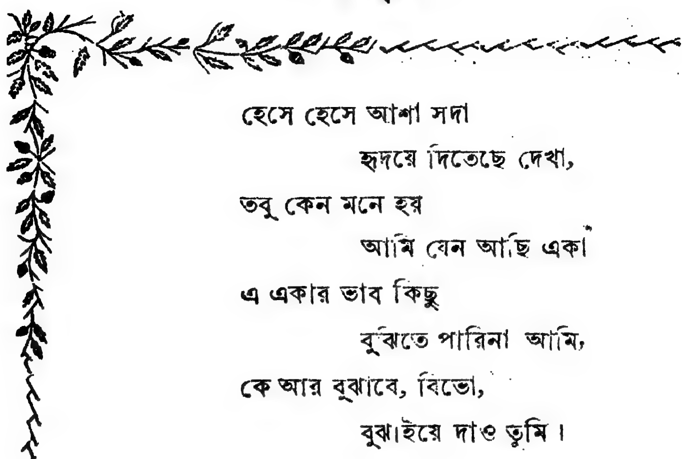
একা।

বিশাল ধরণী মাঝে
কেহই একাকী নয়,
সবারই চির দিন
আছে আশা প্রাণময়।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।



আমার ত চারি পাশে
হাসিমাখা মুখগুলি,
খেলিতেছে নিরন্তর
বাসনার ফুল তুলি।
আমিত একাকী নই
এ বিপুল ধরামাঝে—
জাগে প্রাণে কত আশা
দিবা রাতি উষা সাঁঝে।
দিনের আলোকে শুনি
কোটি কোটি কলরব,
নীরব নিশীথে প্রাণে
ঘোর তমোময় সব।
উষার মোহন হাসি
নীরবে মরমে পশে,
সাঁঝের মলিন ছায়া
হেরি চখে অশ্রু আসে।
সাধহীন, আশাহীন
কেবা এজগতে আছে?
আমিত একাকী নই,
—আমার(ও) এসব আছে।

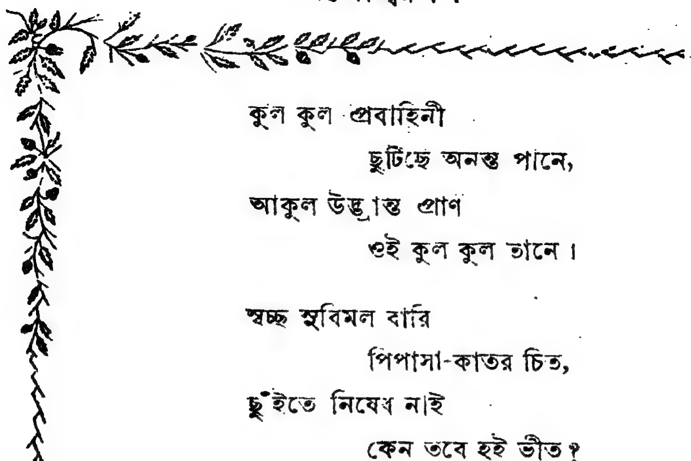


হেসে হেসে আশা সদা
হৃদয়ে দিতেছে দেখা,
তবু কেন মনে হয়
আমি যেন আছি একা
এ একার ভাব কিছু
বুঝিতে পারিনা আমি,
কে আর বুঝাবে, বিভো,
বুঝাইয়ে দাও তুমি।

মরণের পারে গিয়ে।

নীরব নিশীথে আজি
অতৃপ্ত পিয়াসা ভুলে,
নীরবে দাঁড়ায়ে আছি
বাসনার উপকূলে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিম্ব গুলি
উঠিছে মিশিছে ধীরে,
গণিতেছি ঊর্ম্মি-মালা
দাঁড়ায়ে জীবন-তীরে।



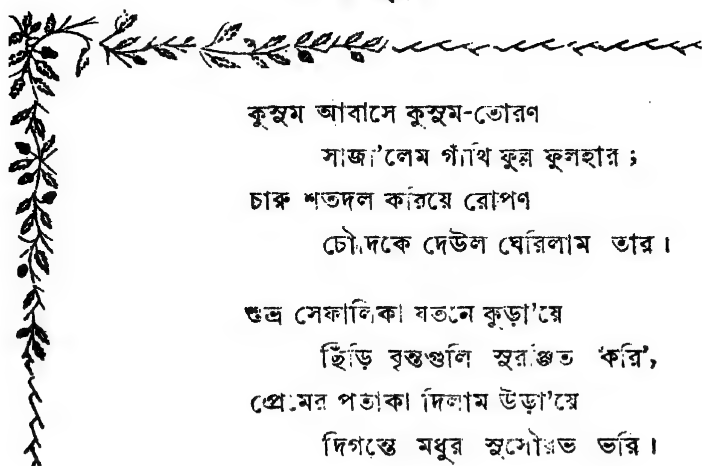
কুল কুল প্রবাহিনী
ছুটিছে অনন্ত পানে,
আকুল উদ্ভ্রান্ত প্রাণ
ওই কুল কুল তানে।

স্বচ্ছ সুবিমল বারি
পিপাসা-কাতর চিত,
ছুঁইতে নিষেধ নাই
কেন তবে হই ভীত?

জুড়াবে কি এ পিপাসা
ওই স্বচ্ছ বারিপিয়ে?
অথবা সে চির শান্তি
মরণের পারে গিয়ে?

ফুলের বাসর

ঘুমের আবেশে স্বপনের ছলে
ফুলের বাসর রচিনু বিমানে,
সিঞ্চিয়ে সিঞ্চিয়ে স্নিগ্ধ অশ্রুজলে,
সাজা'লেম চারু লতিকা ভূষণে



কুসুম আবাসে কুসুম-তোরণ
সাজা'লেম গাঁথি ফুল্ল ফুলহার ;
চারু শতদল করিয়ে রোপণ
চৌদিকে দেউল ঘেরিলাম তার।

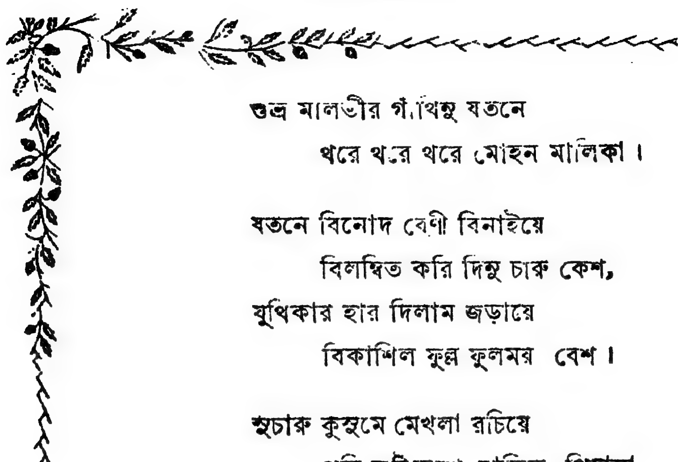
শুভ্র সেফালিকা যতনে কুড়া'য়ে
ছিঁড়ি বৃন্তগুলি সুরঞ্জিত 'করি',
প্রেমের পতাকা দিলাম উড়া'য়ে
দিগন্তে মধুর সুসৌরভ ভরি।

ফুলের পালঙ্কে, ফুল বিছাইয়ে
রচিলাম শয্যা কতই আয়াসে,
কনক লতায় কুসুম বাঁধিয়ে
সুচারু স্তবক সাজা'নু দু'পাশে।

বিমল চাঁদের রজত-কিরণ
ধীরে ধীরে পশি উন্মুক্ত গবাক্ষে,
মধুরে মধুর হইল মিলন
প্রতিভাতি সুপ্ত হৃদয় আলেখ্যে।

সাজিতে আপনি কুসুম ভূষণে
তুলি রাশি রাশি ফুটন্ত কলিকা,

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।



শুভ্র মালতীর গাঁথিনু যতনে
থরে থরে থরে মোহন মালিকা।

যতনে বিনোদ বেণী বিনাইয়ে
বিলম্বিত করি দিনু চারু কেশ,
যূথিকার হার দিলাম জড়ায়ে
বিকাশিল ফুল্ল ফুলময় বেশ।

সুচারু কুসুমে মেখলা রচিয়ে
পরি কটিদেশে বাড়িল পিয়াসা,
চম্পক কলিকা যতনে তুলিয়ে
শ্রুতিমূলে পরি হইনু বিবশা।

নাশায় ঝুলায়ে বিনোদ বকুল
গলায় পরিনু কুসুম হার
যতনে কুড়া'য়ে নবীন মুকুল
পরিনু রচিয়ে কঙ্কণ তার।

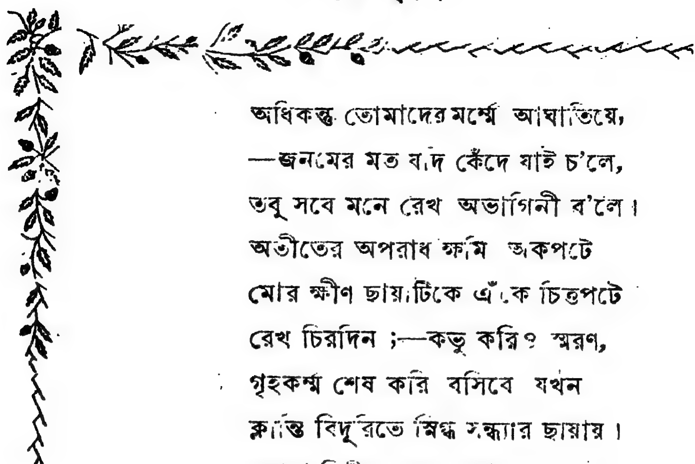
বাসন্ত রঞ্জিত বসন পরিয়ে
ফুলের বাঁশীটি লইনু করে,
আবেগে হৃদয় উঠিল কাঁপিয়ে
পশিতে সাধের বাসর ঘরে।

ভাঙ্গিল স্বপন সাধের বাসর
মিলাল আকাশ-কুসুম প্রায়,
অবলম্ব বিনা নিম্মিত সে ঘর
তাইত অকালে ভাঙ্গিল হায়।

উদ্ভ্রান্ত হৃদয়ে চেতনা লভিনু,
সঘনে কাঁপিয়ে উঠিল বুক,
স্মৃতিদাহে শেষে নীরবে কাঁদিনু
সিক্ত উপাধানে লুকায়ে মুখ।

মনে রেখো।

উদাস বিষাদ ভরে যদি যাই চলে',
শেষ বিদায়ের দিনে কথাটী না ব'লে,
জীবনের হাসি, খেলা, ভুলিয়া সকল,
আঁখিপ্রান্তে দুটি বিন্দু তপ্ত অশ্রুজল
ল'য়ে; তুচ্ছ দু'চারিটী সান্ত্বনার কথা
তাও যদি না বলিয়া, দিয়ে যাই ব্যথা
তোমাদের প্রাণে; এত দয়া, এত স্নেহ,
হাস্য-ধ্বনি-মুখরিত-প্রীতিপূর্ণ গেহ,
উপেক্ষিয়ে সব, সুধু আত্ম দুঃখ নিয়ে,—

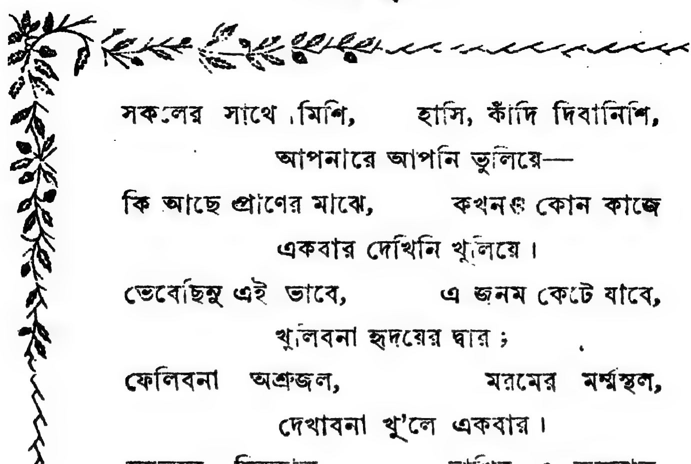


অধিকন্তু তোমাদের মর্ম্মে আঘাতিয়ে,
—জনমের মত যদি কেঁদে যাই চ'লে,
তবু সবে মনে রেখ অভাগিনী ব'লে।
অতীতের অপরাধ ক্ষমি অকপটে
মোর ক্ষীণ ছায়াটিকে এঁকে চিত্তপটে
রেখ চিরদিন ;—কভু করিও স্মরণ,
গৃহকর্ম্ম শেষ করি বসিবে যখন
ক্লান্তি বিদূরিতে স্নিগ্ধ সন্ধ্যার ছায়ায়।
অথবা নিশীথে কেহ আরাম-শয্যায়
স্মরি মোর দুঃখ-গাথা, ত্যজ দীর্ঘশ্বাস,
—ভারাক্রান্ত হৃদয়ের ক্ষণিক উচ্ছ্বাস,—
সঙ্গোপনে ভাসাইও নয়নের জলে।
তবু সবে মনে রেখ অভাগিনী বলে।

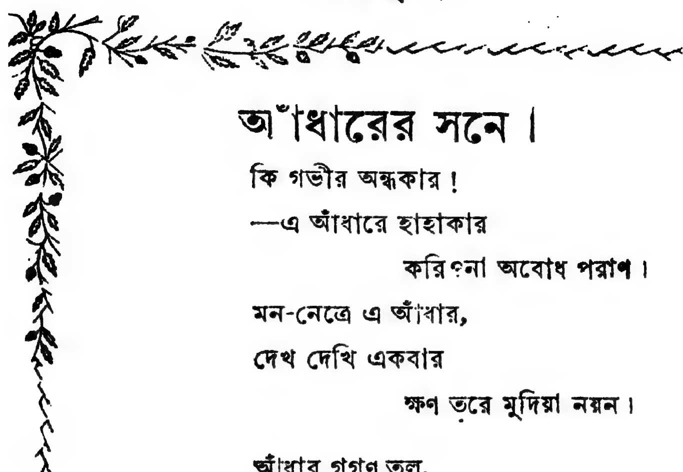
দৈবাধীন।

সংসারের শত কাজে, শত বিস্মৃতির মাঝে,
ভুলেছিনু হৃদয়ের ব্যথা।
শত সুখ দুঃখ ল'য়ে, প্রতি দিন যায় ব'য়ে,
ভুলাইয়ে অতীতের কথা।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস



সকলের সাথে মিশি, হাসি, কাঁদি দিবানিশি,
আপনারে আপনি ভুলিয়ে—
কি আছে প্রাণের মাঝে, কখনও কোন কাজে
একবার দেখিনি খুলিয়ে।
ভেবেছিনু এই ভাবে, এ জনম কেটে যাবে,
খুলিবনা হৃদয়ের দ্বার ;
ফেলিবনা অশ্রুজল, মরমের মর্ম্মস্থল,
দেখাবনা খু'লে একবার।
সযতনে চিরকাল, রাখিব এ অন্তরাল,
অন্তর এ বাহিরের সনে,—
শত স্মৃতি মুছে ফেলে, ফাঁকি দিব হেসে খেলে,
আপনিই আপনার মনে।
কিন্তু প্রাণ, দীর্ঘ দিন, যেতে যেতে লক্ষ্যহীন,
অন্ধকার জীবনের পথে,
সে চির সংকল্প হায়, মুহূর্ত্তের উপেক্ষায়,
ভেসেগেল বাসনার স্রোতে।
বিশ্বাসে ও অবিশ্বাসে, গোপনে প্রাণের পাশে,
যাছিল তা দেখিলাম চেয়ে ;
আপনারে সাক্ষী রাখি, ফিরা'লেম ক্লান্ত আঁখি,
অশ্রু আর দীর্ঘশ্বাস ল'য়ে।

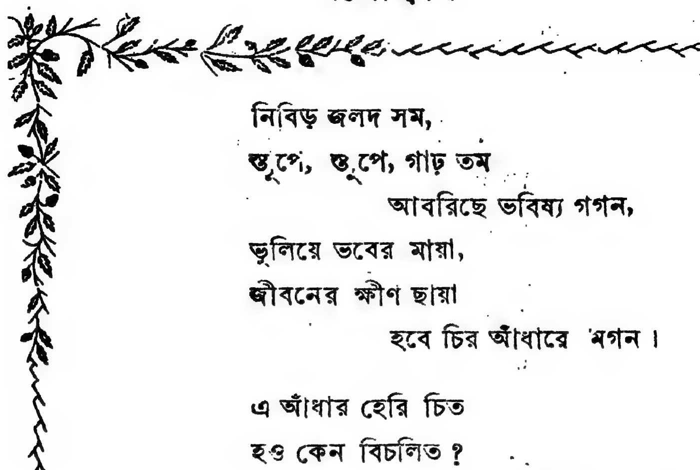


আঁধারের সনে।

কি গভীর অন্ধকার!
—এ আঁধারে হাহাকার
করিওনা অবোধ পরাণ।
মন-নেত্রে এ আঁধার,
দেখ দেখি একবার
ক্ষণ তরে মুদিয়া নয়ন।

আঁধার গগণ তল,
আঁধার এ মর্ম্ম স্থল,
মিশিয়াছে আঁধারে আঁধার।
এ আঁধার পথে, হায়,
নীরবে বহিয়ে যায়,
লক্ষ্য-শূন্য জীবন আমার।

আঁধার নিশীথে জাগি,
কি হেতু কিশের লাগি,
গাও চিত্ত বিলাপের গান?
বাসনা কামনা যত,
জাগে প্রাণে অবিরত,
আঁধারেই হবে অবসান।



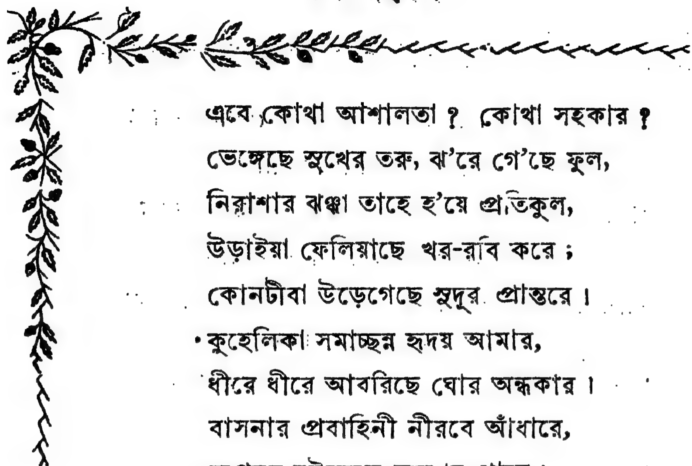
নিবিড় জলদ সম,
স্তূপে, স্তূপে, গাঢ় তম
আবরিছে ভবিষ্য গগন,
ভুলিয়ে ভবের মায়া,
জীবনের ক্ষীণ ছায়া
হবে চির আঁধারে মগন।

এ আঁধার হেরি চিত
হও কেন বিচলিত ?
কি বিষাদ উপজিছে মনে ?
আসিলে সে শেষ দিন,
সকলি হইবে লীন
ওই চির আঁধারের সনে।

মরণ-মিলনে।

ঘাত, প্রতিঘাতে হৃদি হ'য়ে চূরমার,
সংসারের সুখ সাধে, সাধ নাই আর।
এ হৃদয়-সহকার সনে, আশালতা,
আলিঙ্গিয়ে কত সুখে গেয়ে প্রেম গাথা,
জুড়াইত নিরন্তর জীবন আমার ;

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।

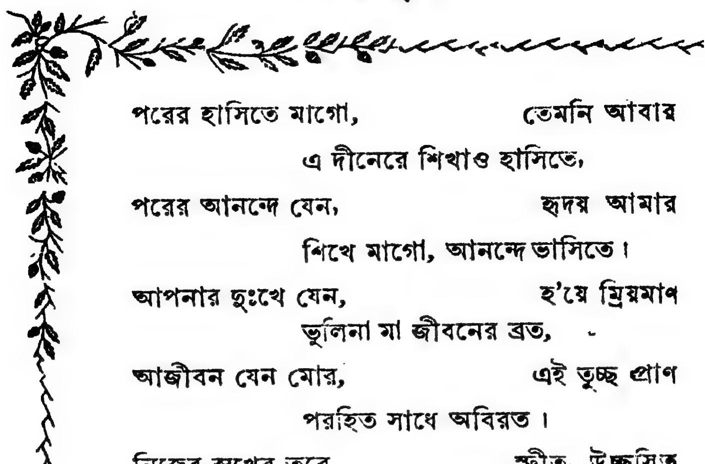


এবে কোথা আশালতা ? কোথা সহকার ?
ভেঙ্গেছে সুখের তরু, ঝ'রে গে'ছে ফুল,
নিরাশার ঝঞ্ঝা তাহে হ'য়ে প্রতিকুল,
উড়াইয়া ফেলিয়াছে খর-রবি করে ;
কোনটীবা উড়েগেছে সুদূর প্রান্তরে।
কুহেলিকা সমাচ্ছন্ন হৃদয় আমার,
ধীরে ধীরে আবরিছে ঘোর অন্ধকার।
বাসনার প্রবাহিনী নীরবে আঁধারে,
অগ্রসর হইতেছে মরণের পারে।
ফুরায়ে'ছে ধুলা খেলা সংসারে আমার,
সাধের আলয় এবে দুঃখ কারাগার।
ছিঁড়েছে আশার তন্ত্রী নিরাশ জীবনে,
আকুল আকাঙ্ক্ষা সুধু মরণ-মিলনে।

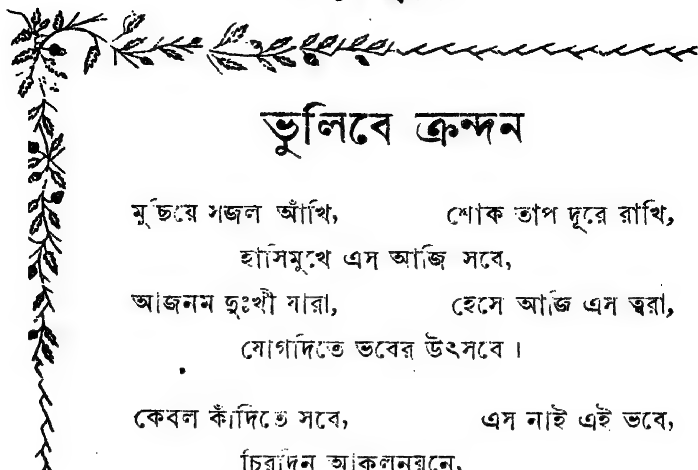
শিখাও।

শিখাও আমারে মাগো ! করিতে ক্রন্দন,
চির দুঃখী মানবের সনে,
চিরদিন তাহাদের, মুছা'য়ে নয়ন,
শান্তি দিতে তাহাদের মনে।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস



পরের হাসিতে মাগো, তেমনি আবার
এ দীনেরে শিখাও হাসিতে,
পরের আনন্দে যেন, হৃদয় আমার
শিখে মাগো, আনন্দে ভাসিতে।
আপনার দুঃখে যেন, হ'য়ে ম্রিয়মাণ
ভুলিনা মা জীবনের ব্রত,
আজীবন যেন মোর, এই তুচ্ছ প্রাণ
পরহিত সাধে অবিরত।
নিজের সুখের তরে, স্ফীত, উচ্ছ্বসিত
চিত্ত যেন হয় না আবার ;
স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় কর, এই দগ্ধ চিত,
ঘুচাইয়ে মোহের আঁধার।
বিষাদে আনন্দে যেন, এই শিক্ষা মোর,
কভু নাহি করে অতিক্রম,
ঘুচায়ে পরের ব্যথা, এ হৃদয়ে মোর
হয় যেন ব্যথা উপশম।
এইরূপে যে ক'দিন, আছি ধরাধামে,
সঁপি' প্রাণ জগতের দুঃখে,
রাখিয়া সকল গ্লানি, এ পার্থিব ধামে,
চ'লে যাব মৃত্যু অভিমুখে।



ভুলিবে ক্রন্দন

মুছিয়ে সজল আঁখি, শোক তাপ দূরে রাখি,
হাসিমুখে এস আজি সবে,
আজনম দুঃখী যারা, হেসে আজি এস ত্বরা,
যোগদিতে ভবের উৎসবে।

কেবল কাঁদিতে সবে, এস নাই এই ভবে,
চিরদিন আকুলনয়নে,
মুছি সবে অশ্রুধার, হৃদয়ের ছিন্নতার,
পুনরায় বাঁধগো যতনে।

সাধিতে কর্ত্তব্য সবে, আসিয়াছ এই ভবে,
জীবনের কর্ত্তব্য সাধিয়ে,
নিরন্তর স্নিগ্ধমুখে, থাকগো ধরার বুকে,
আনন্দের কুটীর বাঁধিয়ে।

বিনয়ের সঙ্গী হ'য়ে শ্রদ্ধায় সম্মুখে ল'য়ে,
অগ্রসর হও ধীরে ধীরে,
হে ভ্রান্ত ভবের পান্থ, পথশ্রমে হ'য়ে ক্লান্ত,
অসময়ে আসিওনা ফিরে।



সাধনার হাত ধরে, জগতের দ্বারে দ্বারে,
হাসিমুখে করিয়ে ভ্রমণ,
হৃদয়ের প্রেম দিয়ে, জগতের প্রেম নিয়ে
নিজ গেহে ফিরিও তখন।

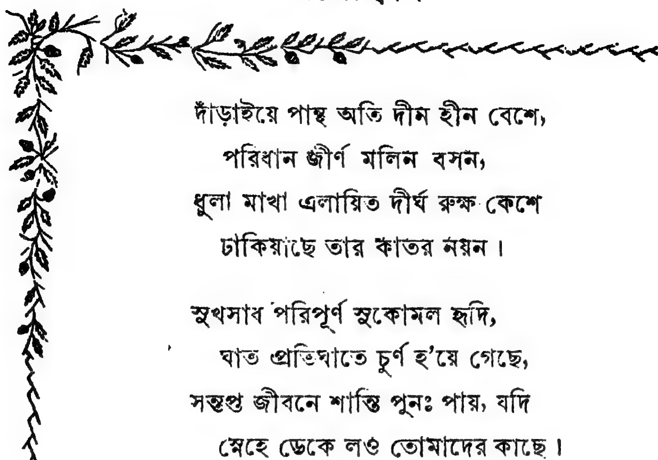
শুকাইবে অশ্রুধার, ভুলিবে গো হাহাকার
দৃঢ় হবে শিথিল বন্ধন,
শান্তি পূর্ণ হবে গেহ, স্নিগ্ধ হবে ক্লান্ত দেহ,
চির তরে ভুলিবে ক্রন্দন।

স্নেহে ডেকে লও।

সুখের আশায় ভ্রমি দেশ দেশান্তরে,
এসেছে পথিক বড় ক্লান্ত হ'য়ে ;
ওগো, জনপদ-বাসি ! বারেকের তরে
ডাক তোমাদের উৎসব আলয়ে।

অজানা অচেনা বহুদূর দেশ হ'তে
এসেছে পথিক তোমাদের দ্বারে,
উৎসবের বেশ ভুষা নাই তার সাথে,
তবু দয়া ক'রে ডেকে লও তারে।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস



দাঁড়াইয়ে পান্থ অতি দীন হীন বেশে,
পরিধান জীর্ণ মলিন বসন,
ধূলা মাখা এলায়িত দীর্ঘ রুক্ষ কেশে
ঢাকিয়াছে তার কাতর নয়ন।

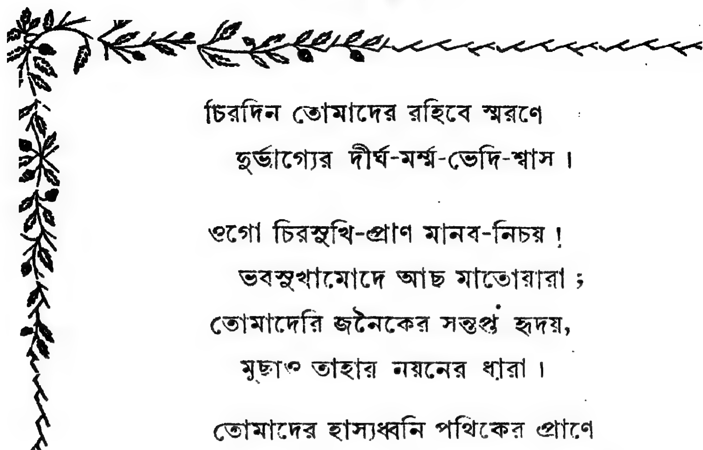
সুখসাধ পরিপূর্ণ সুকোমল হৃদি,
ঘাত প্রতিঘাতে চূর্ণ হ'য়ে গেছে,
সন্তপ্ত জীবনে শান্তি পুনঃ পায়, যদি
স্নেহে ডেকে লও তোমাদের কাছে।

বহু দূর হ'তে শুনি তোমাদের গান,
সুখোচ্ছ্বাসপূর্ণ হাস্য কলরব;
ছুটিয়ে এসেছে আশে জুড়াইবে প্রাণ,
হেরি তোমাদের আনন্দ উৎসব।

ওগো ধরাতল-বাসী নরনারিগণ!
খোল গো দুয়ার ক্ষণেকের তরে;
বিপন্ন পথিক দ্বারে করিছে রোদন,
ডেকে লও তারে উৎসবের ঘরে।

হেরি তার চিন্তাকুল কাতর নয়নে
চির ধারাবাহী মরম উচ্ছ্বাস,

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।



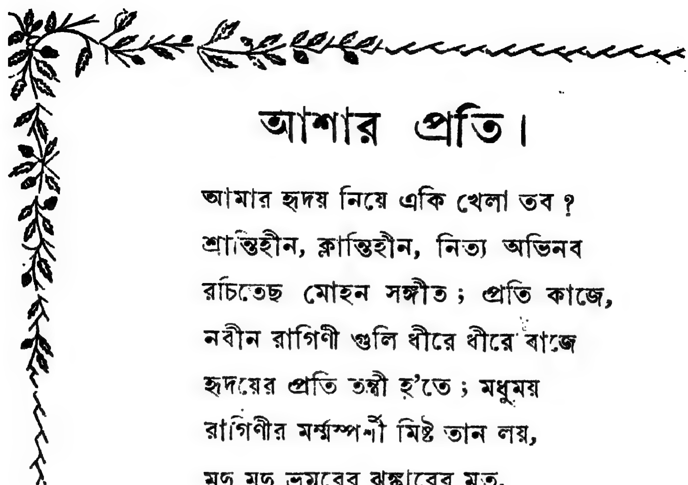
চিরদিন তোমাদের রহিবে স্মরণে
　দুর্ভাগ্যের দীর্ঘ-মর্ম্ম-ভেদি-শ্বাস।

ওগো চিরসুখি-প্রাণ মানব-নিচয়!
　ভবসুখামোদে আছ মাতোয়ারা;
তোমাদেরি জনৈকের সন্তপ্ত হৃদয়,
　মুছাও তাহার নয়নের ধারা।

তোমাদের হাস্যধ্বনি পথিকের প্রাণে
　আনিবে গো ফিরে অতীতের হাসি;
জাগি' পুনঃ সুপ্ত চিত্ত তোমাদের গানে,
　তোমাদের সাথে বাজাইবে বাঁশী।

তোমাদের স্নেহে যদি তৃপ্ত নাহি হয়,
　চির নিরাশ্রয় পথিকেরি প্রাণ;
বিচলিত হয় যদি, ও দীন-হৃদয়,
　শুনি তোমাদের উৎসবের গান।

তখন সকলে মিলে, একপ্রাণ হ'য়ে,
　দিওগো বিদায়, করি প্রত্যাখ্যান;
যাবে সে পথিক, তার অশ্রুজল ল'য়ে,
　এ জনমেও আর চাহিবেনা স্থান।



আশার প্রতি।

আমার হৃদয় নিয়ে একি খেলা তব ?
শ্রান্তিহীন, ক্লান্তিহীন, নিত্য অভিনব
রচিতেছ মোহন সঙ্গীত ; প্রতি কাজে,
নবীন রাগিণী গুলি ধীরে ধীরে বাজে
হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রী হ'তে ; মধুময়
রাগিণীর মর্ম্মস্পর্শী মিষ্ট তান লয়,
মৃদু মৃদু ভ্রমরের ঝঙ্কারের মত,
উঠিতেছে মিশিতেছে চিত্তে অবিরত
নিশিদিন সমভাবে। তরুর মর্ম্মরে,
প্রভাত-সমীরে কিম্বা সান্ধ্য-বায়ু-ভরে ;
তটিনীর সুমধুর কল-কল তানে,
মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি পশিতেছে প্রাণে।
অযূত কণ্ঠেতে যেন ধ্বনিতেছে গীত
প্লাবিয়ে ধরার বক্ষ, বিশ্ব বিমোহিত
সঙ্গীতের মধুর কম্পনে। স্মিত মুখে
নব নব গীত গুলি রচিতেছ সুখে,
সঙ্গোপনে বসি মোর নিভৃত হৃদয়ে।
খুঁজিয়া কি লইয়াছ নিখিল নিলয়ে

দুর্ভাগ্যের এ জীর্ণ কুটীর ? কোন সুখে,
অয়ি সুহাসিনি, এই চির দগ্ধ বুকে
পাতিয়াছ তোমার ও বিচিত্র আসন !
রচিবে কি এ শ্মশানে কুসুম-কানন ?

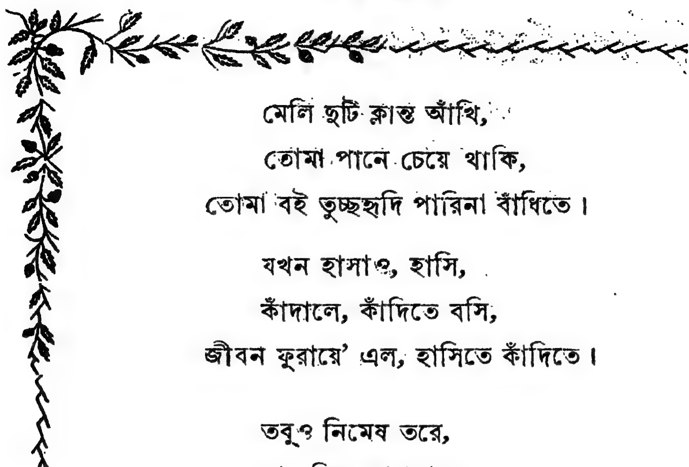
অদৃষ্টের প্রতি।

কখন' তোমারে আমি পারিনি' বুঝিতে।
অজানা আঁধার পথে,
চলেছি তোমার সাথে,
জীবন-সংগ্রামে সদা যুঝিতে যুঝিতে।

তোমার ইঙ্গিতে সদা,
তোমাতে রয়েছি বাঁধা,
তোমাসনে ছদণ্ডও নহি স্বতন্তর।

পথ-প্রদর্শক সেজে,
ভবিষ্য জীবন মাঝে,
হাসি মুখে হইতেছ ধীরে অগ্রসর।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।



মেলি দুটি ক্লান্ত আঁখি,
তোমা পানে চেয়ে থাকি,
তোমা বই তুচ্ছহৃদি পারিনা বাঁধিতে।

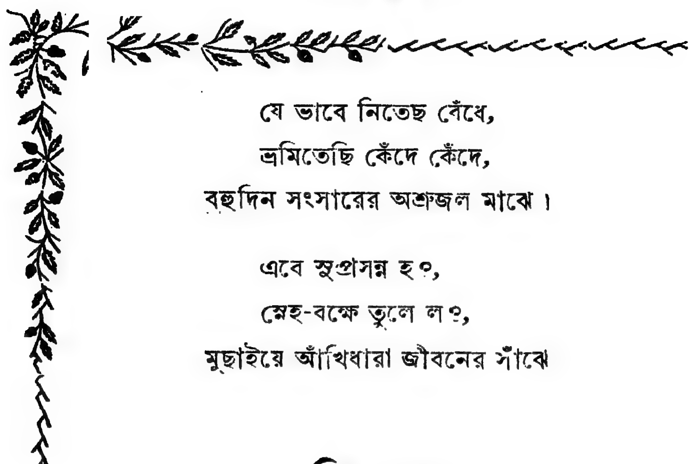
যখন হাসাও, হাসি,
কাঁদালে, কাঁদিতে বসি,
জীবন ফুরায়ে' এল, হাসিতে কাঁদিতে।

তবুও নিমেষ তরে,
না বুঝিনু আপনারে,
না বুঝিনু তোমার ও রহস্য অপার।

কে তুমি সংসারে মম,
নিশি দিন ছায়া সম,
হেসে কেঁদে সাথে সাথে রয়েছি তোমার।

কিন্তু এ জীবনে আর,
সহেনা দুঃখের ভার,
ভেঙ্গে চুরে গেছে হৃদি শত আবর্ত্তনে,

আর তব সাথে সাথে,
এ দীর্ঘ বন্ধুর পথে,
চলিতে পারিনা আমি দুর্ব্বল চরণে।

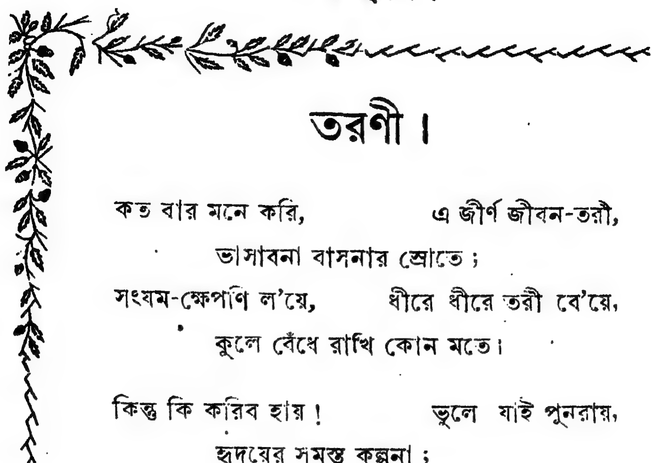


যে ভাবে নিতেছ বেঁধে,
ভ্রমিতেছি কেঁদে কেঁদে,
বহুদিন সংসারের অশ্রুজল মাঝে।

এবে সুপ্রসন্ন হও,
স্নেহ-বক্ষে তুলে লও,
মুছাইয়ে আঁখিধারা জীবনের সাঁঝে

কি যেন

কি যেন আকুল তান শ্রবণে পশিছে হায়,
কি অভাবে শূন্য প্রাণ, প্রাণ যেন কারে চায়
কে যেন হৃদয় মাঝে চাপাইয়ে দিয়েছে ভার,
ক্লান্ত অবসন্ন দেহ ; বহিতে পারিনা আর।
কে যেন অলস ভাবে কাঁদিছে করুণ তানে,
উদাস আকুল হৃদি সেই রোদনের গানে।
সঙ্গীতের প্রতি কম্পে কাঁপাইয়ে অন্তস্তল,
ভুলাইয়ে সুখ-স্বপ্ন, আনিতেছে অশ্রুজল।
জীবন যাতনাময় প্রতিচ্ছায়া নিরাশার,
সম্বল যেন রে সুধু অশ্রু আর হাহাকার।



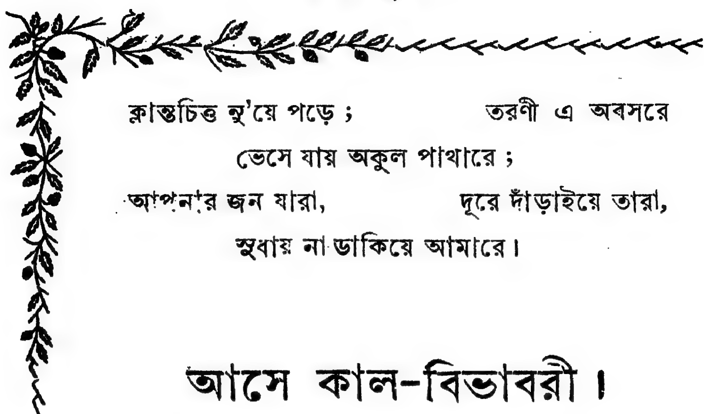
তরণী।

কত বার মনে করি, এ জীর্ণ জীবন-তরী,
ভাসাবনা বাসনার স্রোতে ;
সংযম-ক্ষেপণি ল'য়ে, ধীরে ধীরে তরী বে'য়ে,
কূলে বেঁধে রাখি কোন মতে।

কিন্তু কি করিব হায় ! ভুলে যাই পুনরায়,
হৃদয়ের সমস্ত কল্পনা ;
কোথা হ'তে ভ্রান্তি এসে, আচ্ছন্ন করিয়ে শেষে,
আনে চিত্তে অলীক-জল্পনা।

ভাল মন্দ নাহি বুঝি, সুধু প্রাণপণে যুঝি,
চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ের সনে ;
কত হাসি, কত কাঁদি, উপেক্ষিয়ে পুনঃ সাধি,
ভাঙ্গি, গড়ি, আপনার মনে।

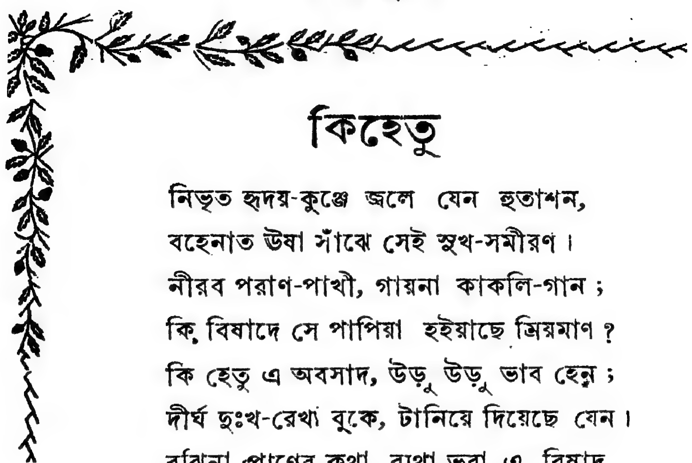
নিদ্রিত কি স্বপ্নাবেশে, কোথা যেন যাই ভেসে,
ভুলে যাই সংসারের মায়া,
স্মৃতি-সাগরের তীরে, দাঁড়াইয়ে ধীরে ধীরে,
ভুলে যাই আপনার ছায়া।



ক্লান্তচিত্ত নু'য়ে পড়ে;   তরণী এ অবসরে
ভেসে যায় অকুল পাথারে;
আপনার জন যারা,   দূরে দাঁড়াইয়ে তারা,
সুধায় না ডাকিয়ে আমারে।

আসে কাল-বিভাবরী।

জীবন হইতে চলি, গিয়াছে আনন্দ-উষা,
লইয়ে তাহার হাসি, লইয়ে তাহার ভূষা।
মধ্যাহ্নের স্মিত-রশ্মি, চকিতে উজলি' প্রাণ,
না বুঝিতে সে মাধুর্য্য হইয়াছে অবসান।
স্নিগ্ধ কমনীয় সেই উষার মাধুর্য্যরাশি,
আশাময় প্রীতিময় মোহন মধুর হাসি,
মধ্যাহ্নের প্রখরতা, সকলি চলিয়াগেছে,
ম্লানমুখী অপরাহ্নে এ জীবন ব্যাপিয়াছে।
আয়ু-সূর্য্য অস্তমিত হইতেছে ধীরে ধীরে,
স্তূপে স্তূপে অন্ধকার আসিছে জীবন ঘিরে।
সম্মুখে বুঝিগো ওই সন্ধ্যায় সঙ্গিনী করি,
এজনমে এজীবনে আসে কাল-বিভাবরী।



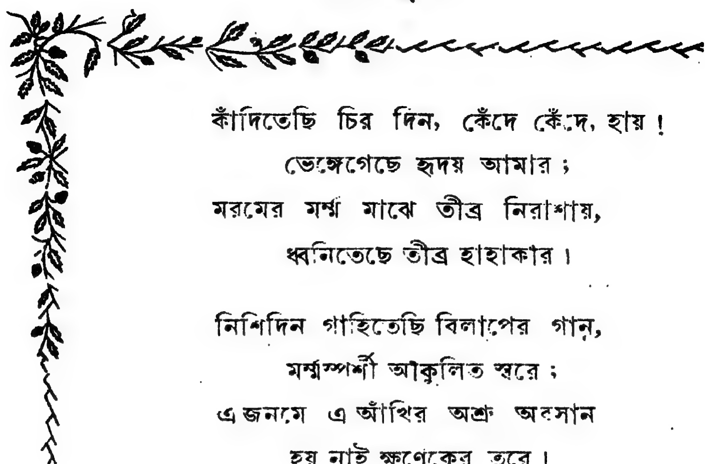
কিহেতু

নিভৃত হৃদয়-কুঞ্জে জ্বলে যেন হুতাশন,
বহেনাত ঊষা সাঁঝে সেই সুখ-সমীরণ।
নীরব পরাণ-পাখী, গায়না কাকলি-গান;
কি বিষাদে সে পাপিয়া হইয়াছে ম্রিয়মাণ?
কি হেতু এ অবসাদ, উড়ু উড়ু ভাব হেন;
দীর্ঘ দুঃখ-রেখা বুকে, টানিয়ে দিয়েছে যেন।
বুঝিনা প্রাণের কথা, ব্যথা ভরা এ বিষাদ,
কনক আবাসে আজি, কেন এত অবসাদ।
বিষণ্ণ সমীর স্বনে, যেন কার দুঃখ-গীতি
মরমে পশিছে ধীরে, কাঁদিছে আকুল স্মৃতি।

বিলাপ।

আমি কি গো পরিত্যক্ত অনাথ সন্তান
এ নিখিল বিশ্ব চরাচরে?
সুধু কি মা পাঠায়েছ, রোদনের গান,
কেঁদে কেঁদে, গাহিবার তরে?

মর্ম্মোচ্ছ্বাস



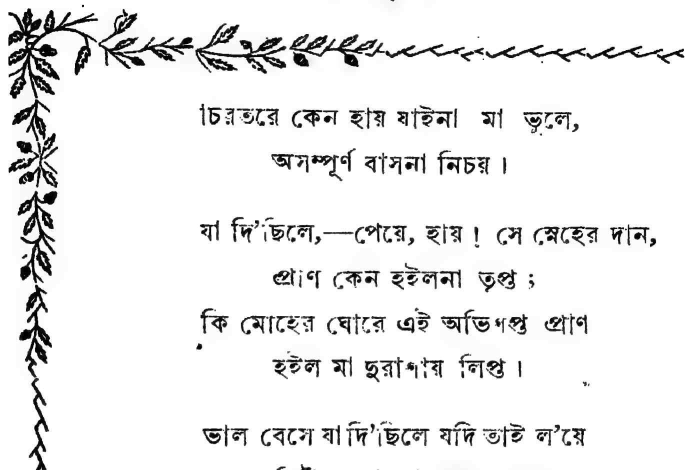
কাঁদিতেছি চির দিন, কেঁদে কেঁদে, হায় !
ভেঙ্গেগেছে হৃদয় আমার ;
মরমের মর্ম্ম মাঝে তীব্র নিরাশায়,
ধ্বনিতেছে তীব্র হাহাকার ।

নিশিদিন গাহিতেছি বিলাপের গান,
মর্ম্মস্পর্শী আকুলিত স্বরে ;
এ জনমে এ আঁখির অশ্রু অবসান
হয় নাই ক্ষণেকের তরে ।

এ বিপুল বিশ্বমাঝে পাঠাইলে যদি
চিরদিন কাঁদাতে আমারে ;
তবে কেন এই ক্ষুদ্র,—এই তুচ্ছ হৃদি,
গড়িলেনা পাষাণের স্তরে ।

তা হ'লেত শোক, দুঃখ, ব্যথা অনুভব,
হইতনা পাষাণের গায় ;
প্রতি দিবসের যত আনন্দ-উৎসব,
মুছিতনা আঁখিজলে হায় ।

অসীম আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ কেন ক'রে দিলে
দুর্ভাগ্যের এ ক্ষুদ্র হৃদয়,

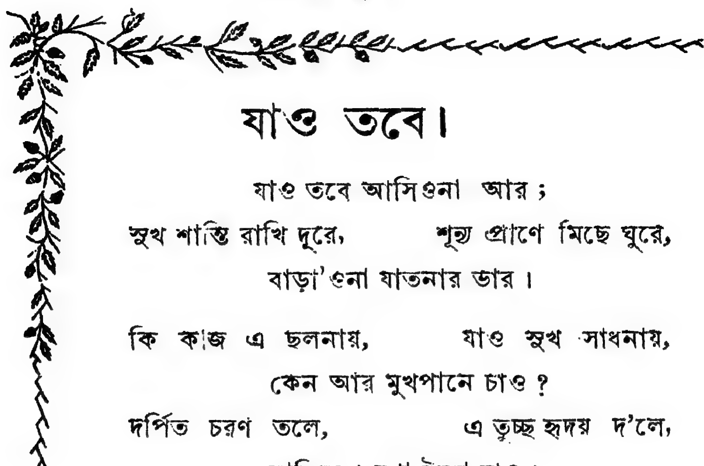


চিরন্তরে কেন হায় যাইনা মা ভুলে,
অসম্পূর্ণ বাসনা নিচয়।

যা দি'ছিলে,—পেয়ে, হায়! সে স্নেহের দান,
প্রাণ কেন হইলনা তৃপ্ত;
কি মোহের ঘোরে এই অভিশপ্ত প্রাণ
হইল মা দুরাশায় লিপ্ত।

ভাল বেসে যা দি'ছিলে যদি তাই ল'য়ে
মিটিত গো আকাঙ্ক্ষা আমার,
তা হলে মা চিরদিন অশ্রুসিক্ত হ'য়ে
থাকিতনা নয়ন আমার।

দাও তৃপ্তি, দাও সুপ্তি, মরণের কোলে,
ভুলে যাই রোদনের গান;
ভাসা'ওনা মাগো! আর নয়নের জলে,
এ যাতনা কর অবসান।



যাও তবে।

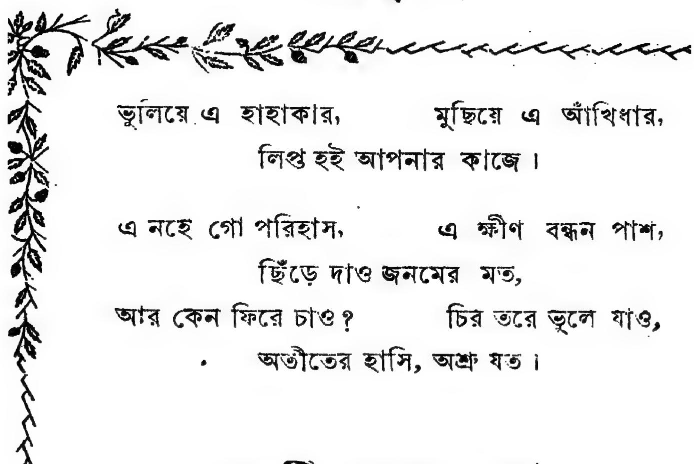
যাও তবে আসিওনা আর ;
সুখ শান্তি রাখি দূরে, শূন্য প্রাণে মিছে ঘুরে,
বাড়া'ওনা যাতনার ভার।

কি কাজ এ ছলনায়, যাও সুখ সাধনায়,
কেন আর মুখপানে চাও ?
দর্পিত চরণ তলে, এ তুচ্ছ হৃদয় দ'লে,
হাসিমুখে যথা ইচ্ছা যাও।

এ যে মম অশ্রুধার, এ নহে গো ছলনার,
এতে তুমি করিওনা রোষ,
এ নিশাও শেষ হবে, এ অশ্রু শুকা'য়ে যাবে,
এযে সুধু স্বভাবের দোষ।

যাও তুমি নিজ কাজে, সুখের জগত মাঝে,
খুঁজে লও আপনার সুখ,
অচিরে ভুলিবে সখা, দুদিনের চোখে দেখা
অশ্রুসিক্ত এ মলিন মুখ।

আমিও অসাধ্য-সাধে, পাষাণে হৃদয় বেঁধে,
দাঁড়াইয়ে জগতের মাঝে,

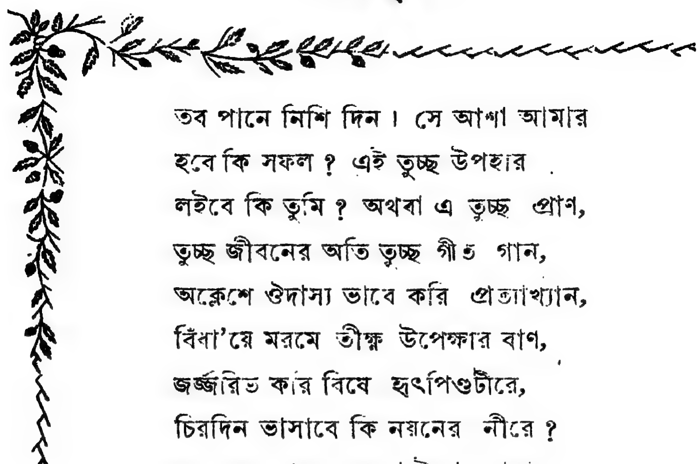


ভুলিয়ে এ হাহাকার, মুছিয়ে এ আঁখিধার,
লিপ্ত হই আপনার কাজে।

এ নহে গো পরিহাস, এ ক্ষীণ বন্ধন পাশ,
ছিঁড়ে দাও জনমের মত,
আর কেন ফিরে চাও? চির তরে ভুলে যাও,
অতীতের হাসি, অশ্রু যত।

একটি মুখের কথা।

একটি মুখের কথা,—বেশী কিছু নয়,
তাই শুনিবার তরে আকুল হৃদয়
দিবসরজনী। মোর এই তুচ্ছ প্রাণ,
জীবনের সুখ, দুঃখ, মান, অভিমান,
না চাহিতে সঁপিয়াছি চরণে তোমার।
এ জনমে পাইবার প্রতিদান তার,
করিনা প্রত্যাশা কভু, এই ক্ষুদ্র হিয়া
তোমার চরণ প্রান্তে সুধু উৎসর্গিয়া,
পাইব নির্ভর; কার এই বাঞ্ছা মনে,
চেয়ে আছি নির্নিমেষ আকুল নয়নে,



তব পানে নিশি দিন। সে আশা আমার
হবে কি সফল ? এই তুচ্ছ উপহার
লইবে কি তুমি ? অথবা এ তুচ্ছ প্রাণ,
তুচ্ছ জীবনের অতি তুচ্ছ গীত গান,
অক্লেশে ঔদাস্য ভাবে করি প্রত্যাখ্যান,
বিঁধা'য়ে মরমে তীক্ষ্ণ উপেক্ষার বাণ,
জর্জ্জরিত করি বিষে হৃৎপিণ্ডটীরে,
চিরদিন ভাসাবে কি নয়নের নীরে ?
বল বল খুলে বল যা ইচ্ছা তোমার,
বৃথা কেন রাখিতেছ সন্দেহের ভার
দুর্ব্বল হৃদয়ে মোর। কেন বৃথা আর
সংসারের উপেক্ষায় করি হাহাকার।
এখনো সময় আছে বল খুলে বল.
বাঁধিয়ে বিদীর্ণ হিয়া, মুছি অশ্রুজল,
লভিয়া নবীন বল, পশি বিশ্বমাঝে,
সঁপি এই ক্ষুদ্র প্রাণ জগতের কাজে।
সেথায় হৃদয় মোর পাইবে নিশ্চয়,
অনন্ত-নির্ভর,—সুখ শান্তির আশ্রয়।
শুকাইবে মর্ম্মক্ষত, প্রাণের বেদনা
ঘুচিবে অচিরে, সুপ্ত আত্মার চেতনা

হইবে নিশ্চয় ঘুচি' মোহের স্বপন,
হেরিবে বিশ্বের শোভা বিমুগ্ধ নয়ন।
পুলক উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইবে হৃদয়।
একটি মুখের কথা বেশী কিছু নয়।

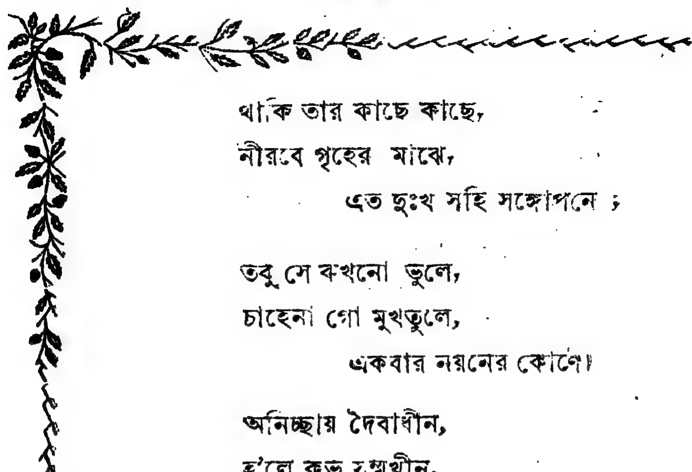
উপেক্ষিতা।

নিকটে যখন থাকি,
চোখে চোখে সদা রাখি,
মিটেনা গো আঁখির পিয়াসা ;

আঁখি অন্তরাল হলে,
মরমের মর্ম্মতলে,
জেগে উঠে আকুল নিরাশা।

শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন,
তারি পানে নিশিদিন,
চেয়ে আছে আকুল নয়ন ;

ভুলেছি আপন ধর্ম্ম,
ভুলিয়াছি গৃহ-কর্ম্ম,
ভুলিয়াছি নিশীথে শয়ন।



থাকি তার কাছে কাছে,
নীরবে গৃহের মাঝে,
এত দুঃখ সহি সঙ্গোপনে ;

তবু সে কখনো ভুলে,
চাহেনা গো মুখতুলে,
একবার নয়নের কোণে।

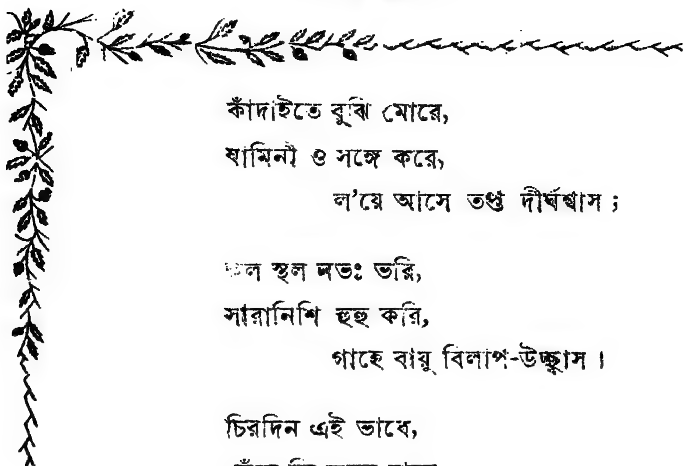
অনিচ্ছায় দৈবাধীন,
হ'লে কভু সম্মুখীন,
অন্য পথে দ্রুত যায় চ'লে ;

এতঘৃণা উপেক্ষায়,
প্রাণ তবু তারে চায়,
ডাকে তারে এস এস ব'লে

রজনীর অন্ধকারে,
লুকা'য়ে গবাক্ষ-দ্বারে,
শুনি তার মধুময় গান,

আপনা লুকা'য়ে রাখি,
তৃষাতুর লুব্ধ আঁখি,
করে তার রূপসুধা পান।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস



কাঁদাইতে বুঝি মোরে,
যামিনী ও সঙ্গে করে,
ল'য়ে আসে তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ;

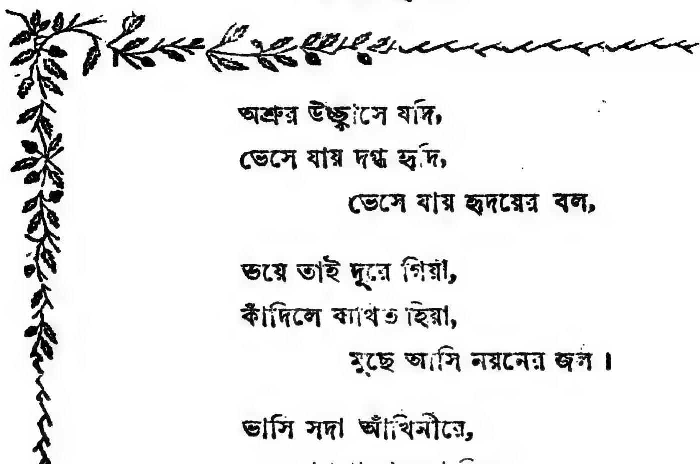
জল স্থল নভঃ ভরি,
সারানিশি হুহু করি,
গাহে বায়ু বিলাপ-উচ্ছ্বাস ।

চিরদিন এই ভাবে,
কেঁদে কি জনম যাবে,
অতৃপ্তির হাহারবে মিশি,

নিদ্রাশূন্য শয্যা'পরে,
ক্লান্ত আঁখি সকাতরে,
জেগে জেগে কাটাইবে নিশি ?

মরমের মর্ম্মতলে,
কি যেন অতৃপ্তি জ্বলে,
নিশিদিন ধু ধু করি হায়,

নীরবেতে অশ্রুরাশি,
নয়নের প্রান্তে আসি,
সে অনল নিভাইতে চায় ।



অশ্রুর উচ্ছ্বাসে যদি,
ভেসে যায় দগ্ধ হৃদি,
　　　ভেসে যায় হৃদয়ের বল,

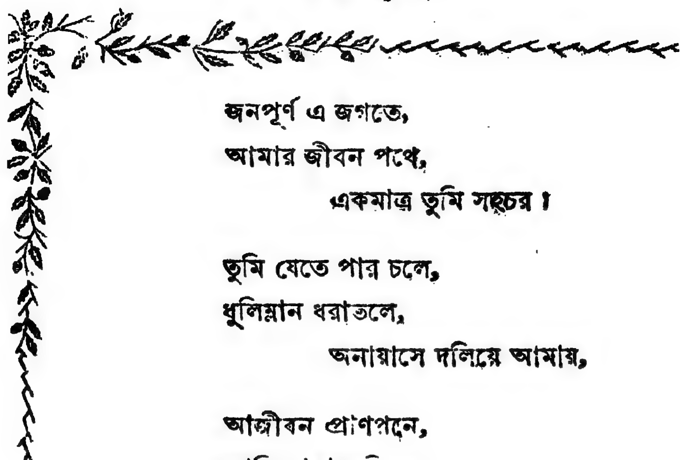
ভয়ে তাই দূরে গিয়া,
কাঁদিলে ব্যথিত হিয়া,
　　　মুছে আসি নয়নের জল।

ভাসি সদা আঁখিনীরে,
সে তো গো চাহেনা ফিরে,
　　　ঘুচাইতে জীবনের জ্বালা।

কত কাঁদি সঙ্গোপনে,
যাবেনা কি এ জীবনে
　　　মিছে সাধা, মিছে অশ্রু ঢালা?

অনুনয়।

তোমার ত এসংসারে,
থাকিলে থাকিতে পারে,
　　　জীবনের অসীম নির্ভর;



জনপূর্ণ এ জগতে,
আমার জীবন পথে,
একমাত্র তুমি সহচর।

তুমি যেতে পার চলে,
ধুলিম্লান ধরাতলে,
অনায়াসে দলিয়ে আমায়,

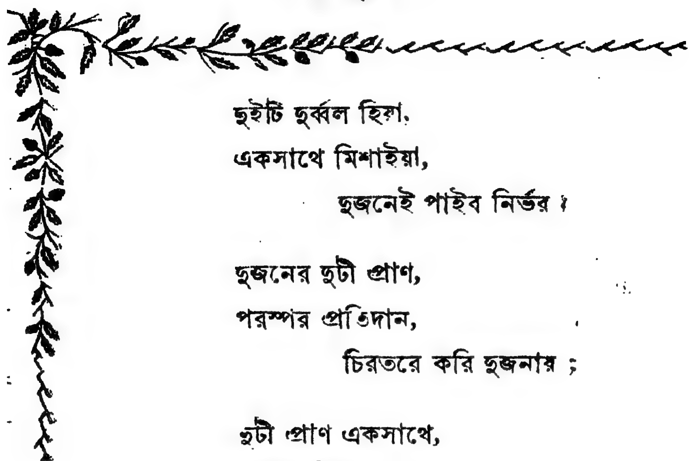
আজীবন প্রাণপণে,
আমি বাঞ্ছা করি মনে,
থাকিতে ও চরণ-ছায়ায়।

যেখানেই তুমি যাবে,
জীবনের সঙ্গী পাবে,
আমি সুধু র'ব একাকিনী;

ভাগ্যহীনে করি স্নেহ,
শুনিবেনা কভু কেহ,
আমার এ দুঃখের কাহিনী।

একাকিনী চিরতরে,
করোনা করোনা মোরে,
এস মম চির সহচর;

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।



দুইটি দুর্ব্বল হিয়া,
একসাথে মিশাইয়া,
দুজনেই পাইব নির্ভর ;

দুজনের দুটী প্রাণ,
পরস্পর প্রতিদান,
চিরতরে করি দুজনায় ;

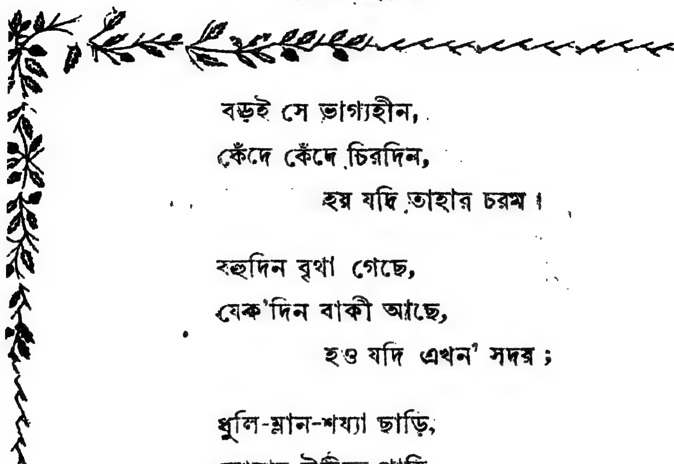
দুটী প্রাণ একসাথে,
ভ্রমিব জীবন পথে,
পরস্পর হইয়া সহায় ;

মনআশা দুজনের,
পুরাইব সংসারের,
—স্নেহ-বক্ষে বাঁধি খেলা-ঘর ;

আমাদের খেলা দেখি,
মেলিয়া বিস্মিত আঁখি,
চেয়ে র'বে বিশ্ব-চরাচর ;

আসিয়ে অবনী-তলে,
কত শত পূণ্যবলে,
লভে জীব মানব জনম,

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।



বড়ই সে ভাগ্যহীন,
কেঁদে কেঁদে চিরদিন,
হয় যদি তাহার চরম।

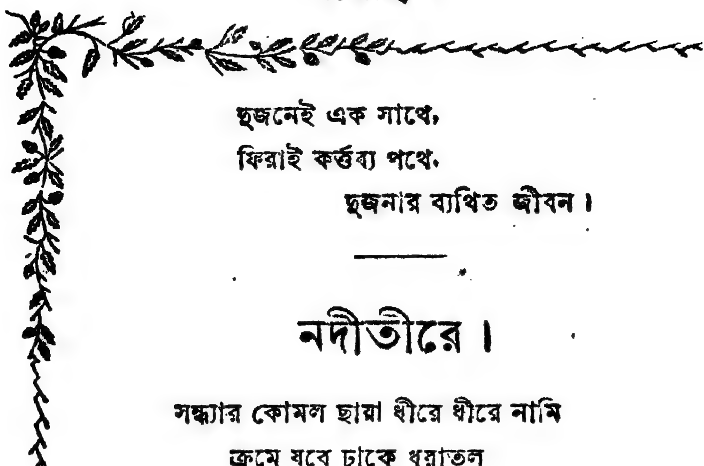
বহুদিন বৃথা গেছে,
যেক'দিন বাকী আছে,
হও যদি এখন' সদয়;

ধূলি-ম্লান-শয্যা ছাড়ি,
আবার উঠিতে পারি,
প্রাণপণে বাঁধিয়ে হৃদয়।

কেন বৃথা পাই ক্লেশ,
করিয়ে আত্মার শেষ,
চলে যাই জগতের মাঝে;

চেতনা থাকিতে দেহে,
ভবের সুন্দর গেহে,
লিপ্তহই যে যাহার কাজে।

ত্যজি বৃথা অভিমান,
এস আজি দুটী প্রাণ,
এক সূত্রে করিয়ে বন্ধন;



দুজনেই এক সাথে,
ফিরাই কর্ত্তব্য পথে,
দুজনার ব্যথিত জীবন।

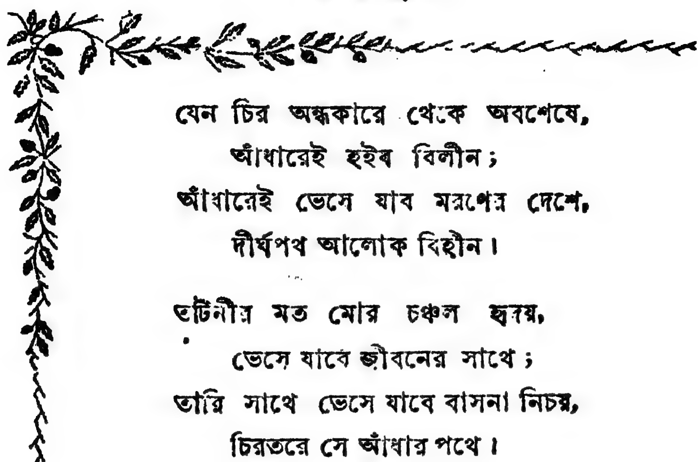
নদীতীরে।

সন্ধ্যার কোমল ছায়া ধীরে ধীরে নামি
ক্রমে যবে ঢাকে ধরাতল
মৃদুল হিল্লোলে যবে তীর তট চুমি
ব'য়ে যায় তটিনীর জল,

আপনার মনে পান্থ গুণ্ গুণ স্বরে,
গেয়ে যায় উদাস রাগিণী ;
তখনি কে যেন আসি স্মৃতির মন্দিরে,
টেনে দেয় যবনিকা খানি।

বিস্মৃতির মোহাবেশে হইয়ে বিভোর,
ভুলেযাই অতীতের কথা,
প্রাণে যেন অজানিত অশ্রুময়স্বর,
গায় সুধু ভবিষ্যের গাথা।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।

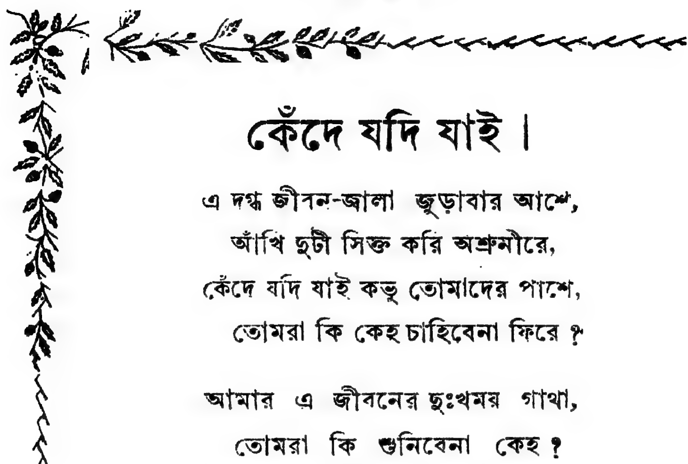


যেন চির অন্ধকারে থেকে অবশেষে,
আঁধারেই হইব বিলীন;
আঁধারেই ভেসে যাব মরণের দেশে,
দীর্ঘপথ আলোক বিহীন।

তটিনীর মত মোর চঞ্চল হৃদয়,
ভেসে যাবে জীবনের সাথে;
তারি সাথে ভেসে যাবে বাসনা নিচয়,
চিরতরে সে আঁধার পথে।

আরো যেন গায় কত, নব নব গান,
বুঝিতে পারিনে কিছু তার;
মরমের মর্ম্মে মোর সেই শেষতান,
ঢেলে সুধু দেয় হাহাকার।

তবুও সন্ধ্যার ছায়া কত ভালবাসি
শুনিতে সে মর্ম্মস্পর্শীস্বর,
তাই নিত্য সন্ধ্যাকালে নদীতীরে আসি,
কাঁদিয়ে কাঁদাই চরাচর।



কেঁদে যদি যাই।

এ দগ্ধ জীবন-জ্বালা জুড়াবার আশে,
আঁখি দুটী সিক্ত করি অশ্রুনীরে,
কেঁদে যদি যাই কভু তোমাদের পাশে,
তোমরা কি কেহ চাহিবেনা ফিরে?

আমার এ জীবনের দুঃখময় গাথা,
তোমরা কি শুনিবেনা কেহ?
বুঝিতে কি পারিবেনা মরমের ব্যথা,
দেখিয়ে এ দুঃখ-ক্লিষ্ট দেহ?

ব্যথা পেয়ে যাই যদি তোমাদের কাছে,
লয়ে দুইফোঁটা তপ্ত অশ্রুজল,
দয়া করে ডেকেনিয়ে আপনার কাছে
ভগ্নচিত্তে পুনঃ দিও নব বল।

নিভৃতে শুনিয়ে মোর বিষাদের গান,
করুণ কটাক্ষে চেয়ে মুখপানে;
মুছাইয়ে অশ্রুকণা,—এই দগ্ধপ্রাণ,
স্নিগ্ধ করো সবে, স্নেহ-সুধা দানে।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।

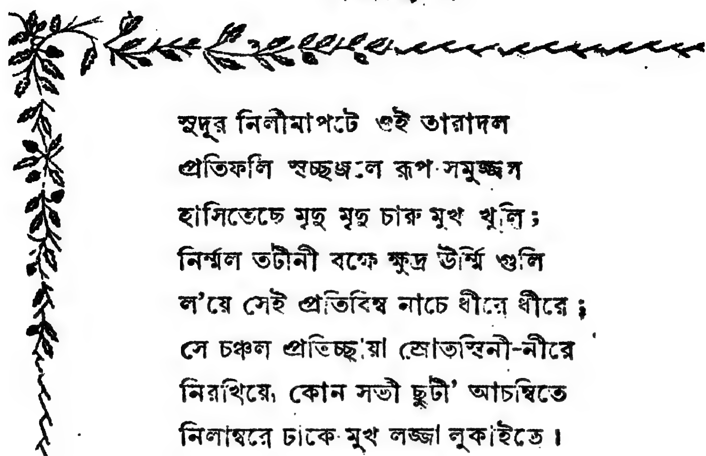
এ জনমে আমি সুধু করুণাপ্রয়াসী,
আর কিছু আমি চাহিনা সংসারে,
ওগো চির-সুখী-প্রাণ-ধরাতল-বাসি,
আশায় বঞ্চিত করোনা আমারে।

মুছাইয়ে অশ্রুজল কোলে তুলেনিও,
বেঁধে তোমাদের স্নেহ-বাহু পাশে;
তপ্ত দেহে স্নিগ্ধহস্ত যত্নে বুলাইও
কেঁদে যদি যাই সান্ত্বনার আশে।

নিশীথে

নিদাঘের ক্ষীণ গঙ্গা ধীরে ধীরে ধীরে,
প্রশান্ত সৈকত ভূমি, শুভ্র স্বচ্ছনীরে,
আঘাতিয়ে মৃদু মৃদু কুলকুল স্বরে,
বয়ে যায়, আছে যথা দূর দুরান্তরে
তার প্রেমময় সিন্ধু। বুঝি রত্নাকর,
প্রসারি' বিশাল বক্ষ, আছে নিরন্তর
প্রেমিকার চির-স্নিগ্ধ ক্ষীণ প্রেমধারা
মিশাতে' বিশাল বক্ষে, হ'য়ে আত্মহারা

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।



সুদূর নিলীমাপটে ওই তারাদল
প্রতিফলি স্বচ্ছজলে রূপ-সমুজ্জ্বল
হাসিতেছে মৃদু মৃদু চারু মুখ খুলি;
নির্ম্মল তটিনী বক্ষে ক্ষুদ্র ঊর্ম্মি গুলি
ল'য়ে সেই প্রতিবিম্ব নাচে ধীরে ধীরে;
সে চঞ্চল প্রতিচ্ছায়া স্রোতস্বিনী-নীরে
নিরখিয়ে, কোন সতী ছুটী' আচম্বিতে
নিলাম্বরে ঢাকে মুখ লজ্জা লুকাইতে।
প্রাণারাম গন্ধবহ চৌদিকে সঞ্চারি'
নিশীথের প্রতি পুষ্পে বিচরণ করি
আনিয়া সৌরভ রাশি, মৃদু সঞ্চালনে,
দিতেছে আরাম কত সন্তপ্ত জীবনে।
কোন ভাগ্যহীন ওই অনিল পরশে,
আনন্দের বিনিময়ে তপ্ত দীর্ঘ-শ্বাসে
বিষাক্ত করিছে ধরা মর্ম্মভেদ করি,
অতীতের অভিনয় একে একে স্মরি।
নিশীথের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করি, দূরে,
বাজিছে ঝিল্লির বাঁশী মধুময় সুরে;
—ভাব পূর্ণতার বিশ্ব-মন-মুগ্ধকর!
স্বপ্ন-শ্রুত-গীত প্রায় সঙ্গীতের স্তর





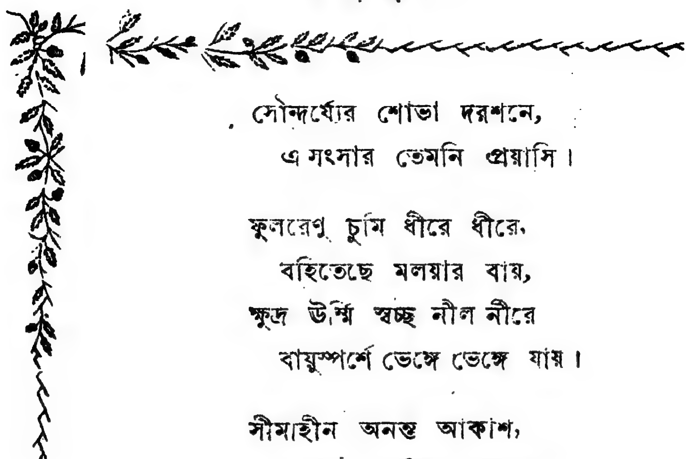
ধ্বনিছে অনন্ত কণ্ঠে ; অনন্ত সঙ্গীত,
পশিয়ে শ্রবণে, চিত্ত করিয়ে মথিত,
করিতেছে এ নিশীথে আকুল পরাণ।
কে গায় অলক্ষে বসি কার স্তুতিগান—
যাঁহার মহিমা গান শুনি বিচলিত
হতেছ হৃদয় ? কোথা তিনি ?—জ্ঞানাতীত
অনাদি অনন্ত প্রভু বিশ্বস্রষ্টা হরি,
যাঁর পানে ধাইতেছে সঙ্গীত লহরী।
আকণ্ঠ পুরিয়ে করি প্রেম-সুধা পান,
মুক্ত কণ্ঠে একবার তাঁর স্তুতিগান
গাওরে হৃদয়! হবে শান্ত সুশীতল,—
শুকাইবে নয়নের তপ্ত অশ্রুজল।

চাহি পুরাতন।

তেমনি ত কুল কুল স্বরে,
বহিতেছে নির্ম্মল তটিনী,
সুধাকর উদিয়ে অম্বরে
হাসাইছে নীরব যামিনী।

স্নিগ্ধ শ্যাম শান্তউপবনে,
তেমনই শোভে পুষ্পহাসি ;

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।



সৌন্দর্য্যের শোভা দরশনে,
এ সংসার তেমনি প্রয়াসি।

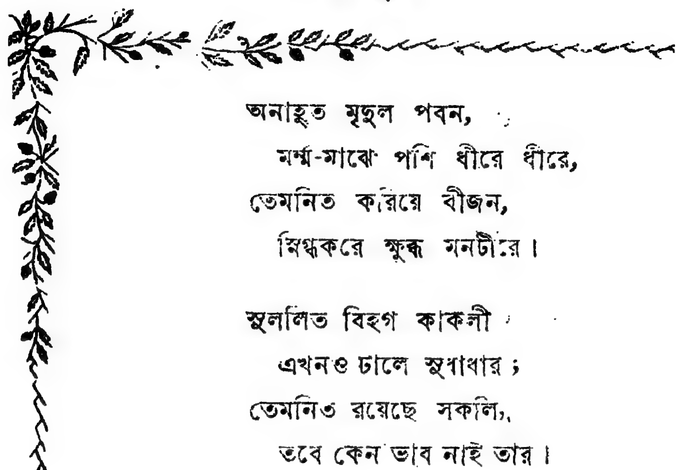
ফুলরেণু চুমি ধীরে ধীরে,
বহিতেছে মলয়ার বায়,
ক্ষুদ্র ঊর্ম্মি স্বচ্ছ নীল নীরে
বায়ুস্পর্শে ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়।

সীমাহীন অনন্ত আকাশ,
তেমনই সাজি' তারাহারে;
বিশ্বরূপ করিয়ে বিকাশ
ভাবুকের মন মুগ্ধ করে।

শান্ত সুপ্ত শ্যামলা ধরণী
সুখ-স্নাতা শুভ্র জোছনায়,
তেমনই দিবা ও রজনী
সম্ভাষিছে হেসে বসুধায়।

তেমনই নব উষালোকে,
এ ধরিত্রী হয়ে উদ্ভাসিত;
নব আশা সঞ্চারিয়ে বুকে,
এ সংসার করে বিমোহিত।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস



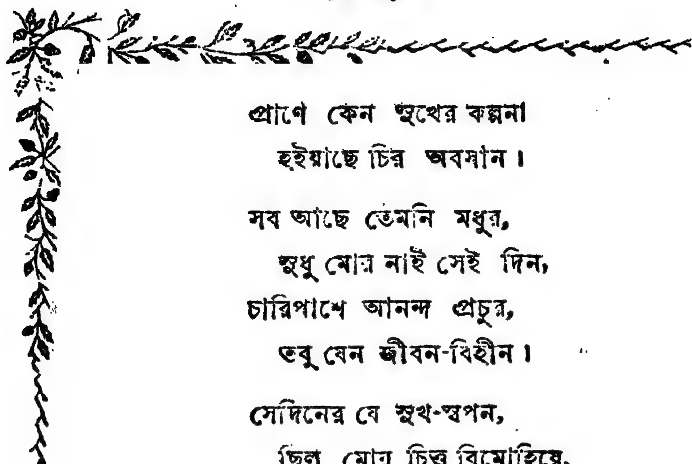
অনাহূত মৃদুল পবন,
মর্ম্ম-মাঝে পশি ধীরে ধীরে,
তেমনিত করিয়ে বীজন,
স্নিগ্ধকরে ক্ষুব্ধ মনটীরে।

সুললিত বিহগ কাকলী
এখনও ঢালে সুধাধার ;
তেমনিত রয়েছে সকলি,
তবে কেন ভাব নাই তার।

ভাবহীন সব শূন্যময়,
লক্ষ্যশূন্য উদাস পরাণ ;
অনুতপ্ত বঞ্চিত হৃদয়,
মর্ম্মে যেন জ্বলিছে শ্মশান।

চিত্ত মোর যেন ধীরে ধীরে,
সুধাইছে অতীত কাহিনী।
ম্লান-মুখী স্মৃতি তারে ঘিরে,
শুনাইছে দুখের জীবনী।

কি অভাবে কাতর বাসনা,
গাহিতেছে রোদনের গান,



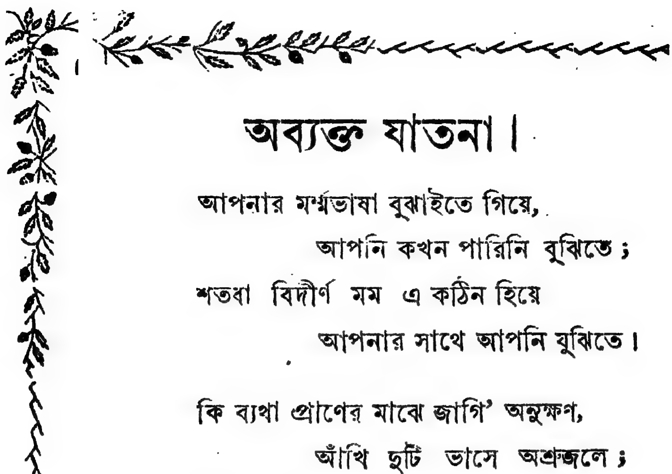
প্রাণে কেন সুখের কল্পনা
হইয়াছে চির অবসান।

সব আছে তেমনি মধুর,
শুধু মোর নাই সেই দিন,
চারিপাশে আনন্দ প্রচুর,
তবু যেন জীবন-বিহীন।

সেদিনের যে সুখ-স্বপন,
ছিল মোর চিত্ত বিমোহিয়ে,
শুধু তার ছায়াটি এখন,
শূন্য প্রাণ আছে আঁকুলিয়ে।

ফাঁকিদিয়ে জনমের মত,
রেখে মোরে এ অজানা পথে,
সেদিনের হাসি খেলা যত,
চলেগেছে সেদিনের সাথে।

এদিনের সকলি নূতন,
পরিচিত নহে কিছু তার,
প্রাণ মোর চাহে পুরাতন
সে মধুর স্বপন আবার।



অব্যক্ত যাতনা।

আপনার মর্ম্মভাষা বুঝাইতে গিয়ে,
আপনি কখন পারিনি বুঝিতে;
শতধা বিদীর্ণ মম এ কঠিন হিয়ে
আপনার সাথে আপনি যুঝিতে।

কি ব্যথা প্রাণের মাঝে জাগি' অনুক্ষণ,
আঁখি দুটি ভাসে অশ্রুজলে;
কি দারুণ যাতনায় দেহ, প্রাণ, মন,
সদা যেন দহে তুষানলে।

শৈশবের স্বপ্নশ্রুত সুখময় গাথা,
একে একে পড়ে সব মনে;
দ্রব হয়ে আসে যেন মরমের ব্যথা,
অশ্রুরূপে নয়নের কোণে।

কুলকুল স্বরে কাঁদি ওই স্রোতস্বিনী,
ব'য়ে যায়, দূর দূরান্তরে;
সমীরণ গায় কার দুঃখের কাহিনী
মৃদু মৃদু বিলাপের স্বরে।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।

বিস্ময়ে বিস্মিত আঁখি যেদিকে ফিরাই
নিরখিয়ে সভয় অন্তর ;
কি ছিল কি হারায়েছে সুধু নাই নাই,
শোকাচ্ছন্ন বিশ্ব চরাচর।

আমার এ মর্ম্মভাষা বুঝা'বার নয়,
বুঝা'লেও নাই প্রতিকার
এ জনমে, এ জীবন চির দুঃখময়,
চিরসঙ্গি অশ্রু, হাহাকার।

মৃত্যুর প্রতি

অমাবস্যা রজনীর কৃষ্ণ আবরণে,
আবরিয়ে নগ্ন দেহ, নীরবে যখন,
সচকিতে আসি মোর মুক্ত বাতায়নে,
ধীরে ধীরে করিবে গো মোর অন্বেষণ ;

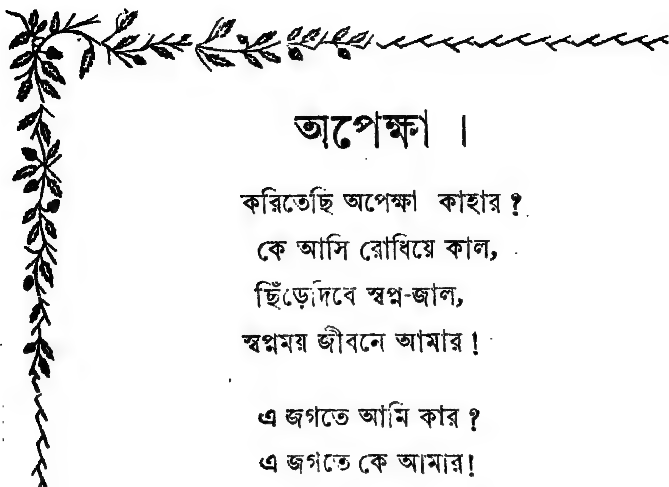
সে সময় যদি আমি মোহ নিদ্রাচ্ছলে,
দুদণ্ডের তরে, রচি আশার স্বপন ;—
মরুময় অনুর্ব্বর এই মর্ম্মতলে,
দুচারিটী শস্যবীজ করিয়ে বপন,

উৎকণ্ঠিত চিত্তে সেই শস্যের আশায়,
নির্নিমেষে চেয়ে থাকি অবসন্ন প্রায়
দগ্ধ হৃদয়ের পানে ;—ডাকিয়ে তখন,
ভাঙ্গিওনা তুমি মোর সে সুখ স্বপন।

কিন্তু যদি দেখ মোর নিদ্রা শূন্য আঁখি,
অশ্রুজলে মর্ম্ম-ব্যথা মিশাইয়ে ধীরে,
ভাবহীন ক্লান্ত দৃষ্টি শূন্যপানে রাখি ;
সিক্ত করিতেছে মোর ম্লান শয্যাটিরে ;

অথবা মরম্ ব্যথা সকরুণ স্বরে,
গাহিতেছি মৃদু মৃদু কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে—
জানা'তে প্রাণের ব্যথা হৃদয় পিঞ্জরে
প্রাণ পাখিটীরে সুধু রেখেছি বাঁধিয়ে ;—

হে মৃত্যু ! তা হ'লে তুমি পশি' মম গেহে,
স্নিগ্ধ হস্তদুটি তব বুলাইয়ে দেহে,
ডাকিয়ে তখন মোরে স্নেহ সম্ভাষণে,
জীর্ণ-তনু ঢেকে দিও তম আবরণে।



অপেক্ষা ।

করিতেছি অপেক্ষা কাহার ?
কে আসি রোধিয়ে কাল,
ছিঁড়ে দিবে স্বপ্ন-জাল,
স্বপ্নময় জীবনে আমার !

এ জগতে আমি কার ?
এ জগতে কে আমার !
কোথা হ'তে আসিয়াছি হায় !

ঊষালোকে উ'ড়ে আসে,
সবে মিলে কল ভাষে,
সন্ধ্যাকালে কোথা উ'ড়ে যায় !

কোথা আদি, কোথা শেষ,
কোথা আপনার দেশ !
কে আসিয়ে দিবে মোরে ব'লে !

স্বপ্ন-জাল ছিঁড়ে দিয়ে,
এ-রহস্য বুঝাইয়ে,
স্নেহে মোরে লবে তুলে কোলে ।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।

অনন্ত শান্তির খনি
মৃত্যু নাম তার জানি
যার কোলে সকলে জুড়ায় ;

সে সবারে কোলে নিয়ে,
সস্নেহে চুম্বন দিয়ে,
অনন্তের রহস্য বুঝায়।

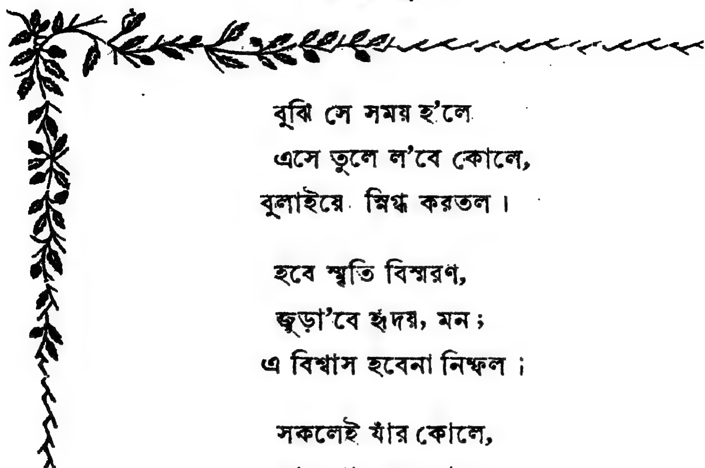
শত বাধা পায়ে দ'লে,
নীরবে যেতেছে চ'লে
কাল চক্র যুগ যুগান্তর ;

শত সুখ, সাধ আছে,
মরণ তাহার কাছে
জীবনের শান্তির নির্ঝর।

তাঁরেই সঁপিব ব'লে,
এ অতৃপ্ত অন্তস্তলে,
রাখিতেছি করিয়ে সঞ্চিত !

কারেও ভোলেনা ভবে,
আমারে কি ভুলে রবে,
করুণায় করিয়ে বঞ্চিত ?

মর্ম্মোচ্ছ্বাস

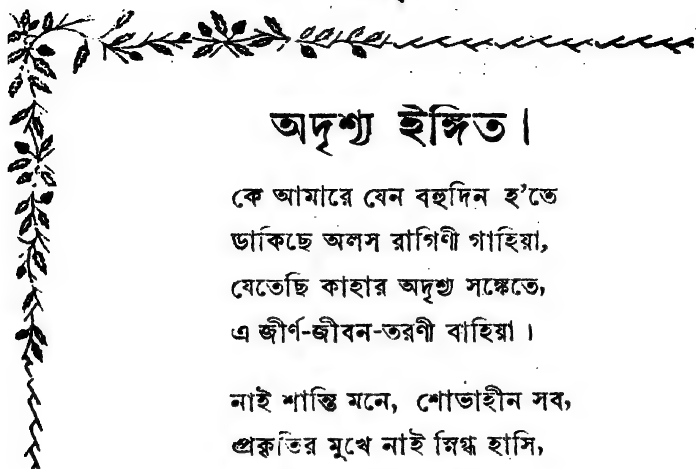


বুঝি সে সময় হ'লে
এসে তুলে ল'বে কোলে,
বুলাইয়ে স্নিগ্ধ করতল।

হবে স্মৃতি বিস্মরণ,
জুড়া'বে হৃদয়, মন ;
এ বিশ্বাস হবেনা নিষ্ফল ;

সকলেই যাঁর কোলে,
স্থান পায় অন্তকালে,
আমারে কি ভুলিবে সে, হায় !

তারি কোলে মাথা রাখি,
মুদিব এ ক্লান্ত আঁখি,
রহিয়াছি সেই অপেক্ষায়।



অদৃশ্য ইঙ্গিত।

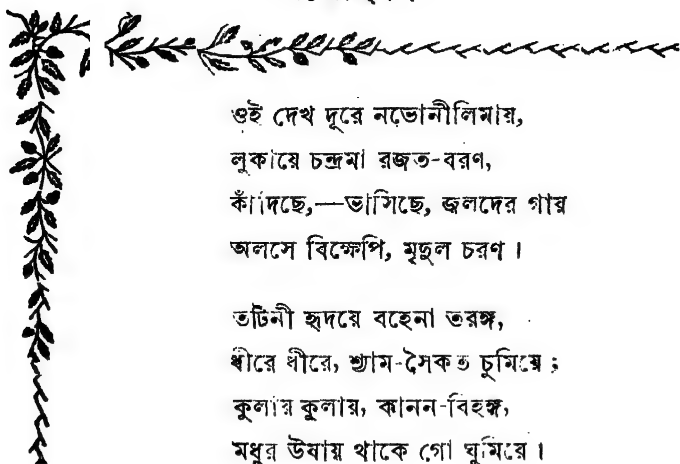
কে আমারে যেন বহুদিন হ'তে
ডাকিছে অলস রাগিণী গাহিয়া,
যেতেছি কাহার অদৃশ্য সঙ্কেতে,
এ জীর্ণ-জীবন-তরণী বাহিয়া ।

নাই শান্তি মনে, শোভাহীন সব,
প্রকৃতির মুখে নাই স্নিগ্ধ হাসি,
জগতের যত আনন্দ উৎসব
পশে না মরমে, হৃদয় উল্লাসি' ।

ধীর সমীরণে, ওই শুন কার,
আনিছে অব্যক্ত রোদন-উচ্ছ্বাস ;
নিশীথ-সঙ্গীতে ঢালে না গো আর,
এ বিশ্ব-হৃদয়ে অশ্রান্ত উল্লাস।

ওই শুন দূরে, বাঁশরীর লয়,
কাহার বেদনা যেতেছে রাখিয়া ;
আর ত কাননে খেলেনা মলয়,
বিকশিত-পুষ্প-পরাগ মাখিয়া ।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস



ওই দেখ দূরে নভোনীলিমায়,
লুকায়ে চন্দ্রমা রজত-বরণ,
কাঁদিছে,—ভাসিছে, জলদের গায়
অলসে বিক্ষেপি, মৃদুল চরণ।

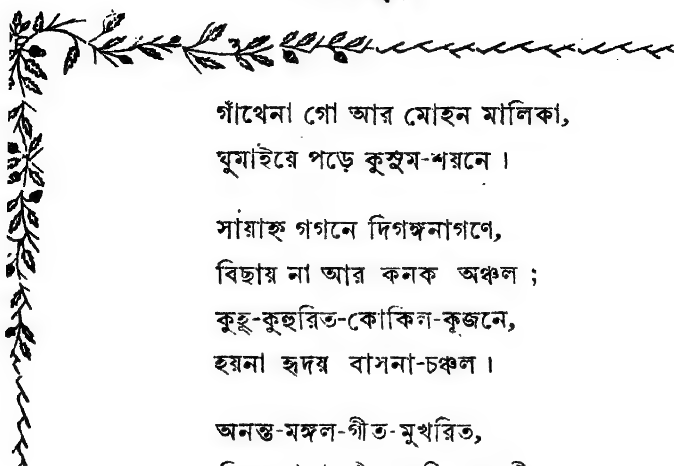
তটিনী হৃদয়ে বহেনা তরঙ্গ,
ধীরে ধীরে, শ্যাম-সৈকত চুমিয়ে ;
কুলায় কুলায়, কানন-বিহঙ্গ,
মধুর উষায় থাকে গো ঘুমিয়ে।

সুখ-সুপ্তি-মগ্ন প্রেমিকের মনে,
বাসনার কথা করিয়ে কপন,
কুহকিনী নিদ্রা, অশ্রু-আঁখি-কোণে,
সৃজেনাগো আর মিলন-স্বপন।

হের কুসুমিত চারু উপবন,
শোভিছে অযুত কুসুম ফুটিয়া
মধু-গন্ধ-মুগ্ধ লুব্ধ ভৃঙ্গগণ,
মধু আশে আর ধায়না ছুটিয়া।

তুলি' ফুল-কলি কিশোরী বালিকা,
আবেশ-বিহ্বল অলস নয়নে,

মর্ম্মোচ্ছ্বাস



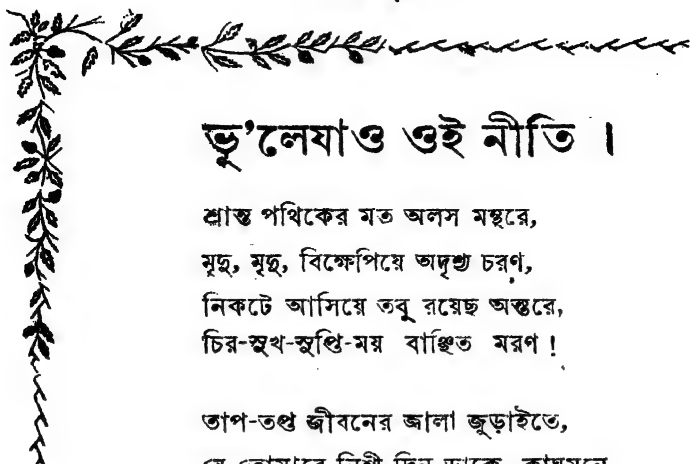
গাঁথেনা গো আর মোহন মালিকা,
ঘুমাইয়ে পড়ে কুসুম-শয়নে।

সায়াহ্ন গগনে দিগঙ্গনাগণে,
বিছায় না আর কনক অঞ্চল ;
কুহু-কুহুরিত-কোকিল-কূজনে,
হয়না হৃদয় বাসনা-চঞ্চল।

অনন্ত-মঙ্গল-গীত-মুখরিত,
চির-শোভাময়ী প্রকৃতি জননী,
অশ্রুর উচ্ছ্বাসে চির-নিমজ্জিত,
করেছেন যেন সুখের অবনী।

আঁধার সংসার, সুখ-শান্তি আশ,
ত্যজি বহুদূরে চলেছি ছুটিয়া ;
যেতেছে গো, কার মৃদু-মন্দ শ্বাস
পরশে, প্রাণের বন্ধন টুটিয়া।

লও, ডেকে লও, চির-সুপ্তি মাঝে,
ফেলনা আবার আশার কবলে,
শোক-তাপ-তপ্ত জীবনের সাঁঝে.
শোয়াইয়া রাখ মরণের কোলে।



ভু'লেযাও ওই নীতি।

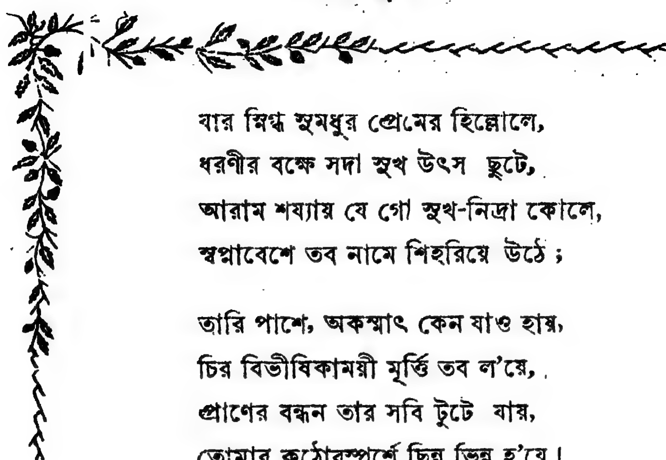
শ্রান্ত পথিকের মত অলস মন্থরে,
মৃদু, মৃদু, বিক্ষেপিয়ে অদৃশ্য চরণ,
নিকটে আসিয়ে তবু রয়েছ অন্তরে,
চির-সুখ-সুপ্তি-ময় বাঞ্ছিত মরণ!

তাপ-তপ্ত জীবনের জ্বালা জুড়াইতে,
যে তোমারে নিশী দিন ডাকে কায়মনে,
যাওনা সে অভাগারে চির শান্তি দিতে,
স্নেহ-বাহু-পাশে বাঁধি, স্নেহ-আলিঙ্গনে।

যে কুঁড়িটি স্নেহ-বৃন্তে সদা দুলে থাকে,
উজলিয়ে সংসারের সুখ-তরু-শাখা,
কলুষ-বিহঙ্গ কভু নিরখিয়ে যা'কে,
গ্রাসিতে ধায়না মেলি কৃষ্ণবর্ণ পাখা;

স্নেহময়ী বসুন্ধরা স্নেহ-বক্ষ'পরে,
যতনে সাজান যার সুখ নিকেতন;
যে জন এ জগতের শত সমাদরে,
শোভা পায় প্রস্ফুটিত পুষ্পের মতন;

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।



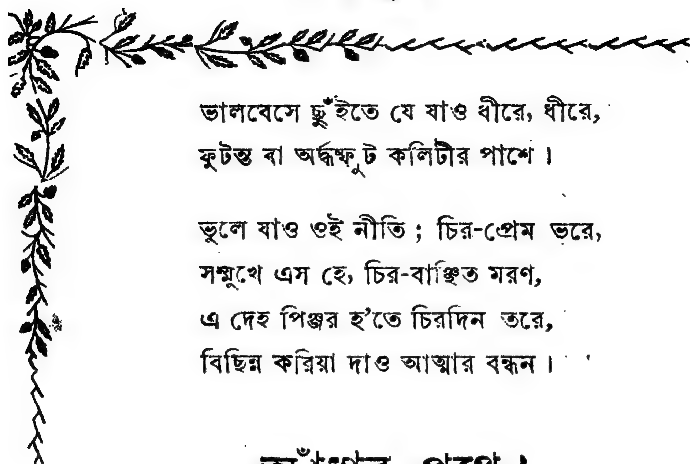
যার স্নিগ্ধ সুমধুর প্রেমের হিল্লোলে,
ধরণীর বক্ষে সদা সুখ উৎস ছুটে,
আরাম শয্যায় যে গো সুখ-নিদ্রা কোলে,
স্বপ্নাবেশে তব নামে শিহরিয়ে উঠে ;

তারি পাশে, অকস্মাৎ কেন যাও হায়,
চির বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি তব ল'য়ে,
প্রাণের বন্ধন তার সবি টুটে যায়,
তোমার কঠোরস্পর্শে ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে।

চিরানন্দময় এই নিখিল ভুবনে,
কঠিন প্রস্তর সম শুষ্ক তব চিত,
বিশ্বের ক্রন্দনধ্বনি পশিয়া শ্রবণে,
হয় নাই ও হৃদয় কভু বিচলিত।

সুখময় হাস্যধ্বনি শ্রবণে পশিয়া,
আকুলিত হয় বুঝি হৃদয় তোমার,
তাই কি সহসা তুমি নিঃশব্দে আসিয়া,
মিশাইয়ে দাও তাতে অশ্রু-হাহাকার ?

রৌদ্র-দগ্ধ গন্ধহীন ম্লান পুষ্পটিরে,
না করিয়া বৃন্তচ্যুত, তব উষ্ণশ্বাসে ;

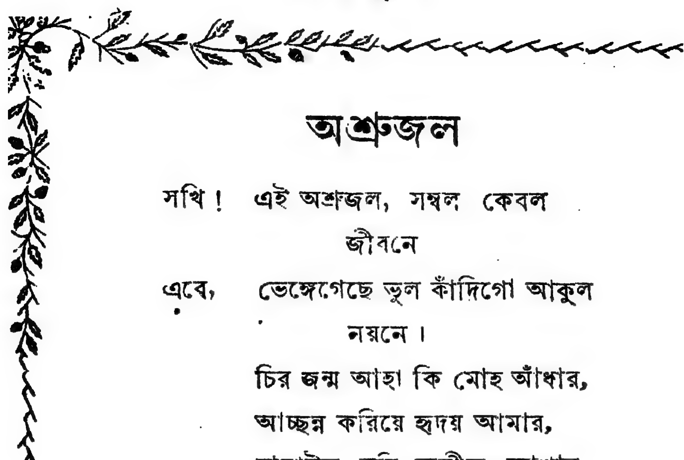


ভালবেসে ছুঁইতে যে যাও ধীরে, ধীরে,
ফুটন্ত বা অর্দ্ধস্ফুট কলিটীর পাশে।

ভুলে যাও ওই নীতি ; চির-প্রেম ভরে,
সম্মুখে এস হে, চির-বাঞ্ছিত মরণ,
এ দেহ পিঞ্জর হ'তে চিরদিন তরে,
বিছিন্ন করিয়া দাও আত্মার বন্ধন।

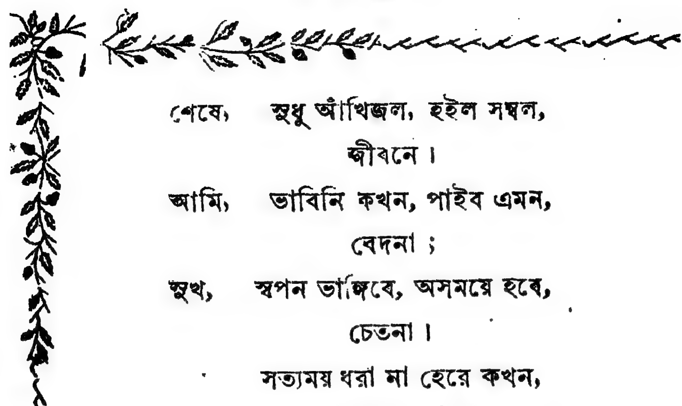
আঁধার পথে।

অবশ্য ঘটিবে যাহা, নাই যার প্রতিকার
মিছে বাঁধা বাঁধি তবে কেন করি বারবার।
ধরণীর এ বন্ধন ছিঁড়িতে হইবে যদি,
শুকাইয়ে যা'ক তবে ক্ষীণ-স্রোত-মায়ানদী।
শ্মশান সিকতা ভূমি হউক মরমতল,
নীরব শ্মশান মাঝে, হাস্থক পিশাচ দল।
জীবন-তপন-ভাতি যা'ক চির অস্তাচলে,
অনন্ত বিশ্রাম দিয়ে মরণ সন্ধ্যার কোলে।
চির ঘোর অমানিশা আস্থক আমায় ঘিরে,
একাকী আঁধার পথে যাই চলে ধীরে, ধীরে।



অশ্রুজল

সখি ! এই অশ্রুজল, সম্বল কেবল
জীবনে
এবে, ভেঙ্গেগেছে ভুল কাঁদিগো আকুল
নয়নে ।
চির জন্ম আহা কি মোহ আঁধার,
আচ্ছন্ন করিয়ে হৃদয় আমার,
হাসাইল মরি অলীক আশার
ছলনে,
শেষে, সুধু, আঁখিজল হইল সম্বল
জীবনে ।
আমি, চিরদিন হায় আশার আশায়
রয়েছি,
বহি, বৃথা সুখ আশ, কত উপহাস,
সয়েছি,
তবু চিরদিন দুখে কেঁদে কেঁদে
সাধের সাধনা, এ জীবনে সেধে,
জীর্ণ হিয়াটীরে রেখেছিনু বেঁধে
যতনে,



শেষে, স্থধু আঁখিজল, হইল সম্বল,
জীবনে।
আমি, ভাবিনি কখন, পাইব এমন,
বেদনা;
স্থখ, স্বপন ভাঙ্গিবে, অসময়ে হবে,
চেতনা।
সত্যময় ধরা মা হেরে কখন,
কল্পনা-কাননে করিয়ে ভ্রমণ,
কত স্থখ কুঞ্জ রচেছি শয়ন,
স্বপনে,
শেষে, স্থধু আঁখিজল, হইল সম্বল,
জীবনে।
আমি, চিরদিন ধ'রে এমনই ক'রে
কাঁদিব,
ওগো, কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে, শেষে জীর্ণ হিয়ে
বাঁধিব।
মুছাতে এ অশ্রু ক'রোনা প্রয়াস,
আমারই থাক' আমার হতাস
সহিব আজন্ম জলন্ত নিরাশ
দহনে,

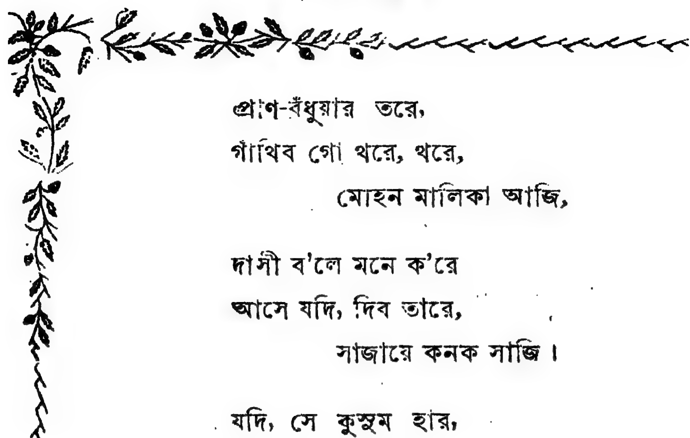




ল'য়ে, এই আঁখিজল জীবন সম্বল,
জীবনে।
নিতে, এই দুঃখভার, মোর কাছে আর
এসনা,
ওগো যাও সবে ফিরে, মোর দুঃখনীরে
ভেসনা,
হায়! পরিণাম কে জানে তখন,
আজন্ম অতৃপ্তি করিয়ে বহন,
ফুরাবে সকলি আমার মরণ
মিলনে,
তাই, এই আঁখিজল, হইল সম্বল,
জীবনে।

চন্দ্রাবলী।

সখি!
আমি যে গাঁথিব মালা;
বিকসিত ফুল গুলি,
রাখ গো যতনে তুলি,
ভরিয়ে কনক ডালা!



প্রাণ-বঁধুয়ার তরে,
গাঁথিব গো থরে, থরে,
মোহন মালিকা আজি,

দাসী ব'লে মনে ক'রে
আসে যদি, দিব তারে,
সাজায়ে কনক সাজি।

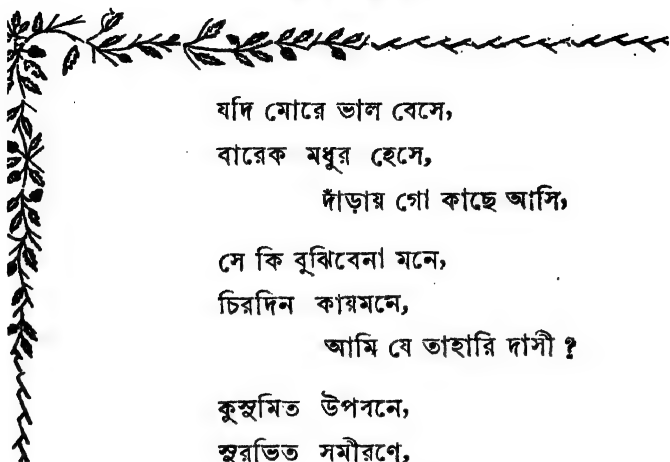
যদি, সে কুসুম হার,
পরে লো সে একবার,
বসি' সে চরণ তলে,

সে চারু-চরণে লুটি'
সে চারু-চরণ দুটি,
ধোয়াব নয়ন জলে।

যদি সে নিঠুর প্রাণে,
ক্ষণ তরে মোহ আনে,
অভাগীর আঁখি নীরে,

প্রিয়ভাষে সম্ভাষিয়ে,
দ্বার পথে বাহিরিয়ে
যেতে যেতে আসে ফিরে,

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।



যদি মোরে ভাল বেসে,
বারেক মধুর হেসে,
দাঁড়ায় গো কাছে আসি,

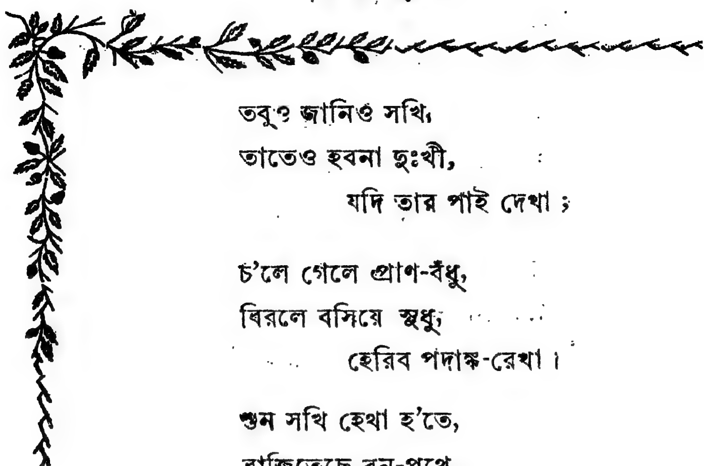
সে কি বুঝিবেনা মনে,
চিরদিন কায়মনে,
আমি যে তাহারি দাসী?

কুসুমিত উপবনে,
সুরভিত সমীরণে,
কুসুম-শয়ন পাতি'

প্রিয়-মধু-সম্ভাষণে,
প্রিয় বাহু আলিঙ্গনে,
কাটায় মাধবী রাতি।

(কিন্তু) বনফুলে গাঁথা মালা
করিয়া সে অবহেলা
যদি লো চরণে দ'লে,

দেখা দিয়ে নিশি শেষে,
আঁখিপ্রান্তে মৃদুহেসে,
উপেক্ষিয়ে যায় চ'লে,



তবু ও জানিও সখি,
তাতেও হবনা দুঃখী,
যদি তার পাই দেখা ;

চ'লে গেলে প্রাণ-বঁধু,
বিরলে বসিয়ে স্থধু,
হেরিব পদাঙ্ক-রেখা।

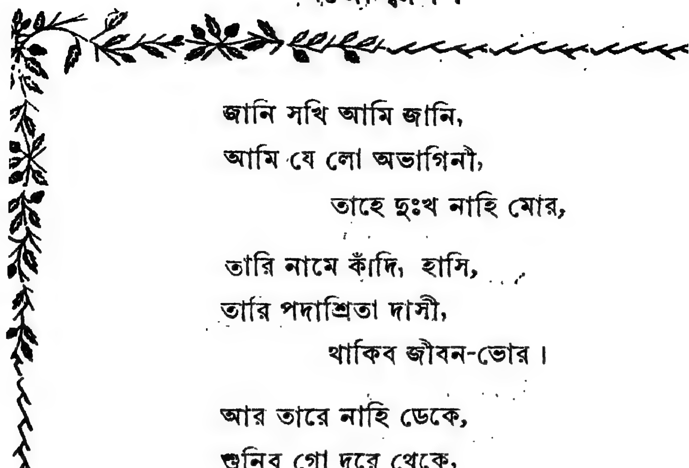
শুন সখি হেথা হ'তে,
বাজিতেছে বন-পথে,
বঁধুয়ার সে মুরলী ;

প্রেমভরে সেধে সেধে,
ডাকিছে গো কেঁদে কেঁদে,
রাধা রাধা রাধা বলি।

মানিনী রূপসী রাধা,
তারি নামে বাঁশী সাধা,
জানেনা সে অন্য নাম,

জানিতে কি বাকি আর,
রাধা প্রাণময়ী তার,
—রাধার জীবন শ্যাম।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।



জানি সখি আমি জানি,
আমি যে লো অভাগিনী,
তাহে দুঃখ নাহি মোর,

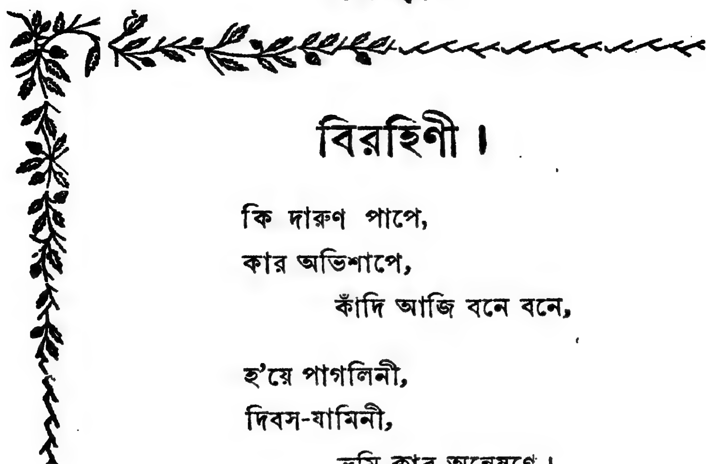
তারি নামে কাঁদি, হাসি,
তারি পদাশ্রিতা দাসী,
থাকিব জীবন-ভোর।

আর তারে নাহি ডেকে,
শুনিব গো দূরে থেকে,
তাহার বাঁশীর গান,

এ তুচ্ছ জীবন হায়,
সঁপেছি যে তারি পায়,
চাহিনা সে প্রতিদান।

যে নামে বাজুক বাঁশী,
লুকায়ে তাঁহার দাসী
বনপথে যাবে ছুটি',

তিতিয়া নয়ন নীরে,
নিকুঞ্জে আসিবে ফিরে,
হেরি' সে চরণ দু'টি।



বিরহিণী।

কি দারুণ পাপে,
কার অভিশাপে,
কাঁদি আজি বনে বনে,

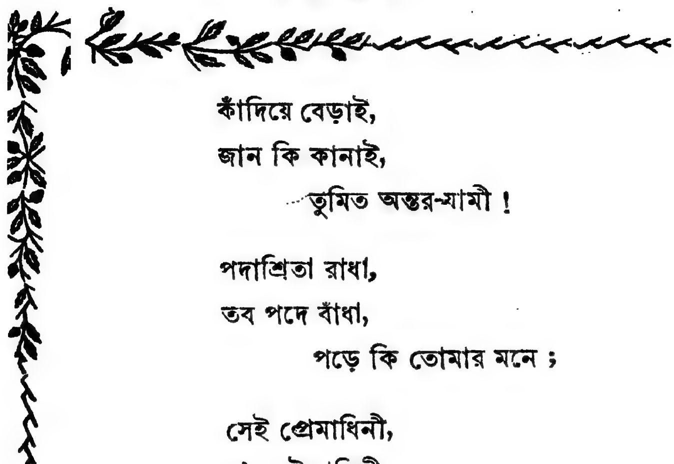
হ'য়ে পাগলিনী,
দিবস-যামিনী,
ভ্রমি কার অন্বেষণে।

হৃদয়ের বল,
আশার সম্বল,
হারা'য়ে বিবশা প্রায়,

যমুনা পুলিনে,
বিজনে বিজনে,
খুঁজিয়ে বেড়াই কায়?

কুল-শীল-ভয়ে,
জলাঞ্জলি দিয়ে,
বনে বনে আজি আমি,

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।



কাঁদিয়ে বেড়াই,
জান কি কানাই,
তুমিত অন্তর-যামী!

পদাশ্রিতা রাধা,
তব পদে বাঁধা,
পড়ে কি তোমার মনে ;

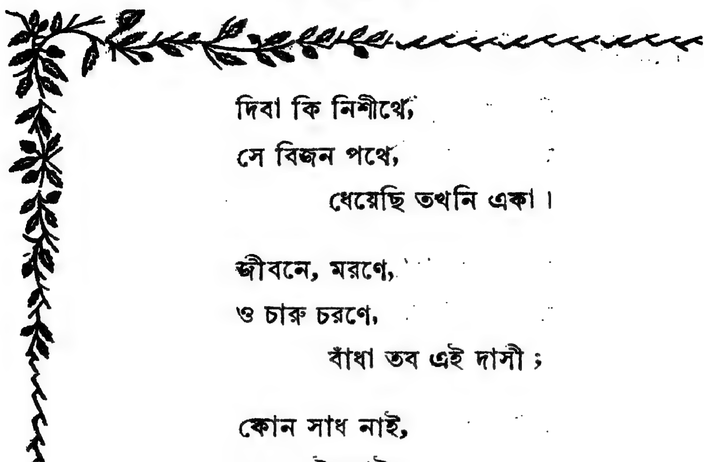
সেই প্রেমাধিনী,
হ'য়ে উন্মাদিনী,
কাঁদে আজি বনে বনে।

প্রেম-সুধা আশে,
অভিসার-বেশে,
পশি কুঞ্জে এ অভাগী,

নিয়েছে যে, শ্যাম,
কলঙ্কিনী নাম,
সখাহে তোমারি লাগি।

রাধা রাধা বলি,
বাজা'য়ে মুরলী,
ডাকিতে যখনি সখা ;

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।



দিবা কি নিশীথে,
সে বিজন পথে,
ধেয়েছি তখনি একা।

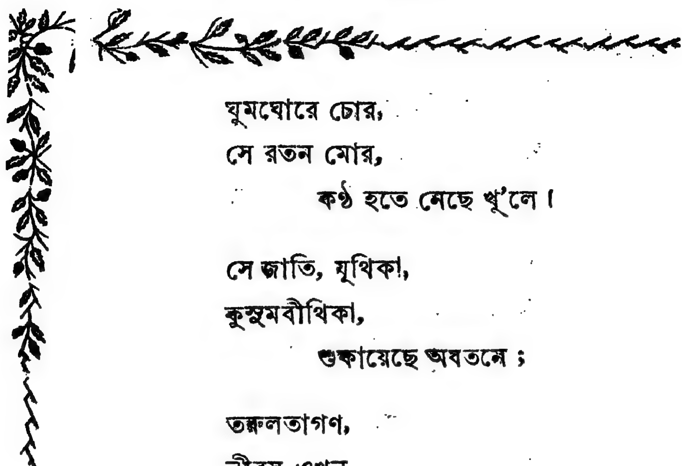
জীবনে, মরণে,
ও চারু চরণে,
বাঁধা তব এই দাসী ;

কোন সাধ নাই,
সুধু এই রাই,
শ্যাম-প্রেম-অভিলাষী।

যে যাতনা সহি'
ব্রজপুরে রহি,
সকলি ত জান শ্যাম ;

তোমার লাগিয়ে,
সকল ত্যজিয়ে,
ব্রজে কলঙ্কিনী নাম।

শ্যাম-সোহাগিনী,
যে ধনেতে ধনি,
ছিল সখা এ গোকুলে :



ঘুমঘোরে চোর,
সে রতন মোর,
কণ্ঠ হতে নেছে খু'লে।

সে জাতি, যূথিকা,
কুসুমবীথিকা,
শুকায়েছে অযতনে ;

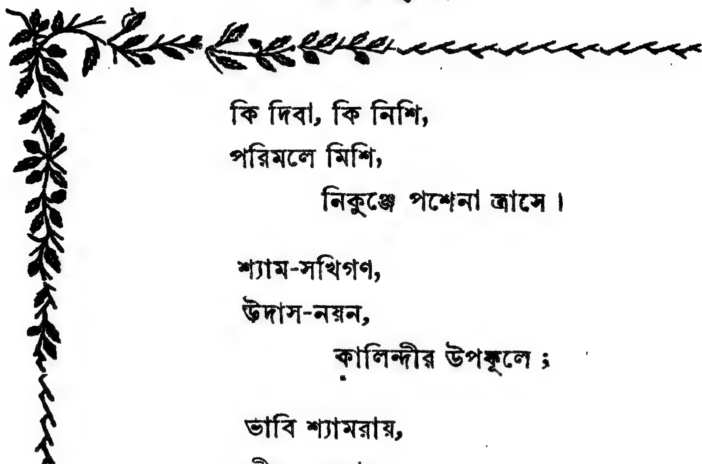
তরুলতাগণ,
নীরস এখন,
সখা হে তোমা বিহনে।

মূক পিকবর,
গুঞ্জেনা ভ্রমর,
নীরব নিকুঞ্জ বন ;

চেয়ে ঊর্দ্ধ দিকে,
নীরদে নির'খে,
(ভাবে) ওই বুঝি শ্যামধন

মৃদুল মলয়,
ভাবিয়ে প্রলয়,
গোপীর উত্তপ্ত শ্বাসে ;

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।



কি দিবা, কি নিশি,
পরিমলে মিশি,
নিকুঞ্জে পশে না ত্রাসে।

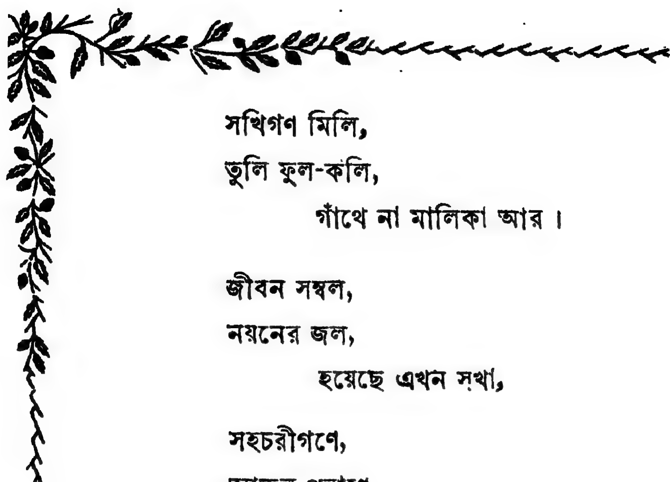
শ্যাম-সখিগণ,
উদাস-নয়ন,
কালিন্দীর উপকূলে;

ভাবি শ্যামরায়,
জীবন জুড়ায়,
অবগাহি' নীলজলে।

পিঞ্জর ভাঙ্গিয়ে,
সারিকা উড়িয়ে,
গেছে শ্যাম—অন্বেষণে;

নাই অবিশ্রান্ত,
সে চির বসন্ত,
সাধের নিকুঞ্জবনে।

সাধের বাসর,
ধূলায় ধূসর,
বিশুষ্ক বকুল-হার;



সখিগণ মিলি,
তুলি ফুল-কলি,
গাঁথে না মালিকা আর।

জীবন সম্বল,
নয়নের জল,
হয়েছে এখন সখা,

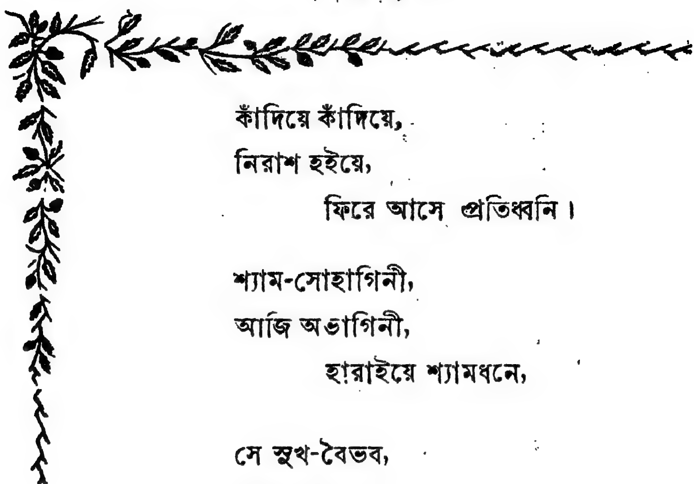
সহচরীগণে,
আকুল-পরাণে,
খুঁজিছে পদ্মাঙ্করেখা।

যদি বা মাধব,
পদচিহ্ন তব,
নিরখি হে ধরাতলে!

আলিঙ্গিতে তায়,
চিহ্ন মুছে যায়,
গোপীর নয়ন-জলে।

সবে মিলে হায়,
ডাকি শ্যাম রায়,
কোথা সখে গুণমণি;

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।



কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে,
নিরাশ হইয়ে,
ফিরে আসে প্রতিধ্বনি।

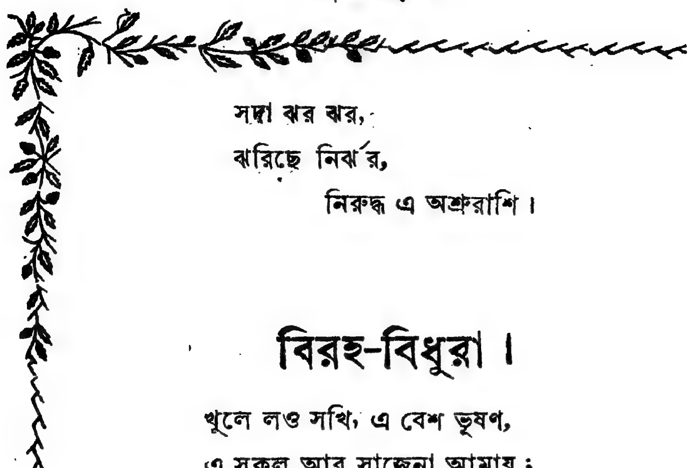
শ্যাম-সোহাগিনী,
আজি অভাগিনী,
হারাইয়ে শ্যামধনে,

সে সুখ-বৈভব,
ফুরায়েছে সব,
সখা হে তোমার সনে।

ত্যজিয়ে সঙ্গিনী,
থাকি একাকিনী,
রাখি' শ্যামে হৃদাসনে;

ত্যজিয়ে শয়ন,
রজনী যাপন,
করি এ বিজন-বনে।

হইতেছে হ্রাস,
বিলীন মলিন হাসি;



সদা ঝর ঝর,
ঝরিছে নির্ঝর,
নিরুদ্ধ এ অশ্রুরাশি।

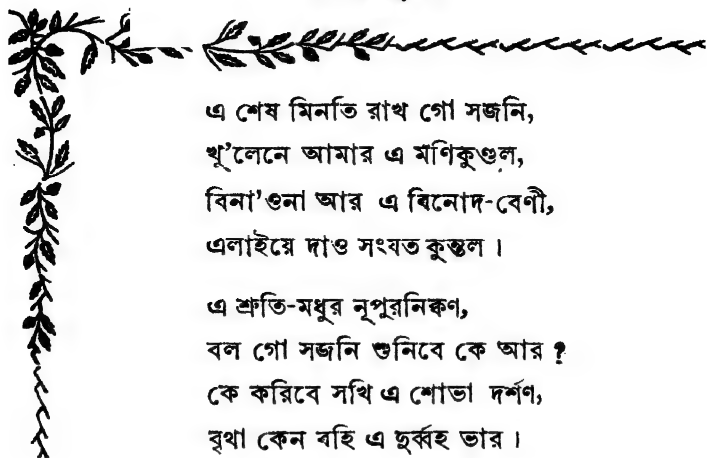
বিরহ-বিধুরা।

খুলে লও সখি, এ বেশ ভূষণ,
এ সকল আর সাজেনা আমায়;
ত্যজিয়াছি সব বিলাসবসন,
ত্যজিয়ে সেদিন, গেছে শ্যাম রায়।

করোনা করোনা কুসুম চয়ন,
গাঁথিওনা সখি কুসুমের হার,
কুসুম-ভূষণ সুনীল বসন,
পরিবনা সখি এ জনমে আর।

খু'লেনে সজনি বলয় কঙ্কণ,
কনক-কেয়ুর মুকুতার মালা,
খু'লেনে বেসর নাসিকা-শোভন,
নিতম্ব-চুম্বিত কনক-মেখলা;

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।



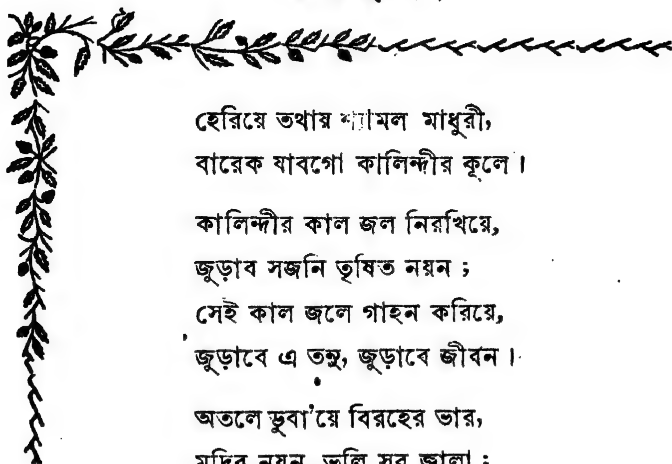
এ শেষ মিনতি রাখ গো সজনি,
খু'লেনে আমার এ মণিকুণ্ডল,
বিনা'ওনা আর এ বিনোদ-বেণী,
এলাইয়ে দাও সংযত কুন্তল।

এ শ্রুতি-মধুর নূপুরনিক্কণ,
বল গো সজনি শুনিবে কে আর ?
কে করিবে সখি এ শোভা দর্শণ,
বৃথা কেন বহি এ ছুর্ব্বহ ভার।

খু'লে নে গো সখি, এই ফুল-বেশ,
মু'ছে দে গো সখি নয়ন-অঞ্জন ;
বেণীর বদলে এই এলো কেশ,
লুঠিয়ে করুক ধরণী চুম্বন।

জীর্ণ চীরবাস আনিয়ে সজনি,
সাজাও আমায় উদাসিনী-বেশে,
শ্যামনামে পূর্ণ করিয়া ধরণী
শ্যামনাম জপি ভ্রমি দেশে দেশে

অথবা আমারে ধরাধরি করি',
ল'য়ে চল ওই তমালের মূলে,



হেরিয়ে তথায় শ্যামল মাধুরী,
বারেক যাবগো কালিন্দীর কূলে।

কালিন্দীর কাল জল নিরখিয়ে,
জুড়াব সজনি তৃষিত নয়ন ;
সেই কাল জলে গাহন করিয়ে,
জুড়াবে এ তনু, জুড়াবে জীবন।

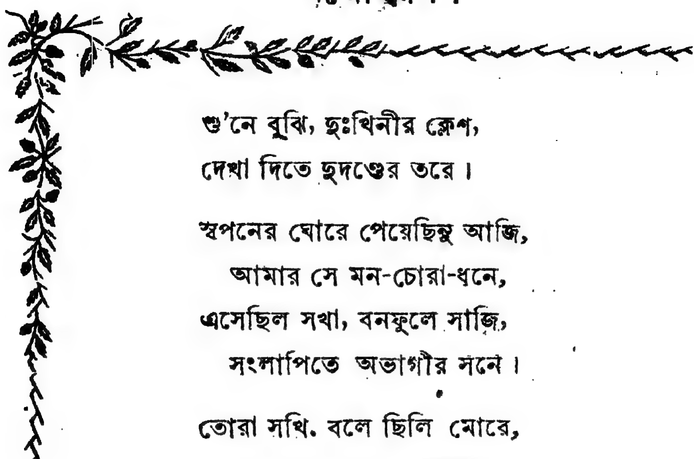
অতলে ডুবা'য়ে বিরহের ভার,
মুদিব নয়ন, ভুলি সব জ্বালা ;
এ জনমে সখি, কাঁদিবে না আর,
বিরহ বিধুরা এ অভাগী বালা।

সুপ্তোত্থিতা।

কেন সখি দিলি এ চেতনা
অভাগীর বধিতে জীবন,
না বুঝিয়া মরম-বেদনা,
কেড়ে নিলি, স্বপন-মিলন।

সে যে, মোর নিঠুর প্রাণেশ,
এসেছিল কত দিন পরে,

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।



শু'নে বুঝি, দুঃখিনীর ক্লেশ,
দেখা দিতে দুদণ্ডের তরে।

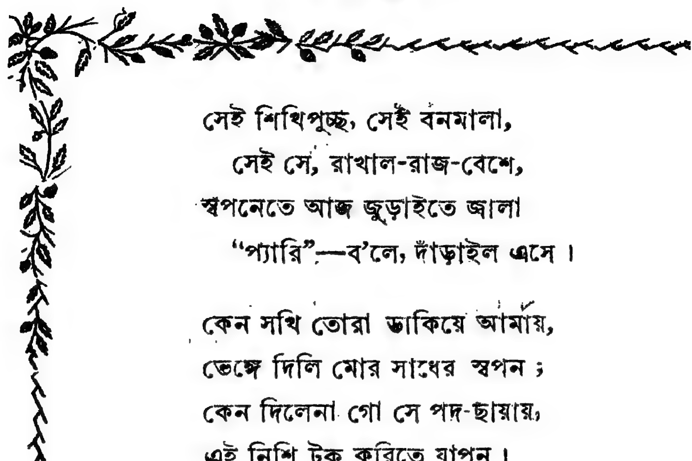
স্বপনের ঘোরে পেয়েছিনু আজি,
আমার সে মন-চোরা-ধনে,
এসেছিল সখা, বনফুলে সাজি,
সংলাপিতে অভাগীর সনে।

তোরা সখি. বলে ছিলি মোরে,
সখা মোর হ'য়ে রাজ্যেশ্বর,
রাজ-দণ্ড ল'য়ে সেই করে,
মুরলীরে দে'ছে অবসর,

নাই শিরে শিখিপুচ্ছ রাধা-নাম-লেখা,
পরিধানে পীতধরা আর,
নাই রাধা-নামাঙ্কিত সে তিলক-রেখা,
ফেলে দে'ছে বনফুল হার।

সে, যে, সখি, এসেছিল আজ,
সেই চারু পীতধরা পরি'
সে কালের, সেই রসরাজ,
চারু করে মুরলীটী ধরি'।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।



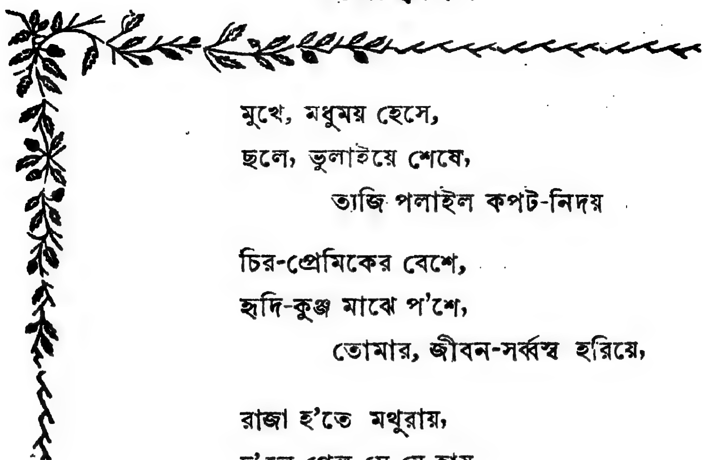
সেই শিখিপুচ্ছ, সেই বনমালা,
সেই সে, রাখাল-রাজ-বেশে,
স্বপনেতে আজ জুড়াইতে জ্বালা
"প্যারি"—ব'লে, দাঁড়াইল এসে।

কেন সখি তোরা ডাকিয়ে আমায়,
ভেঙ্গে দিলি মোর সাধের স্বপন ;
কেন দিলেনা গো সে পদ-ছায়ায়,
এই নিশি টুকু করিতে যাপন।

প্রবোধোক্তি

সখি, ওই নয়নের বারি, রাখ নয়নে নিবারি'
মরমে রাখ গো মরম-বেদনা
গত সুখের স্বপন মিছে, স্মরি' অনুক্ষণ,
আকুলপরাণে কেঁদনা কেঁদনা।

সে যে নির্ম্মম-পরাণ
ওগো পাষাণ-সমান,
কঠোর, কঠিন, তাহার হৃদয়,



মুখে, মধুময় হেসে,
ছলে, ভুলাইয়ে শেষে,
ত্যজি পলাইল কপট-নিদয়

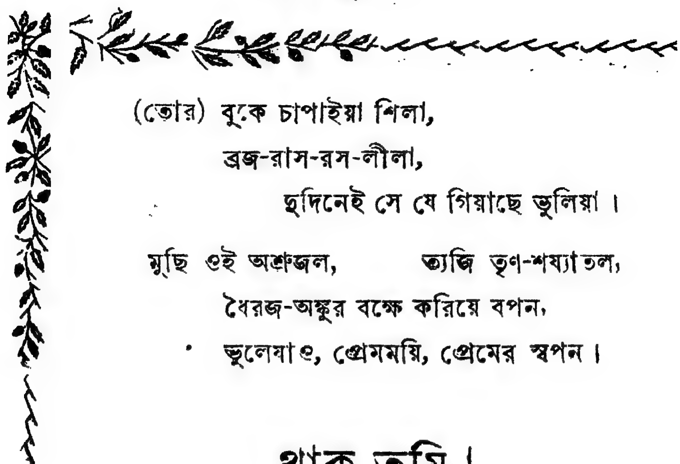
চির-প্রেমিকের বেশে,
হৃদি-কুঞ্জ মাঝে প'শে,
তোমার, জীবন-সর্ব্বস্ব হরিয়ে,

রাজা হ'তে মথুরায়,
চ'লে গেল সে যে হায়,
চির-কাঙ্গালিনী তোমারে করিয়ে।

আমি, তব দুঃখ হেরি'
গিয়ে, তার মধুপুরী
কত সাধিলাম চরণে ধরিয়ে ;

বাঁধি' দুঃখ-জীর্ণ-বক্ষ,
কত ঘৃণার কটাক্ষ,
সহিলাম সব—মরমে মরিয়ে।

সেই চির-চক্রী তোর,
রাজ্য-সুখ-মদে ভোর,
দেখিলনা চেয়ে—নয়ন তুলিয়ে,



(তোর) বুকে চাপাইয়া শিলা,
ব্রজ-রাস-রস-লীলা,
দুদিনেই সে যে গিয়াছে ভুলিয়া।

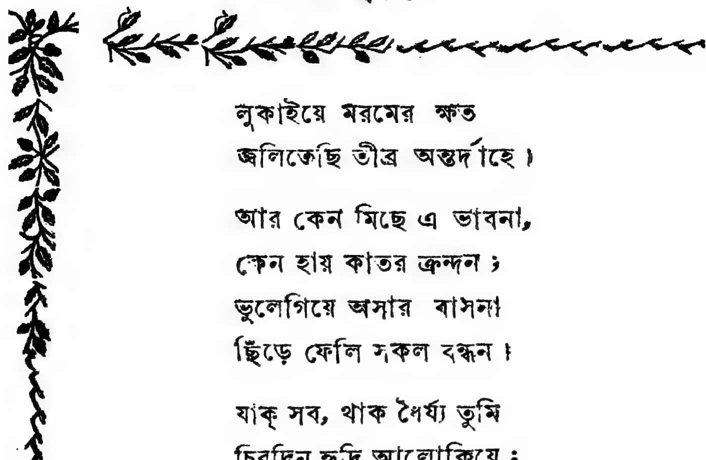
মুছি ওই অশ্রুজল, ত্যজি তৃণ-শয্যাতল,
ধৈরজ-অঙ্কুর বক্ষে করিয়ে বপন,
ভুলেযাও, প্রেমময়ি, প্রেমের স্বপন।

থাক তুমি।

গেছে যদি সকলে ত্যজিয়ে,
কেন আর মিছে আকুলতা ;
তুমি ধৈর্য্য! যেওনা চলিয়ে
লয়ে তব শোকময়ী গাথা।

শোকে দুঃখে সদা বিচলিত
দুঃখময় জীবন আমার ;
স্বপ্ন সম ভ্রান্তি-বিজড়িত
মোহময় এ ভব-সংসার।

সুখসাধ জনমের মত
ভেসেগেছে নয়ন-প্রবাহে ;



লুকাইয়ে মরমের ক্ষত
জ্বলিতেছি তীব্র অন্তর্দাহে।

আর কেন মিছে এ ভাবনা,
কেন হায় কাতর ক্রন্দন;
ভুলেগিয়ে অসার বাসনা
ছিঁড়ে ফেলি সকল বন্ধন।

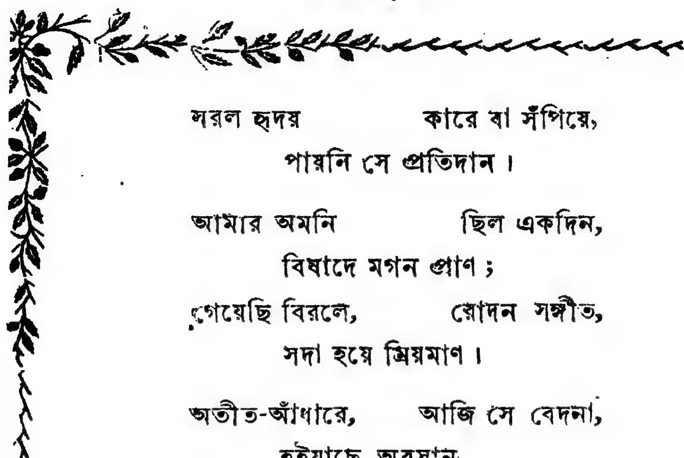
যাক্ সব, থাক ধৈর্য্য তুমি
চিরদিন হৃদি আলোকিয়ে;
এ তাপিত চিত্ত-মরুভুমি
স্নিগ্ধ কর কৃপা-বারি দিয়ে।

বিষাদ।

কে গাহিছে মরি, বিষাদের গীতি,
ধরিয়া মৃদুল তান,
বহুদিন পরে শ্রবণে পশিয়ে
উদাস করিল প্রাণ।

অবশ পরাণে বিজনে বসিয়ে
গাহিছে বিলাপ-গান,

মর্ম্মোচ্ছ্বাস ।



সরল হৃদয়   কারে বা সঁপিয়ে,
পায়নি সে প্রতিদান ।

আমার অমনি   ছিল একদিন,
বিষাদে মগন প্রাণ ;
গেয়েছি বিরলে,   রোদন সঙ্গীত,
সদা হয়ে ম্রিয়মাণ ।

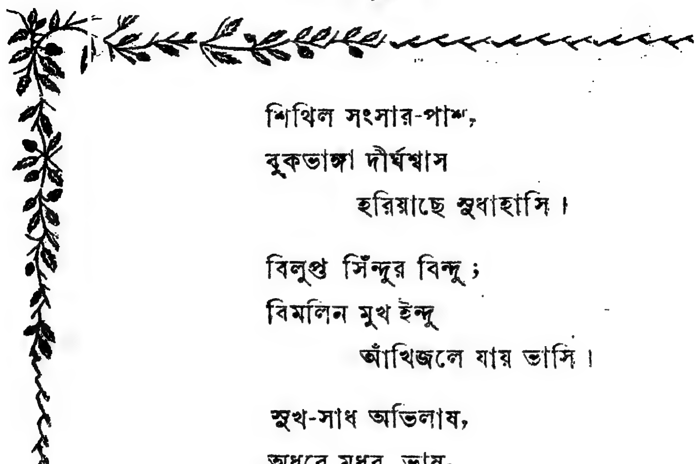
অতীত-আঁধারে,   আজি সে বেদনা,
হইয়াছে অবসান,
তবু কেন হায় !   ও করুণ গানে,
উদাসি করিল প্রাণ ।

অভাগিনী ।

সুখময় নিকেতনে
কে গো ওই শূন্যমনে
বিষাদ-বিশুষ্ক মুখে,

প্রাণের অনন্ত ব্যথা
মরমের মর্ম্মকথা,
লুকাইতে চায় বুকে ?

মর্ম্মোচ্ছ্বাস



শিথিল সংসার-পাশ,
বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস
হরিয়াছে সুধাহাসি।

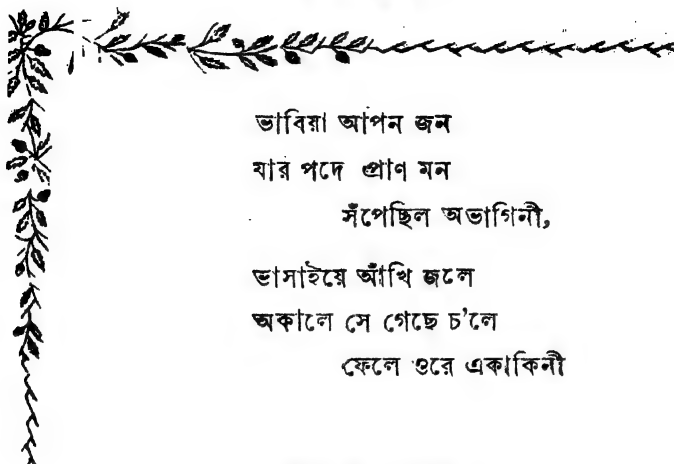
বিলুপ্ত সিঁন্দুর বিন্দু ;
বিমলিন মুখ ইন্দু
আঁখিজলে যায় ভাসি।

সুখ-সাধ অভিলাষ,
অধরে মধুর ভাস,
ভুলিয়ে গিয়েছে বালা।

উথলিছে অনিবার
নয়নে নয়ন-ধার,
মরমে, মরম-জ্বালা।

কেন সে মৃদুল আঁখি,
বিষাদের ছায়া মাখি,
চাহে গো আকাশ পানে

ওই নভ-নীলিমায়,
সদা চেয়ে থাকে হায়,
কাহার মুরতি ধ্যানে ?



ভাবিয়া আপন জন
যার পদে প্রাণ মন
সঁপেছিল অভাগিনী,

ভাসাইয়ে আঁখি জলে
অকালে সে গেছে চ'লে
ফেলে ওরে একাকিনী

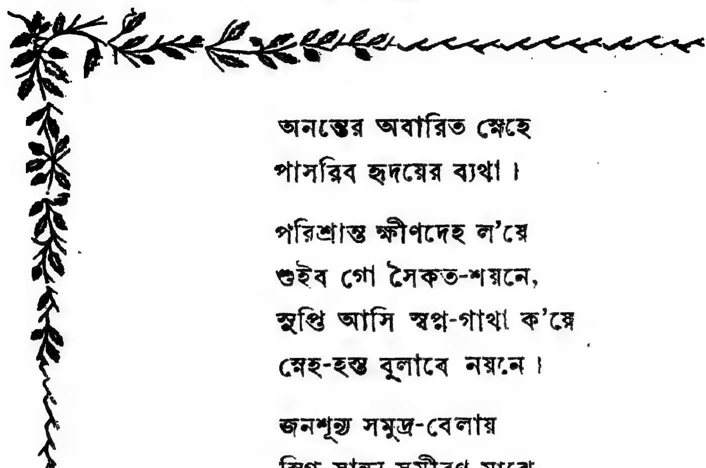
কবে যেন।

ভু'লেগিয়ে আনন্দের হাসি
সারাদিন ভাসি অশ্রুনীরে,
কবে যেন ম্লানমুখে আসি
দাঁড়াইব কালসিন্ধুতীরে।

সীমাহীন সিন্ধুতীর হ'তে
ঘনীভূত অন্ধকারে মিশি,
শান্তিময়ী সন্ধ্যার পশ্চাতে
আসিবে গো বিশ্রামের নিশি।

দুঃখ-ক্লিষ্ট অবসন্নদেহে
মু'দে এলে শ্রান্ত আঁখি-পাতা,

মর্ম্মোচ্ছ্বাস



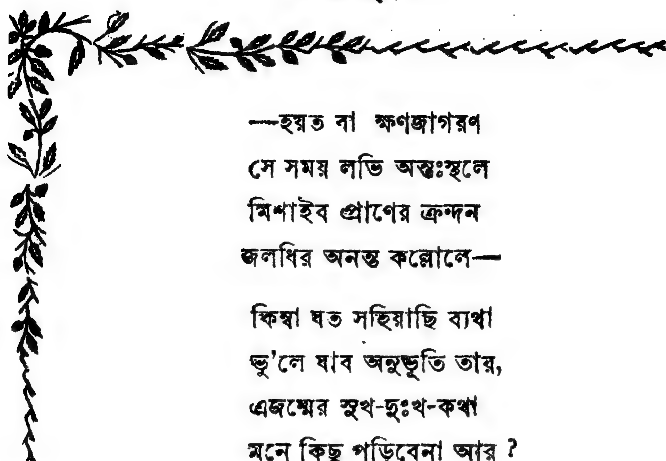
অনন্তের অবারিত স্নেহে
পাসরিব হৃদয়ের ব্যথা।

পরিশ্রান্ত ক্ষীণদেহ ল'য়ে
শুইব গো সৈকত-শয়নে,
সুপ্তি আসি স্বপ্ন-গাথা ক'য়ে
স্নেহ-হস্ত বুলাবে নয়নে।

জনশূন্য সমুদ্র-বেলায়
স্নিগ্ধ সান্ধ্য সমীরণ মাঝে,
অশ্রুচিহ্ন মুছিয়া হেলায়
ঘুমাইব জীবনের সাঁঝে।

নিদ্রাচ্ছন্ন নয়নের আগে
স্মৃতি-স্বপ্ন আসি শত শত,
সাজাইবে কে জানে কি রাগে
লুপ্তপ্রায় ছায়া-চিত্র কত।

পরিত্যক্ত বিফল বাসনা
ধীরে কি গো জাগি পুনরায়,
আনি চিত্তে অসীম যাতনা
বিচলিত করিবে আমায়?



—হয়ত বা ক্ষণজাগরণ
সে সময় লভি অন্তঃস্থলে
মিশাইব প্রাণের ক্রন্দন
জলধির অনন্ত কল্লোলে—

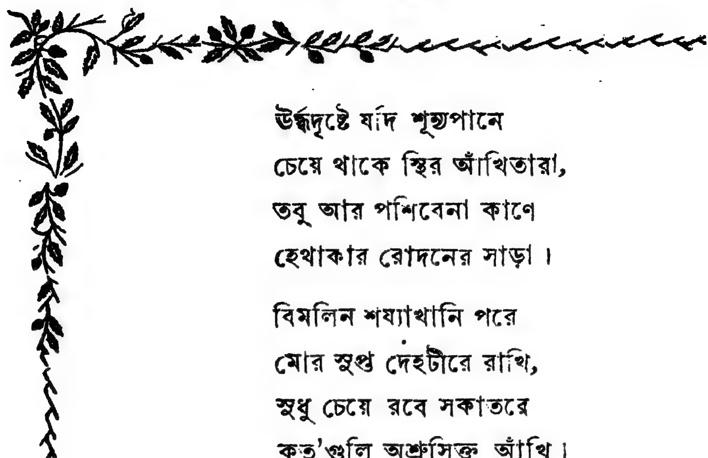
কিম্বা যত সহিয়াছি ব্যথা
ভু'লে যাব অনুভূতি তার,
এজন্মের সুখ-দুঃখ-কথা
মনে কিছু পড়িবেনা আর ?

যদি কিছু দিতে চায়

এ নিষ্প্রভ নয়ন-পল্লবে
চিরসুপ্তি বুলাইলে হাত,
আঁখি কোণে ধীরে ধীরে হবে
দুই বিন্দু উষ্ণ অশ্রুপাত।

ওগো সে সময় ছিন্ন ক'রে
ধরণীর ক্ষীণ আকর্ষণ,
শান্তিময়ী সুষুপ্তির ঘোরে
চিরতরে হব অচেতন।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস

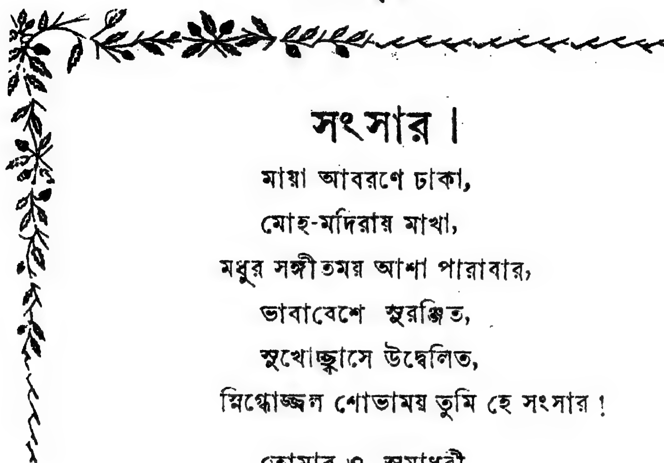


ঊর্দ্ধদৃষ্টে যদি শূন্যপানে
চেয়ে থাকে স্থির আঁখিতারা,
তবু আর পশিবেনা কাণে
হেথাকার রোদনের সাড়া।

বিমলিন শয্যাখানি পরে
মোর সুপ্ত দেহটারে রাখি,
সুধু চেয়ে রবে সকাতরে
কত'গুলি অশ্রুসিক্ত আঁখি।

মোর শেষ করি বিলোকন
যদি তারা মর্ম্মব্যথা পায়,
মমতার শেষ নিদর্শন
যদি কিছু দিতে তারা চায়—

অশ্রুচিহ্ন মুছেফেলে তবে
গোটাকত শুভ্র ফুল আনি,
পুষ্পাস্তৃত ক'রে যেন সবে
দেয় মোর শেষ শয্যাখানি।



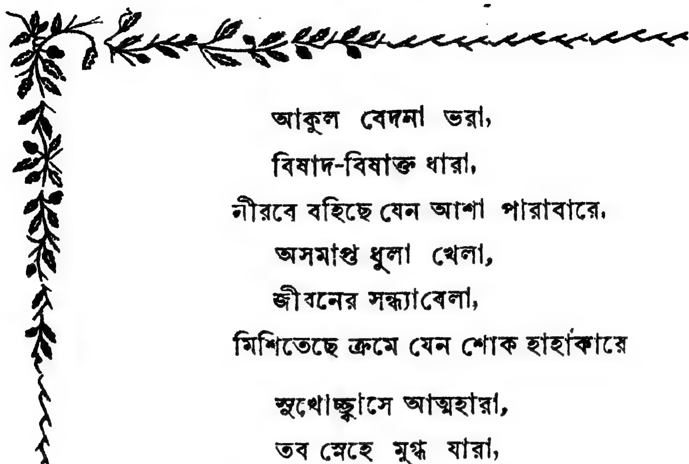
সংসার।

মায়া আবরণে ঢাকা,
মোহ-মদিরায় মাখা,
মধুর সঙ্গীতময় আশা পারাবার,
ভাবাবেশে সুরঞ্জিত,
সুখোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত,
স্নিগ্ধোজ্জ্বল শোভাময় তুমি হে সংসার!

তোমার ও সুমাধুরী,
সতত নয়নে হেরি,
মনে করি তুমি সর্ব্বসুখের আগার,
মন্ত্র মুগ্ধ প্রায় তাই,
তব কোলে যেতে চাই,
কিন্তু অগ্রসর হ'য়ে হেরি অন্ধকার।

কি যেন আকুল তান,
অস্ফুট বিষাদ গান,
জ্বলন্ত অতৃপ্ত-তৃষা দহি অনিবার,
মোহন মাধুর্য্য যত,
বিনাশিয়ে অবিরত,
করিছে শ্মশান সম হৃদয় তোমার।

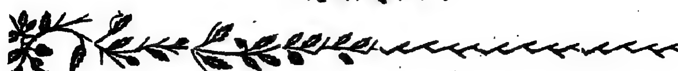
মর্ম্মোচ্ছ্বাস ।



আকুল বেদনা ভরা,
বিষাদ-বিষাক্ত ধারা,
নীরবে বহিছে যেন আশা পারাবারে,
অসমাপ্ত ধুলা খেলা,
জীবনের সন্ধ্যাবেলা,
মিশিতেছে ক্রমে যেন শোক হাহাকারে

সুখোচ্ছ্বাসে আত্মহারা,
তব স্নেহে মুগ্ধ যারা,
নীরবে ঘুমায় সুখে, তোমার ছায়ায় ;
তাদেরও সুধাহাসি,
পলকে, গরলে মিশি;
নীরবে ভাসিয়া যায় নয়ন ধারায় ।

নিরখি তোমার ছবি,
বিচিত্রতা অনুভবি,
রয়েছি বিমূঢ়চিতে তোমারই পাশে ।
কোলে যে'তে ছিলসাধ,
এবে সাধে অবসাদ,
হৃদয় আকুল সুধু চির শান্তি আশে ।





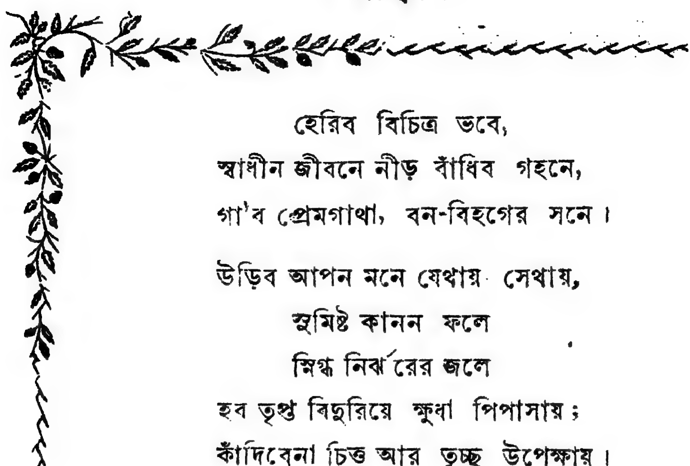
বাসনা

মনে করি ভেঙ্গে এই কঠিন পিঞ্জর,
উড়ি ওই নীলিমায়,
যথা রবি শশি ভায়,
সুধা আসে ধায় যথা বিমুগ্ধ চকোর,
উড়িতে বাসনা সেথা ভেঙ্গে এ পিঞ্জর।

স্নিগ্ধ শ্যাম নবঘন ভাসিছে যথায়,
মধুর শ্যামল ছায়া,
ঢেকেছে ধরিত্রী কায়া,
তৃষিত চাতক যথা বারি আশে ধায়,
আমার উড়িতে সাধ সেই নীলিমায়।

ভাঙ্গিয়া মায়ার বাঁধ, প্রাণের বাসনা,
অসীম নিলাম্বু রাশি
নীলশূন্যে গেছে মিশি
প্রকৃতির ছবি যথা সুনীল-বসনা,
অবগাহি সেই নীরে সাধিব সাধনা।

প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, ওই মুক্ত সমীরণে
উড়িয়ে অনন্ত নভে



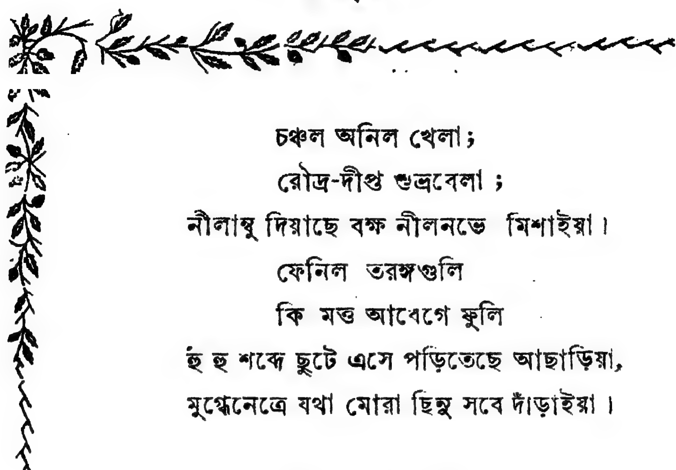
হেরিব বিচিত্র ভবে,
স্বাধীন জীবনে নীড় বাঁধিব গহনে,
গা'ব প্রেমগাথা, বন-বিহগের সনে।

উড়িব আপন মনে যেথায় সেথায়,
সুমিষ্ট কানন ফলে
স্নিগ্ধ নির্ঝরের জলে
হব তৃপ্ত বিদুরিয়ে ক্ষুধা পিপাসায়;
কাঁদিবেনা চিত্ত আর তুচ্ছ উপেক্ষায়।

প্রাণের গান।

ছাড়িয়া কল্পনা-মায়া
হেরিতে বাস্তব কায়া
আঁখিজলে আপনার বস্ত্রাঞ্চল ভিজাইয়া,
কত কি ভাবিয়া মনে
একদিন এ জীবনে
আমারই মত আরো আশাহত দু'টী হিয়া
অনন্তের উপকূলে গিয়াছিনু সাথে নিয়া।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।



চঞ্চল অনিল খেলা;

রৌদ্র-দীপ্ত শুভ্রবেলা ;

নীলাম্বু দিয়াছে বক্ষ নীলনভে মিশাইয়া।

ফেনিল তরঙ্গগুলি

কি মত্ত আবেগে ফুলি

হুঁ হু শব্দে ছুটে এসে পড়িতেছে আছাড়িয়া,

মুগ্ধনেত্রে যথা মোরা ছিনু সবে দাঁড়াইয়া।

কি মহান সুগভীর

সদা উচ্ছ্বসিত নীর

যুগ যুগান্তের গাথা বক্ষমাঝে লুকাইয়া,

আকুল কল্লোল গীতে

কত ব্যথিতের চিতে

প্রশমিছে দুঃখজ্বালা শতস্মৃতি ভুলাইয়া,

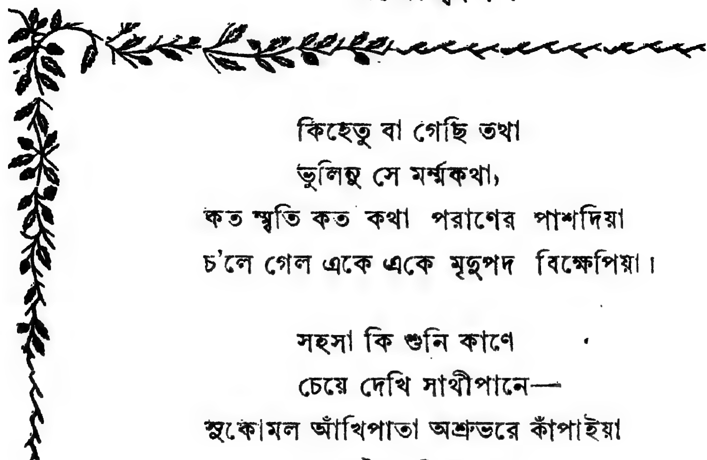
প্রশান্ত হৃদয়, সিন্ধু, স্নেহভরে প্রসারিয়া।

শুনি সে অশ্রান্ত গীত

এ ভগ্ন উদ্ভ্রান্ত চিত

কি এক আবেগ ভরে উঠেছিল উথলিয়া ;

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।

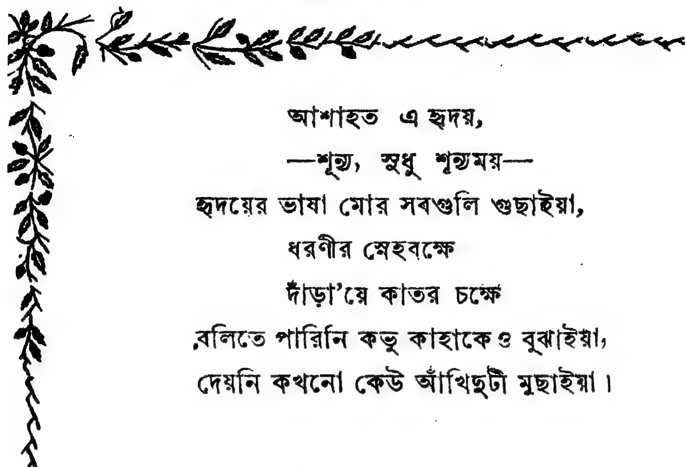


কিহেতু বা গেছি তথা
ভুলিনু সে মর্ম্মকথা,
কত স্মৃতি কত কথা পরাণের পাশদিয়া
চ'লে গেল একে একে মৃদুপদ বিক্ষেপিয়া।

সহসা কি শুনি কাণে
চেয়ে দেখি সাথীপানে—
সুকোমল আঁখিপাতা অশ্রুভরে কাঁপাইয়া
চেয়ে নীল সিন্ধুপানে—
গাহিছে করুণ তানে
"অনন্ত সাগর মাঝে দেও তরী ভাসাইয়া
গেছে সুখ, গেছে দুঃখ, গেছে আশা ফুরাইয়া।"

সুখসাধ অভিলাষ
অব্যক্ত প্রাণের ভাষ
মরমের স্তরে স্তরে ছিল যত জড়াইয়া;
বহুদিবসের কথা
সে যে বড় দিয়ে ব্যথা
কালের তরঙ্গ এক হৃদিমূলে আঘাতিয়া
যাহা কিছু ছিল সব ল'য়েগেছে ভাসাইয়া।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।

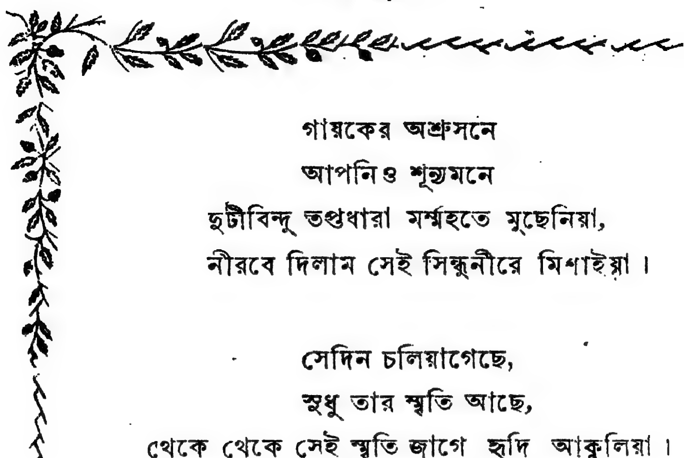


আশাহত এ হৃদয়,
—শূন্য, সুধু শূন্যময়—
হৃদয়ের ভাষা মোর সবগুলি গুছাইয়া,
ধরণীর স্নেহবক্ষে
দাঁড়া'য়ে কাতর চক্ষে
বলিতে পারিনি কভু কাহাকেও বুঝাইয়া,
দেয়নি কখনো কেউ আঁখিদুটী মুছাইয়া।

সেই হৃদি ভাষাগুলি
কিবা যাদু মন্ত্রে তুলি
সমদুঃখী সাথী মোর স্বরযোগে মিলাইয়া,
সে নির্জ্জন সিন্ধুতীরে
দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে
আপনার ফোঁটাকত অশ্রু তাতে মিশাইয়া,
গাহিল করুণ-কণ্ঠে "—দেও তরী ভাসাইয়া।—"

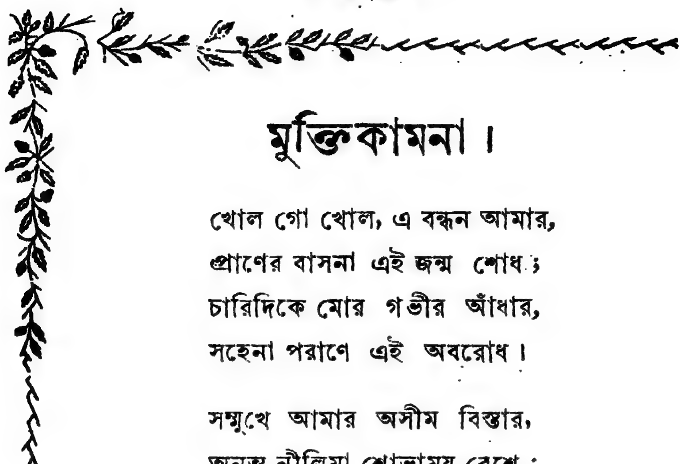
সেই ঊর্ম্মি-মুখরিত
মুহুর্মুহু উচ্ছ্বসিত
অনন্ত কল্লোলপূর্ণ সিন্ধুকূলে দাঁড়াইয়া,

মর্ম্মোচ্ছ্বাস ।



গায়কের অশ্রুসনে
আপনিও শূন্যমনে
দুটীবিন্দু তপ্তধারা মর্ম্মহতে মুছেনিয়া,
নীরবে দিলাম সেই সিন্ধুনীরে মিশাইয়া ।

সেদিন চলিয়াগেছে,
সুধু তার স্মৃতি আছে,
থেকে থেকে সেই স্মৃতি জাগে হৃদি আকুলিয়া ।
নীলশোভা, শুভ্রবেলা,
তরঙ্গে অনিলে খেলা,
আজ(ও) হেরি ; আজ(ও) শুনি তানে প্রাণ মিশাইয়া
"অনন্ত সাগর মাঝে দেও তরী ভাসাইয়া ।—"



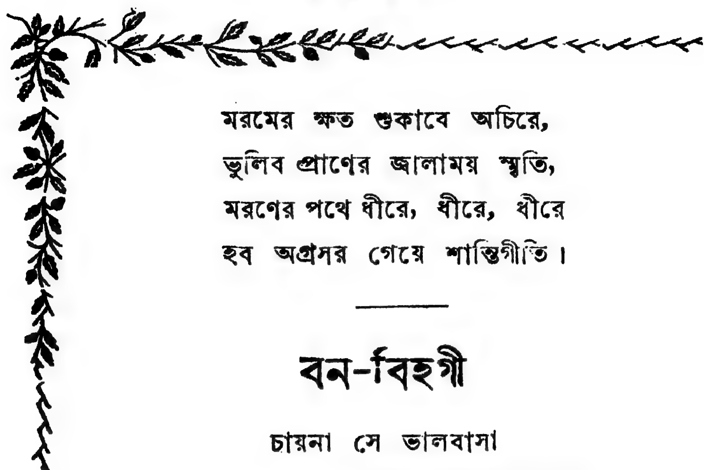
মুক্তিকামনা।

খোল গো খোল, এ বন্ধন আমার,
প্রাণের বাসনা এই জন্ম শোধ ;
চারিদিকে মোর গভীর আঁধার,
সহেনা পরাণে এই অবরোধ।

সম্মুখে আমার অসীম বিস্তার,
অনন্ত নীলিমা শোভাময় বেশে ;
খুলিয়ে অনন্ত রূপের ভাণ্ডার,
প্রসারিয়ে বাহু ডাকিতেছে হেসে।

আশে পাশে মম কঠোর বন্ধন,
শিথিল করিতে নাই গো শকতি,
বারেক করিয়ে কৃপাবিলোকন,
কর গো আমায় বন্ধনে মুকতি।

রাখিয়ে হেথায় যত মর্ম্মব্যথা,
অতৃপ্তির জ্বালা, দুঃখ হাহাকার ;
গেয়ে নীলাকাশে বিভু-প্রেম-গাথা,
হাসিয়ে মুছিব নয়ন-আসার।



মরমের ক্ষত শুকাবে অচিরে,
ভুলিব প্রাণের জ্বালাময় স্মৃতি,
মরণের পথে ধীরে, ধীরে, ধীরে
হব অগ্রসর গেয়ে শান্তিগীতি।

বন-বিহগী

চায়না সে ভালবাসা
তোমাদের কাছে আর,
স্নেহের শিকল সব,
খুলে লও যে,—যাহার!

কনক পিঞ্জর খানি,
সুচিক্কন বস্ত্রে-ঘিরে,
কি হেতু আবদ্ধ রাখ
মুক বন-বিহগীরে।

নাহিত শকতি তার
গাহিতে কাকলি গান,
মিছে কেন বেঁধে রাখ
বন-বিহগীর প্রাণ।





খুলেদাও ও পিঞ্জর,
বন্ধন—শিকল আর,
বিশ্বশোভা নিরখিতে
উড়ে যাক্ একবার।

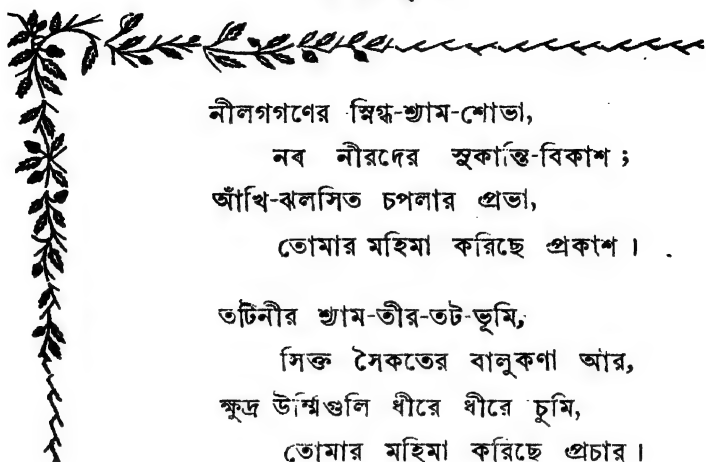
সারাদিন ভ্রমি যদি,
ফিরে আসে শান্ত-সাঁঝে,
তখন যতনে রেখ,
কনক পিঞ্জর মাঝে।

জীবন জুড়াই।

কি ভাবে কোথায় বিরাজ হে তুমি,
কে জানে তোমায় এই চরাচরে ;
তুমি পয়োনিধি, তুমি মরুভূমি,
তুমি ভানু, তুমি সুধাকর-করে।

অগনিত গ্রহ উপগ্রহ যত,
অসংখ নক্ষত্র বিমান-বিহারী,
তোমার আজ্ঞায় ভ্রমি অবিরত,
প্রকাশিছে বিভো! মহিমা তোমারি।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।



নীলগগণের স্নিগ্ধ-শ্যাম-শোভা,
নব নীরদের সুকান্তি-বিকাশ;
আঁখি-ঝলসিত চপলার প্রভা,
তোমার মহিমা করিছে প্রকাশ।

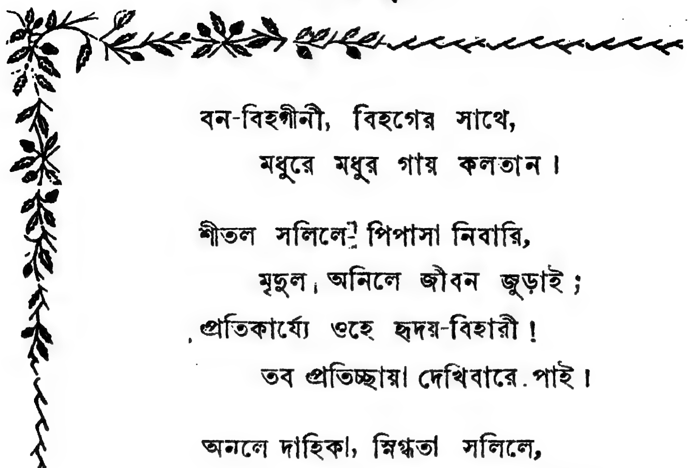
তটিনীর শ্যাম-তীর-তট-ভূমি,
সিক্ত সৈকতের বালুকণা আর,
ক্ষুদ্র উর্ম্মিগুলি ধীরে ধীরে চুমি,
তোমার মহিমা করিছে প্রচার।

কুসুম রেনুতে তোমার সুষমা,
কুসুমের দলে তোমার সুহাস;
বিকাশি' তোমার অসীম মহিমা
লুটিছে সমীর কুসুম-সুবাস।

শ্যাম-তরুরাজি স্নিগ্ধ ছায়াদানে,
ক্লান্ত পাথিকের, ক্লান্তি করি' দুর,
লতিকা সুন্দরী সহকার সনে,
প্রকাশে তোমার মহিমা প্রচুর।

ধীরে ধীরে যদি পশি বন পথে,
শুনিব সেথায় তব স্তুতি গান;

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।

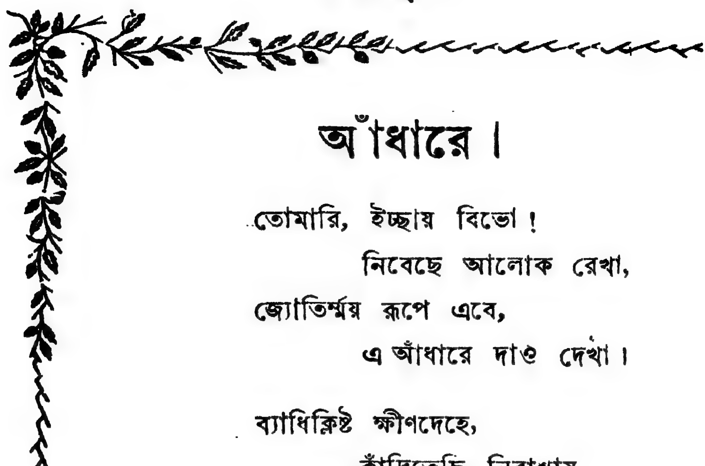


বন-বিহগীনী, বিহগের সাথে,
মধুরে মধুর গায় কলতান।

শীতল সলিলে পিপাসা নিবারি,
মৃদুল অনিলে জীবন জুড়াই;
প্রতিকার্য্যে ওহে হৃদয়-বিহারী!
তব প্রতিচ্ছায়া দেখিবারে পাই।

অনলে দাহিকা, স্নিগ্ধতা সলিলে,
তোমারি শকতি প্রকাশিছে নাথ!
তবুও তোমায় না বুঝে সকলে,
করে মিছা হাস্য, মিছা অশ্রুপাত।

সকলেই তুমি আছ বিদ্যমান,
তবুও তোমারে খুঁজিয়ে বেড়াই;
কর নাথ, এবে ভ্রান্তি অবসান,
হেরি' তবরূপ, জীবন জুড়াই।



আঁধারে।

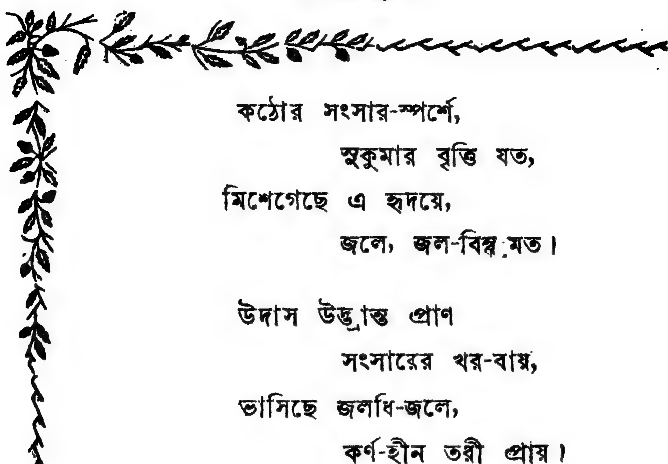
তোমারি, ইচ্ছায় বিভো!
নিবেছে আলোক রেখা,
জ্যোতির্ম্ময় রূপে এবে,
এ আঁধারে দাও দেখা।

ব্যাধিক্লিষ্ট ক্ষীণদেহে,
কাঁদিতেছি নিরাশায়,
আঁধার জীবন বুঝি,
আঁধারে মিশিয়ে যায়।

মিশে যা'ক ক্ষতি নাই,
এই মাত্র দুঃখ মনে,
বিশ্বাসের ক্ষীণ-জ্যোতি
না পশিল এ জীবনে।

আঁধারে আসিয়ে শেষে,
আঁধারেই যেতে হ'ল,
না পেলেম কভু আর,
শান্তিময় স্নিগ্ধ আলো।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।



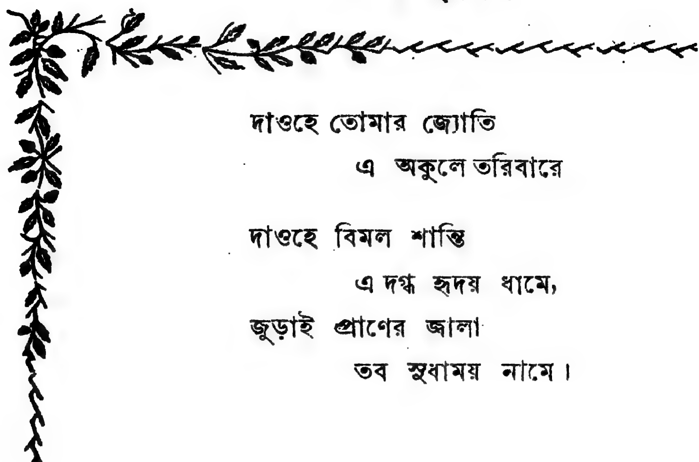
কঠোর সংসার-স্পর্শে,
সুকুমার বৃত্তি যত,
মিশেগেছে এ হৃদয়ে,
জলে, জল-বিম্ব মত।

উদাস উদ্ভ্রান্ত প্রাণ
সংসারের খর-বায়,
ভাসিছে জলধি-জলে,
কর্ণ-হীন তরী প্রায়।

হৃদয় আচ্ছন্ন সদা,
বিষাদের অন্ধকারে,
লক্ষ্য শূন্য এ তরণী
ভাসে অশ্রু-পারাবারে।

অন্ধকারে দিক ভ্রান্ত
পড়িয়ে ঘূর্ণিত জলে,
কি জানি কখন তরী,
ডুবিবে অতল তলে।

তাই আজি দয়াময়
ডাকিতেছি সকাতরে,



দাওহে তোমার জ্যোতি
এ অকুলে তরিবারে

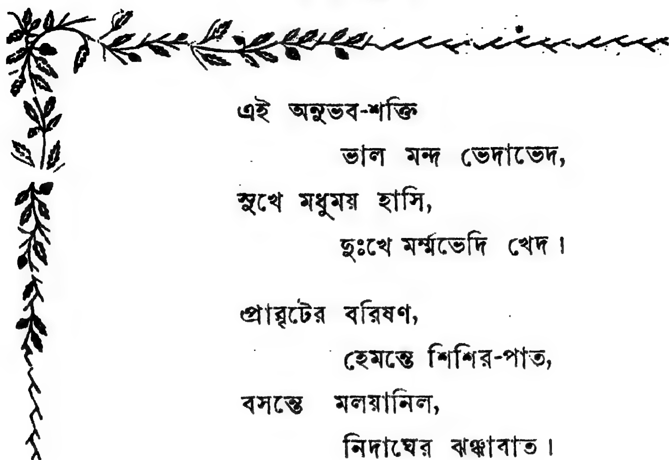
দাওহে বিমল শান্তি
এ দগ্ধ হৃদয় ধামে,
জুড়াই প্রাণের জ্বালা
তব সুধাময় নামে ।

সকলি তোমার ।

দিয়েছ সকলি তুমি,
সকলি তোমার নাথ,
জীবনে এ সুখ, দুঃখ
এই ঘাত, প্রতিঘাত ।

হৃদয়ের স্তরে স্তরে
এ আবেগ এ উচ্ছ্বাস,
নিশিদিন ব্যথা ভরা
এ আকুল দীর্ঘশ্বাস ।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস



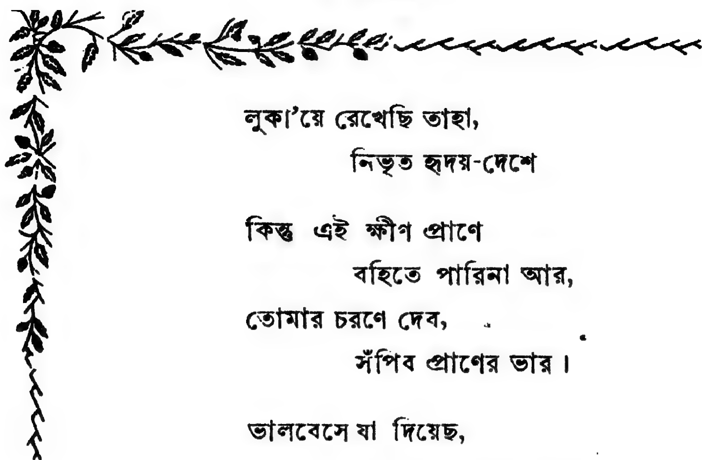
এই অনুভব-শক্তি
ভাল মন্দ ভেদাভেদ,
সুখে মধুময় হাসি,
দুঃখে মর্ম্মভেদি খেদ।

প্রাবৃটের বরিষণ,
হেমন্তে শিশির-পাত,
বসন্তে মলয়ানিল,
নিদাঘের ঝঞ্ঝাবাত।

সকলি তোমার নাথ,
এ আলোক, এ আঁধার,
তোমারই প্রতিরূপে,
পরিপূর্ণ এ সংসার।

তুমিই দিয়েছ দেব,
হাসি অশ্রু হৃদিপুরে,
আমা ছাড়া তুমি নাথ,
থাক না তো কভু দূরে।

শুভ বা অশুভ হোক'
দিয়েছ য়া ভালবেসে,



লুকা'য়ে রেখেছি তাহা,
নিভৃত হৃদয়-দেশে

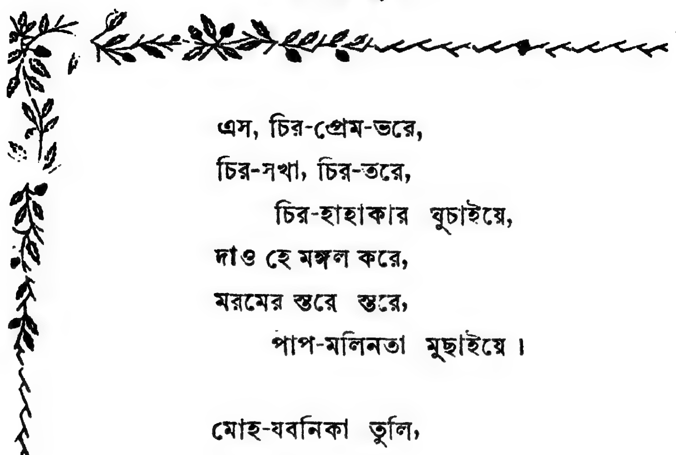
কিন্তু এই ক্ষীণ প্রাণে
বহিতে পারিনা আর,
তোমার চরণে দেব,
সঁপিব প্রাণের ভার।

ভালবেসে যা দিয়েছ,
পুন তাহা ফিরে ল'য়ে;
সুধু এ জীবনে নাথ,
থাক প্রতিচ্ছায়া হ'য়ে।

আহ্বান।

অধম ব'লে কি দেখা,
দেবেনা, হৃদয়-সখা,
তুমি, এখনো, হৃদয়ে এসে?
অসীম-অশান্তি নিয়ে,
দুরাশা-গরল পিয়ে,
পাপ-প্রবাহে যেতেছি ভেসে।

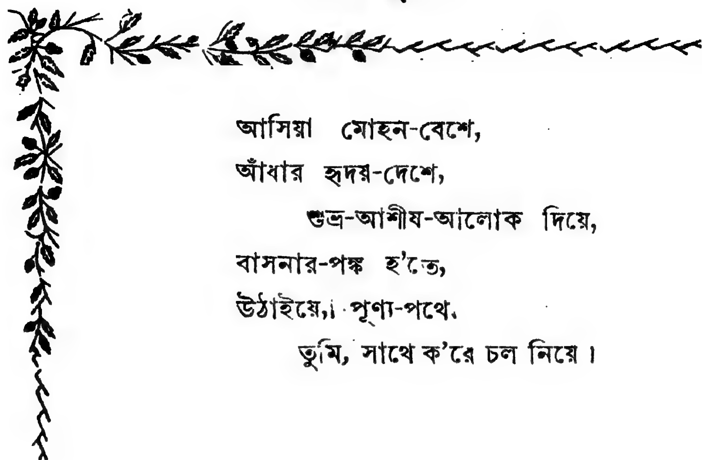
মর্ম্মোচ্ছ্বাস



এস, চির-প্রেম-ভরে,
চির-সখা, চির-তরে,
চির-হাহাকার ঘুচাইয়ে,
দাও হে মঙ্গল করে,
মরমের স্তরে স্তরে,
পাপ-মলিনতা মুছাইয়ে।

মোহ-যবনিকা তুলি,
এ অন্ধ নয়ন খুলি',
সখা! দেখাও তোমার জ্যোতি;
মুছাইয়ে আঁখিজল,
ভাঙ্গা বুকে দাও বল,
ওহে নিখিল-ব্রহ্মাণ্ড-পতি।

ডাকিতে শিখিনি' ব'লে,
না আসিয়ে সেই ছলে,
শেষে, কোথায় রাখিবে লাজ?
নিরাশ-কাতর প্রাণে,
চেয়ে দুরাশার পানে,
যদি,—ডুবিহে অতলে আজ?



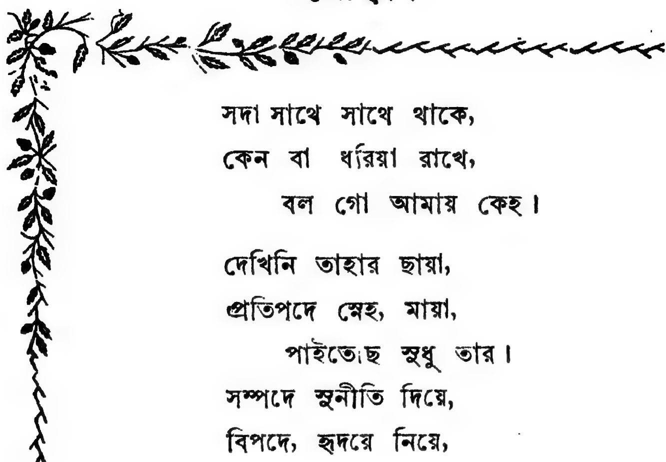
আসিয়া মোহন-বেশে,
আঁধার হৃদয়-দেশে,
শুভ্র-আশীষ-আলোক দিয়ে,
বাসনার-পঙ্ক হ'তে,
উঠাইয়ে, পূণ্য-পথে,
তুমি, সাথে ক'রে চল নিয়ে ।

কে ?

সদা, যাই যাই করি,
আমি যেতে যে না পারি,
কে যেন ধরিয়া রাখে,
কার বাহু স্নেহ-ভরে,
ফিরাইছে সদা মোরে,
দেখিতে পাইনা তাকে ।

কে যেন গো স্নিগ্ধ-করে,
সদা চির-প্রেম-ভরে,
জুড়াইছে তপ্ত দেহ ।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস

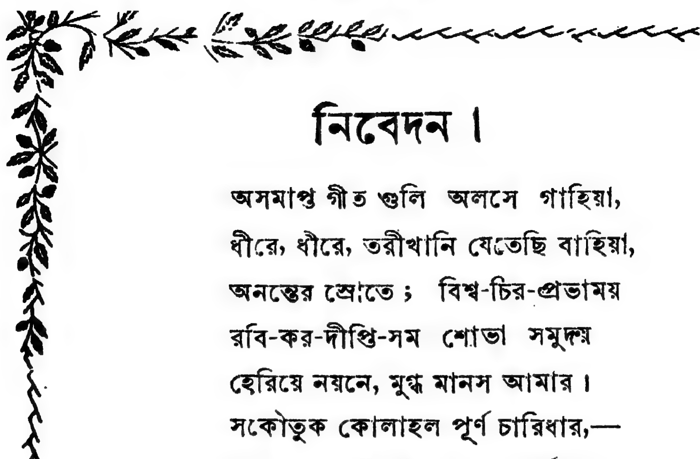


সদা সাথে সাথে থাকে,
কেন বা ধরিয়া রাখে,
বল গো আমায় কেহ।

দেখিনি তাহার ছায়া,
প্রতিপদে স্নেহ, মায়া,
পাইতেছি সুধু তার।
সম্পদে সুনীতি দিয়ে,
বিপদে, হৃদয়ে নিয়ে,
মুছায় নয়ন ধার।

কিছু আর নাহি শূন্য,
তাঁর স্নেহে পরিপূর্ণ,
হয়েছে এ ক্ষুদ্র গেহ,
সে, কি গো, আমার পর?
ভবে মোরে নিরন্তর,
কেন করে এত স্নেহ?

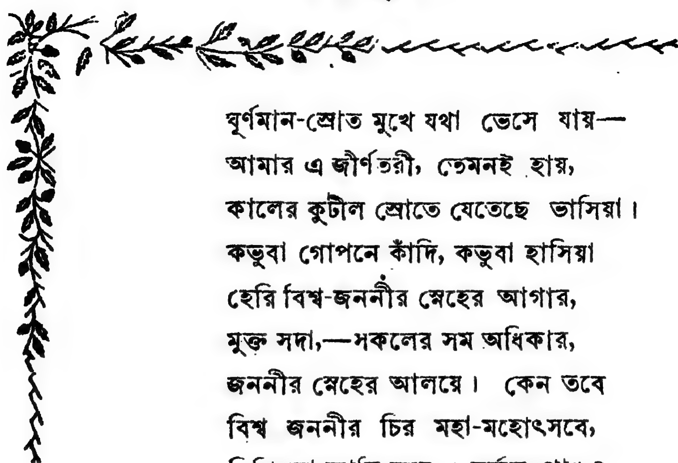
যদি সে আপন হবে,
লুকাইয়ে থেকে তবে,
কেন করে এ ছলনা?
সে আমার কে?—বলনা



নিবেদন।

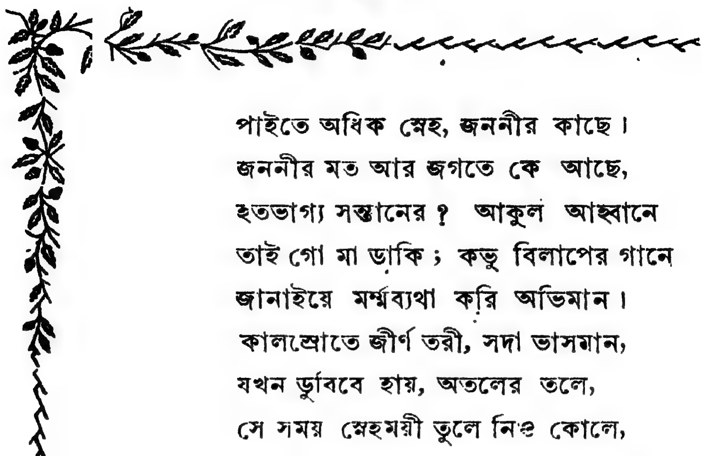
অসমাপ্ত গীত গুলি অলসে গাহিয়া,
ধীরে, ধীরে, তরীখানি যেতেছি বাহিয়া,
অনন্তের স্রোতে; বিশ্ব-চির-প্রভাময়
রবি-কর-দীপ্তি-সম শোভা সমুদয়
হেরিয়ে নয়নে, মুগ্ধ মানস আমার।
সকৌতুক কোলাহল পূর্ণ চারিধার,—
রূপ, রস, গন্ধ আর শব্দ স্পর্শ ময়,
প্রকৃতির সুচিত্রিত সুন্দর আলয়,
সুসজ্জিত করি সদা, অতিথির লাগি'
রেখেছেন বিশ্বমাতা,—নিশিদিন জাগি'
স্মিতমুখে স্নেহময়ী আছেন বসিয়া,
স্নেহ ভরে আগন্তুকে নিতে সম্ভাসিয়া,
প্রিয় নিকেতনে তাঁর;—সাদর আহ্বানে।
যে যায় আশ্রয়ে তাঁর,—স্নেহসুধা দানে,
তৃপ্তকরি তারে;—বাঁধি পূতঃ স্নেহ-পাশে,
রাখেন যতনে মাতা, পবিত্র আবাসে।
আমিও কালের যাত্রি, ভবে দীর্ঘদিন
ভ্রমিতেছি লক্ষ্যশূন্য, ভাসমান তৃণ

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।



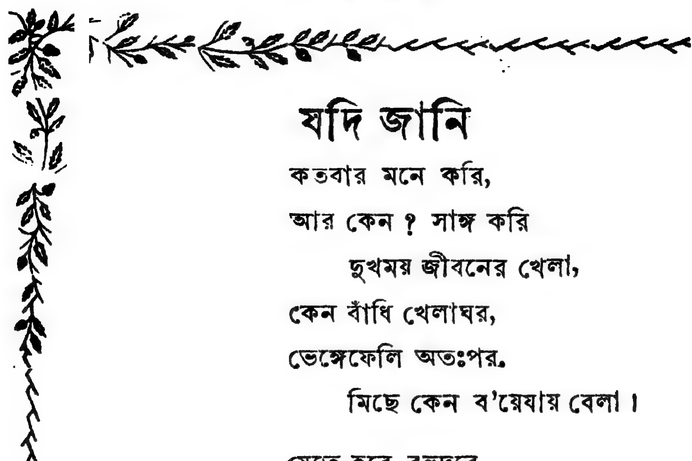
ঘূর্ণমান-স্রোত মুখে যথা ভেসে যায়—
আমার এ জীর্ণতরী, তেমনই হায়,
কালের কুটীল স্রোতে যেতেছে ভাসিয়া।
কভুবা গোপনে কাঁদি, কভুবা হাসিয়া
হেরি বিশ্ব-জননীর স্নেহের আগার,
মুক্ত সদা,—সকলের সম অধিকার,
জননীর স্নেহের আলয়ে। কেন তবে
বিশ্ব জননীর চির মহা-মহোৎসবে,
মিশিবনা আমি লয়ে এ দুর্ব্বল প্রাণ ?
মাতৃস্নেহে বঞ্চিত কি এ দুঃখ সন্তান
এই অনাথ নিলয়ে ?—কখনই নহে।—
উঠে রবি, শশি, তারা, স্নিগ্ধ-বায়ু বহে,
ক্ষুধায় শস্যের কনা; সুরসাল ফল,
তটীনী তড়াগ পূর্ণ সুশীতল জল,
তৃষা নিবারিতে আছে। শ্যামা বসুন্ধরা,
সাজা'য়ে বিপুল বক্ষে স্নেহের পসরা,
রেখেছেন সকলেরি তরে, বিশ্বমাঝে
প্রতিদিন, প্রতিরাত্রি, প্রতি ক্ষুদ্র কাজে,
পাইতেছি জননীর স্নেহের আভাষ।
তবু ও অবোধ শিশু করে অভিলাষ,

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।



পাইতে অধিক স্নেহ, জননীর কাছে।
জননীর মত আর জগতে কে আছে,
হতভাগ্য সন্তানের ? আকুল আহ্বানে
তাই গো মা ডাকি ; কভু বিলাপের গানে
জানাইয়ে মর্ম্মব্যথা করি অভিমান।
কালস্রোতে জীর্ণ তরী, সদা ভাসমান,
যখন ডুবিবে হায়, অতলের তলে,
সে সময় স্নেহময়ী তুলে নি'ও কোলে,
স্নেহে, সন্তানেরে দিয়ে স্নেহ-আলিঙ্গন।
এ জন্মের ভোগসুখ হ'লে সমাপন
জীবনের অসমাপ্ত ক্ষুদ্র গীতগুলি,
জনমের সাথে যেন যাই সব ভুলি'।





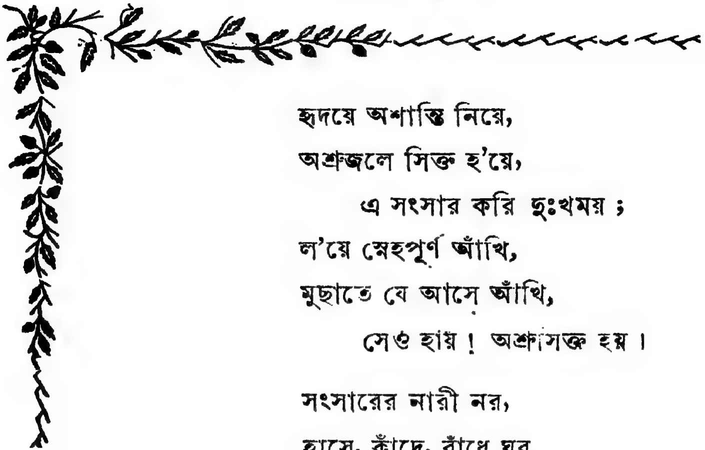
যদি জানি

কতবার মনে করি,
আর কেন ? সাঙ্গ করি
দুখময় জীবনের খেলা,
কেন বাঁধি খেলাঘর,
ভেঙ্গেফেলি অতঃপর.
মিছে কেন ব'য়েযায় বেলা।

যেতে.হবে বহুদূরে,
অজানা অচেনা পুরে,
ক্ষীণ-বক্ষে সাহস বাঁধিয়া,
একাকী এসেছি ভবে,
একাকীই যেতে হবে,
এ সংসারে হাসিয়ে কাঁদিয়ে।

আমার এ তুচ্ছ হৃদি,
আসিয়াছে নিরবধি,
এ সংসারে করিতে ক্রন্দন ;
নাই সুখসাধ আর,
চারিদিকে হাহাকার,
ছিঁড়িয়াছে আশার বন্ধন।

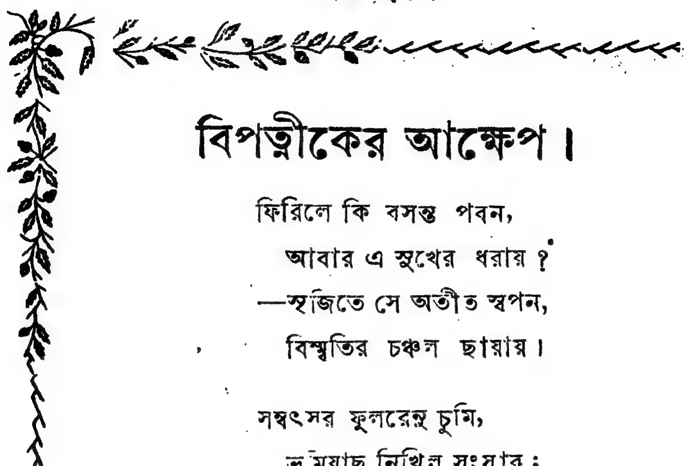
মর্ম্মোচ্ছ্বাস।



হৃদয়ে অশান্তি নিয়ে,
অশ্রুজলে সিক্ত হ'য়ে,
এ সংসার করি দুঃখময় ;
ল'য়ে স্নেহপূর্ণ আঁখি,
মুছাতে যে আসে আঁখি,
সেও হায় ! অশ্রুসিক্ত হয়।

সংসারের নারী নর,
হাসে, কাঁদে, বাঁধে ঘর,
এ সংসারে খেলবার তরে,
স্বীয় রুচি অনুসারে,
সংসারের স্নেহ-ক্রোড়ে,
কেহ হাসে, কেহ কেঁদে মরে

তাহে নাহি ভাবি দুঃখ,
যদি জানি, শোক দুঃখ,
এ অনন্ত-বিলাপের গান,
মরণের আলিঙ্গনে,
এ দেহের ভস্ম সনে,
চিরতরে হবে অবসান।



বিপত্নীকের আক্ষেপ।

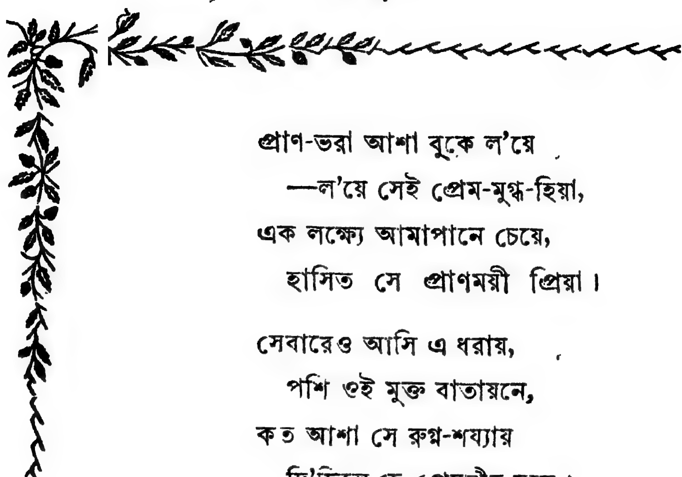
ফিরিলে কি বসন্ত পবন,
আবার এ সুখের ধরায় ?
—সৃজিতে সে অতীত স্বপন,
বিস্মৃতির চঞ্চল ছায়ায়।

সম্বৎসর ফুলরেণু চুমি,
ভ্রমিয়াছ নিখিল সংসার ;
কোথাও কি দেখেছ হে তুমি,
ফুলময়ী প্রিয়ারে আমার।

চুপি চুপি পশি কত গৃহে,
শুনিয়াছ কত মর্ম্ম-ব্যথা,
তব কর্ণে পশিয়াছে কি হে,
আমার সে প্রেয়সীর কথা।

নিশীথের নীলোৎপল সম,
হাস্যময়ী, মৃদু স্নিগ্ধ অতি,
প্রেমনীরে শোভিত যে মম
প্রিয়ার সে মধুর মুরতি।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।



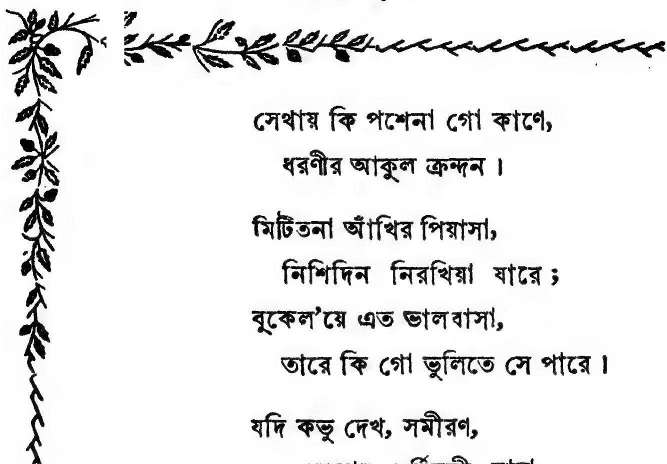
প্রাণ-ভরা আশা বুকে ল'য়ে
—ল'য়ে সেই প্রেম-মুগ্ধ-হিয়া,
এক লক্ষ্যে আমাপানে চেয়ে,
হাসিত সে প্রাণময়ী প্রিয়া।

সেবারেও আসি এ ধরায়,
পশি ওই মুক্ত বাতায়নে,
কত আশা সে রুগ্ন-শয্যায়
দি'ছিলে হে, প্রেয়সীর মনে।

তুমি পুনঃ না আসিতে ফিরে
সুখ-স্বপ্ন ভেঙ্গেছে আমার,
বিয়োগের তপ্ত অশ্রুনীরে,
ভেসে গেছে সুখের আগার।

শরতের মধ্যাহ্নেই হায়,
প্রিয়া তার প্রিয়-বক্ষ হ'তে,
অকস্মাৎ কালের ঝঞ্ঝায়,
ভেসে গেছে অনন্তের স্রোতে

কোথাগেছে আশাময় প্রাণে,
ছিঁড়িয়া এ মমতা বন্ধন;



সেথায় কি পশেনা গো কাণে,
ধরণীর আকুল ক্রন্দন।

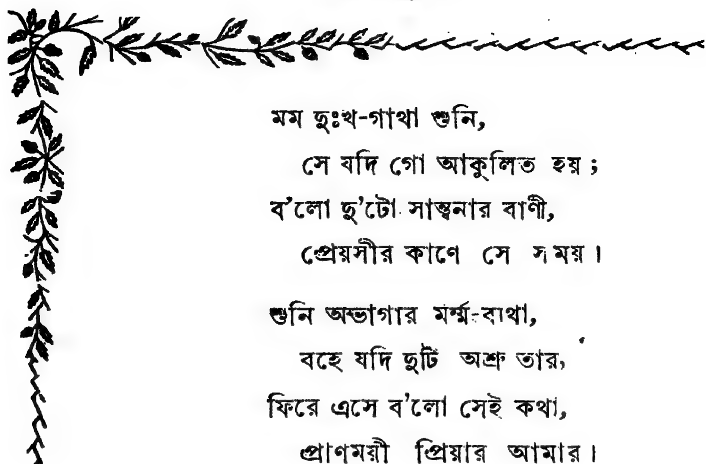
মিটিতনা আঁখির পিয়াসা,
নিশিদিন নিরখিয়া যারে;
বুকেল'য়ে এত ভালবাসা,
তারে কি গো ভুলিতে সে পারে।

যদি কভু দেখ, সমীরণ,
এ সংসারে মূর্ত্তিমতী মায়া,
পর দুঃখে ঢেলেছে জীবন,
সে আঁমার প্রিয়ারই ছায়া।

স্নেহ-প্রেম-ক্ষমা-বিভূষিত,
হৃদয়ের মৃদুল-সুষমা,
নয়নেতে করি উদ্ভাসিত,
হাসিত সে মোহিনী প্রতিমা।

দেখা যদি পাও কভু তার,
সুধায় সে, অভাগার কথা;
ব'লো ব'লো প্রিয়ারে আমার
মর্ম্ম-ভেদি এই আকুলতা।

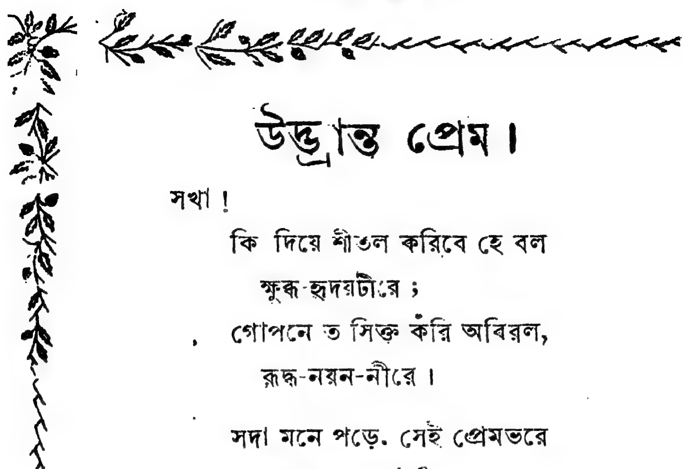
মর্ম্মোচ্ছ্বাস



মম দুঃখ-গাথা শুনি,
সে যদি গো আকুলিত হয় ;
ব'লো দু'টো সান্ত্বনার বাণী,
প্রেয়সীর কাণে সে সময়।

শুনি অভাগার মর্ম্ম-ব্যথা,
বহে যদি দুটি অশ্রু তার,
ফিরে এসে ব'লো সেই কথা,
প্রাণময়ী প্রিয়ার আমার।

বর্ষশেষে ফিরিয়া হেথায়,
তুমিত হে আসিলে আবার ;
একাকিনী রহিল কোথায়
প্রাণময়ী প্রেয়সী আমার।



উদ্ভ্রান্ত প্রেম।

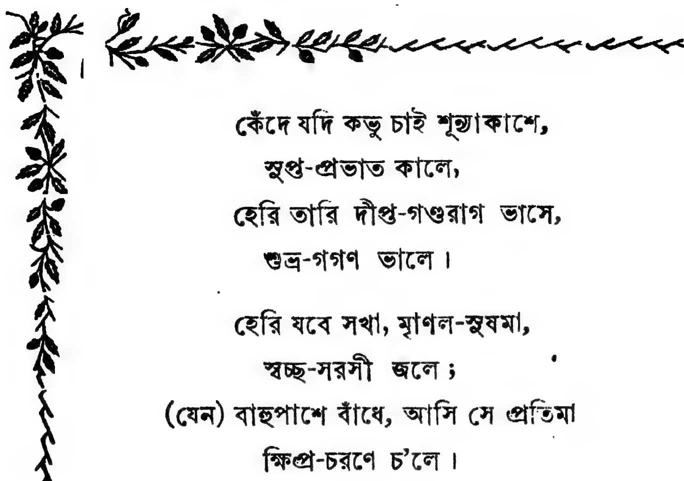
সখা !

কি দিয়ে শীতল করিবে হে বল
    ক্ষুব্ধ-হৃদয়টারে ;
গোপনে ত সিক্ত করি অবিরল,
    রুদ্ধ-নয়ন-নীরে।

সদা মনে পড়ে, সেই প্রেমভরে
    অশ্রু-সজল আঁখি ;
মিটেনি পিয়াস, কখনও যারে
    মুগ্ধ-হৃদয়ে রাখি।

শয়নে, স্বপনে, হেরি যে গো হায় !
    —চঞ্চল-অঞ্চল টানি,
ঢাকি মুখশশী, চকিতে লুকায়,
    সে প্রেম-প্রতিমা খানি।

সদা হেরি সখা, সে চারু আনন,
    প্রেম-পীযূষ মাখা,
—সে মধুর হাসি, নলিন নয়ন,
    সূক্ষ্ম-ভ্রূযুগ আঁকা।



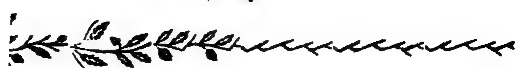
কেঁদে যদি কভু চাই শূন্যাকাশে,
সুপ্ত-প্রভাত কালে,
হেরি তারি দীপ্ত-গণ্ডরাগ ভাসে,
শুভ্র-গগণ ভালে।

হেরি যবে সখা, মৃণাল-সুষমা,
স্বচ্ছ-সরসী জলে ;
(যেন) বাহুপাশে বাঁধে, আসি সে প্রতিমা
ক্ষিপ্র-চরণে চ'লে।

ঝঙ্কারে যখন, মধুর উষায়
কল-কণ্ঠ বিহঙ্গিনী,
শ্রবণে পশিয়া মরমে মিলায়,
তাহারি মধুর ধ্বনি।

বসি যদি কভু ল'য়ে এ পিয়াস,
শান্ত-সন্ধ্যার ছায়,
শুনি গো তাহারি মরম-নিশ্বাস,
স্নিগ্ধ-মৃদুল বায়।

(আমি) আপনার মনে, থেকে সঙ্গোপনে,
বক্ষ-বেদনা বহি,

মুছি অশ্রুধার, কত রসনার
তীব্র-বিদ্রুপ সহি।

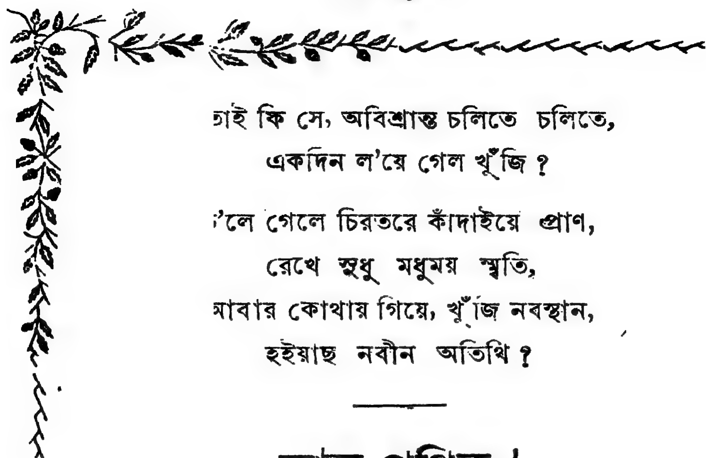
সুধাইতে কেহ এসনা আমারে,
মর্ম্ম-কাহিনী আর;
(আমি) হাসি, কাঁদি, ল'য়ে থাকি একধারে,
দগ্ধ-জীবন-ভার।

অতিথি।

কোথারে মায়ার ছবি, স্মৃতির প্রতিমা,
স্মৃতিপথে এস একবার;
কতদিন সে মধুর মুখ-মাধুরিমা,
দেখে নাই নয়ন আমার।

কোথা হ'তে কোথা যেতে, সুদূর প্রবাসে,
ছিলে এসে দুই চারিদিন;
তাই কিরে ধূলাখেলা খেলে অবশেষে,
দুদিনেই হ'লে উদাসীন?

অনন্তের সঙ্গী তুমি,—আঁধার নিশীথে,
পথ ভুলে এসেছিলে বুঝি;



তাই কি সে, অবিশ্রান্ত চলিতে চলিতে,
একদিন ল'য়ে গেল খুঁজি ?

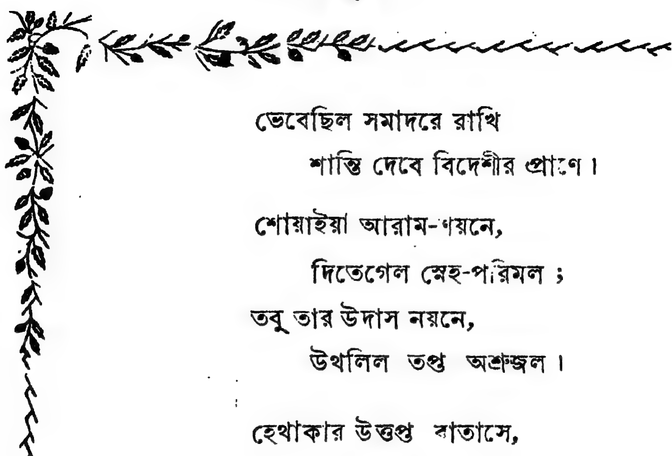
চ'লে গেলে চিরতরে কাঁদাইয়ে প্রাণ,
রেখে সুধু মধুময় স্মৃতি,
আবার কোথায় গিয়ে, খুঁজি নবস্থান,
হইয়াছ নবীন অতিথি ?

ভ্রান্ত পথিক ।

পথভু'লে বিদেশের পান্থ,
এসেছিলে আমাদের ঘরে ;
পথশ্রমে হ'য়ে পরিশ্রান্ত,
বসিতে সে দুদণ্ডের তরে ।

কত যত্নে সেই বিদেশীরে,
পেতে দিনু কুসুম-আসন ;
ক'টি মুগ্ধহিয়া তারে ঘিরে,
স্নেহাঞ্চলে মুছালে আনন ।

কতগুলি সমুৎসুখ আঁখি,
চেয়েছিল সেই মুখ পানে ;



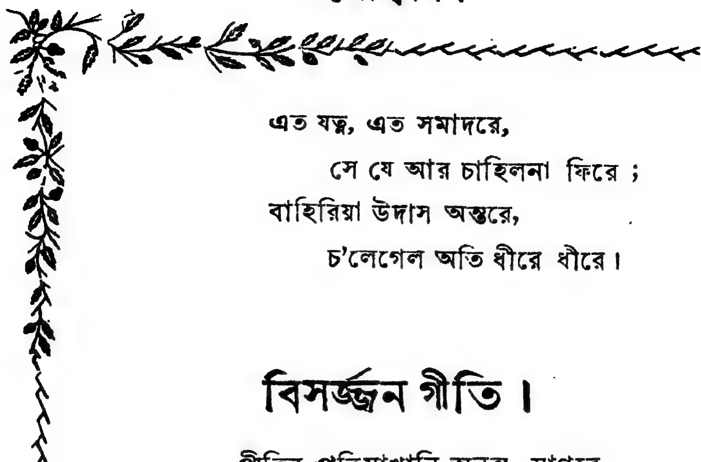
ভেবেছিল সমাদরে রাখি
শান্তি দেবে বিদেশীর প্রাণে।

শোয়াইয়া আরাম-শয়নে,
দিতেগেল স্নেহ-পরিমল;
তবু তার উদাস নয়নে,
উথলিল তপ্ত অশ্রুজল।

হেথাকার উত্তপ্ত বাতাসে,
হইলনা স্নিগ্ধ তার দেহ;
চাহিল সে আকুল নিশ্বাসে,
মর্ম্ম তার বুঝিলনা কেহ।

সুধালেনা একটিও কথা,
মুগ্ধচিত্তে নীরব থাকিয়া,
লুকাইল আপনার ব্যথা,
শূন্যপানে চাহিয়া চাহিয়া।

কোথা হ'তে এসেছিল হেথা,
সুধাইতে পাইনি সময়;
জানাইয়া আপনার কথা,
দেয়নি সে কোন পরিচয়।



এত যত্ন, এত সমাদরে,
সে যে আর চাহিলনা ফিরে ;
বাহিরিয়া উদাস অন্তরে,
চ'লেগেল অতি ধীরে ধীরে।

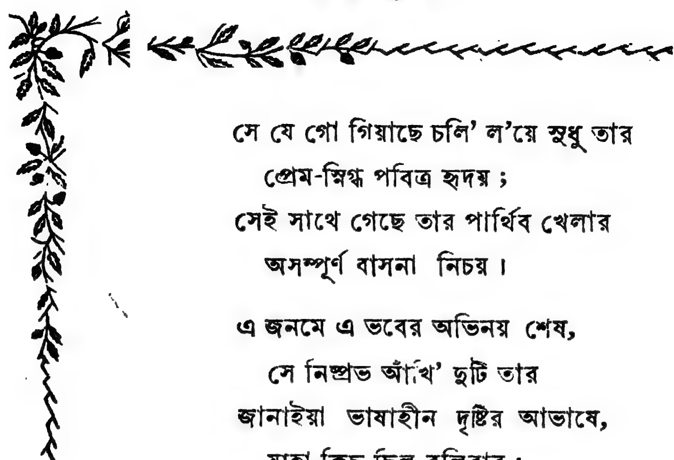
বিসর্জ্জন গীতি।

প্রীতির প্রতিমাখানি অনন্ত সাগরে,
অসময়ে বিসর্জ্জন দিয়ে,
ফিরিয়াছি শূন্য-প্রাণে, চিরদিন তরে,
অশ্রু আর হাহাকার নিয়ে।

তার সেই ম্লান ছবি অন্তিম শয়নে,
তার সেই সকরুণ ভাষ,
সেই তার দীপ্তিহীন কাতর নয়নে,
পরিস্ফূট শত অভিলাষ।

অতীতের স্মৃতিরূপে, রূপান্তর হ'য়ে,
মর্ম্মে মর্ম্মে মি'শে অহরহ,
আজি তার বিয়োগের প্রতিচ্ছায়া ল'য়ে
ভাসিতেছি অশ্রুজল সহ।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।



সে যে গো গিয়াছে চলি' ল'য়ে সুধু তার
প্রেম-স্নিগ্ধ পবিত্র হৃদয় ;
সেই সাথে গেছে তার পার্থিব খেলার
অসম্পূর্ণ বাসনা নিচয়।

এ জনমে এ ভবের অভিনয় শেষ,
সে নিষ্প্রভ আঁখি' দুটি তার
জানাইয়া ভাষাহীন দৃষ্টির আভাষে,
যাহা কিছু ছিল বলিবার ;

পার্থিব-জীবন-পথে যে জন তাহার,
হ'য়েছিল চির সহচর ;
তারি হাতে হাত রাখি ত্যজিল সংসার,
মরণেও করিয়া নির্ভর।

অসীম বিশ্বাসে বাঁধা,—ছিল সে হৃদয়,
চিরদিন পতির প্রণয়ে ;
তাই সে চলিয়াগেছে, বিদায় সময়
পতি করে সঁপিয়া তনয়ে।

কত স্নেহ ভালবাসা সে ক্ষুদ্র হৃদয়ে,
ছিল তার সযত্ন-সঞ্চিত ;

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।





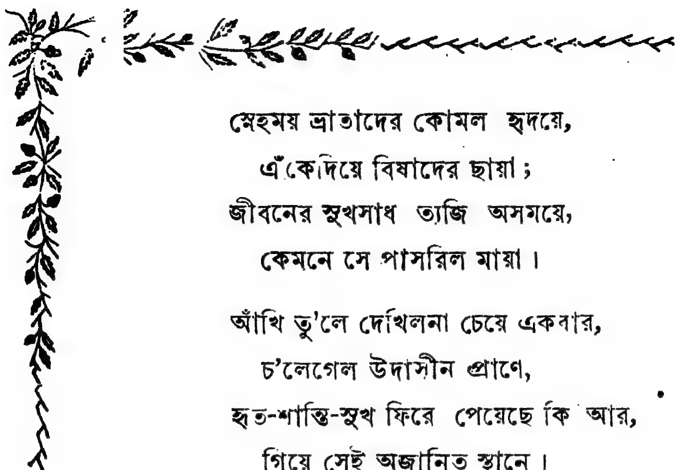
কার শাপে প্রিয় পতি প্রাণের তনয়ে,
চিরতরে হইয়ে বঞ্চিত,

নিতান্তই অনিচ্ছায় অশ্রুসিক্ত হ'য়ে,
গেল কোন অজানিত পথে;
কে তাহারে স্নেহ ভরে পথ দেখাইয়ে,
চিরতরে ল'য়ে গেল সাথে।

স্নেহময়ী জননীর স্নেহ-বক্ষ হ'তে,
সে রত্ন কে করিল হরণ,
সে স্নেহময়ীর আর কেবা এ জগতে,
তার স্থান করিবে পূরণ।

কার্য্যক্ষেত্র হ'তে শীঘ্র অবসর হ'য়ে,
জনকের আশাছিল মনে,
অবশিষ্ট দিন গুলি আমাদের ল'য়ে,
কাটাবেন সুখসম্মিলনে।

তাঁর সেই সুপ্ত আশা, থাকি মনে মনে,
মনেতেই হ'ল অবসান;
অকালে সে আশালক্ষ্মী সে দিনের সনে,
চিরতরে হ'ল অন্তর্দ্ধ্যান।



স্নেহময় ভ্রাতাদের কোমল হৃদয়ে,
এঁকে দিয়ে বিষাদের ছায়া ;
জীবনের সুখসাধ ত্যজি অসময়ে,
কেমনে সে পাসরিল মায়া।

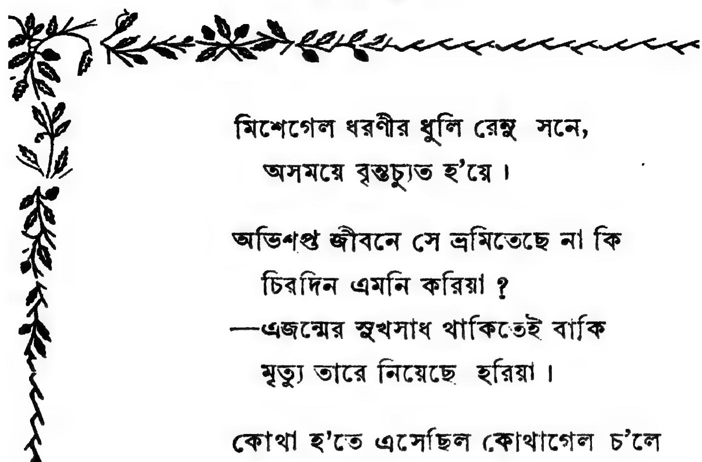
আঁখি তু'লে দেখিলনা চেয়ে একবার,
চ'লেগেল উদাসীন প্রাণে,
হৃত-শান্তি-সুখ ফিরে পেয়েছে কি আর,
গিয়ে সেই অজানিত স্থানে।

কোথাগেছে, কোন্ দেশে কত দূর পথে,
বুকে ল'য়ে অসীম পিয়াস,
সেথায় কি যায় না গো মিশি বায়ু সাথে,
হেথাকার কাতর নিশ্বাস।

পুষ্পিত সাধের কুঞ্জ, স্নিগ্ধ পরিমলে,
পরিপূর্ণ ছিল নিশিদিন,
কে জানিত সে সুষমা নয়নের জলে,
অসময়ে হইবে বিলীন।

স্বর্গচ্যুত সে প্রসূন, সংসার-কাননে
ফুটেছিল স্বর্গশোভা ল'য়ে,

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।



মিশেগেল ধরণীর ধুলি রেণু সনে,
অসময়ে বৃন্তচ্যুত হ'য়ে।

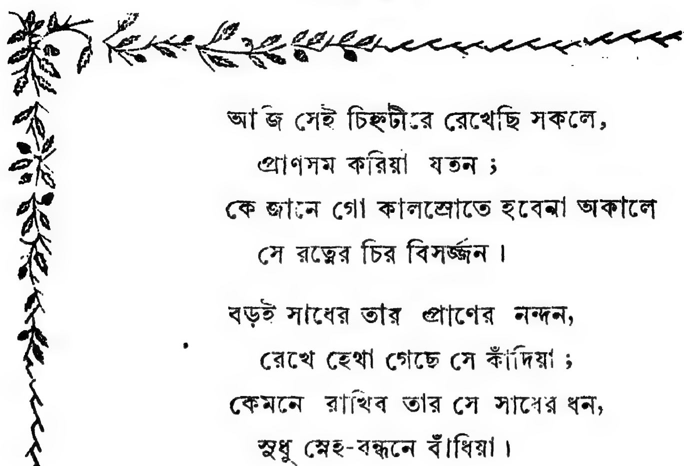
অভিশপ্ত জীবনে সে ভ্রমিতেছে না কি
চিরদিন এমনি করিয়া ?
—এজন্মের সুখসাধ থাকিতেই বাকি
মৃত্যু তারে নিয়েছে হরিয়া।

কোথা হ'তে এসেছিল কোথাগেল চ'লে
পথহারা সেই বিদেশিনী ;
কেবা তারে ডেকেনিল কিছুইনা ব'লে,
চ'লে সে যে গেল একাকিনী।

দুদিনের তরে আসি বেঁধেছিল বাসা,
খেলিতে সে বিদেশের খেলা ;
না জাগিতে হৃদয়ের শত সুপ্ত আশা,
অস্ত হ'ল জীবনের বেলা।

পার্থিব খেলার তার, শেষ নিদর্শন,
যেটুকু সে গেছে হেথা রেখে ;
ভবের স্বজন তার, মুছিবে নয়ন,
সেই ক্ষুদ্র চিহ্নটুকু দেখে।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস



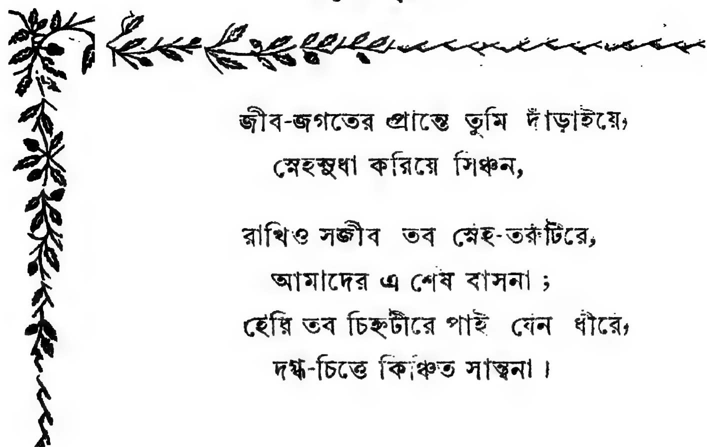
আজি সেই চিহ্নটীরে রেখেছি সকলে,
প্রাণসম করিয়া যতন ;
কে জানে গো কালস্রোতে হবেনা অকালে
সে রত্নের চির বিসর্জ্জন ।

বড়ই সাধের তার প্রাণের নন্দন,
রেখে হেথা গেছে সে কাঁদিয়া ;
কেমনে রাখিব তার সে সাধের ধন,
সুধু স্নেহ-বন্ধনে বাঁধিয়া ।

বোঝেনা অবোধ শিশু আপনার দশা,
কি যে ক্ষতি হয়েছে জীবনে ;
শৈশব-বসন্তে আসি অনন্ত-বরষা,
ঢেকেছে সে জীবন-কিরণে ।

পবিত্র অমৃত-উৎস জনমের মত,
অভাগার গেছে শুকাইয়ে ;
মিটাবে কি সুধাতৃষা হয়ে মর্ম্মাহত
ভবিষ্যতে বিষবারি দিয়ে ?

ভগ্নি ! বিষাক্ত-বাতাসে সেই প্রীতিফুল্ল হিয়া,
জর্জ্জরিত হইলে কখন,



জীব-জগতের প্রান্তে তুমি দাঁড়াইয়ে,
স্নেহসুধা করিয়ে সিঞ্চন,

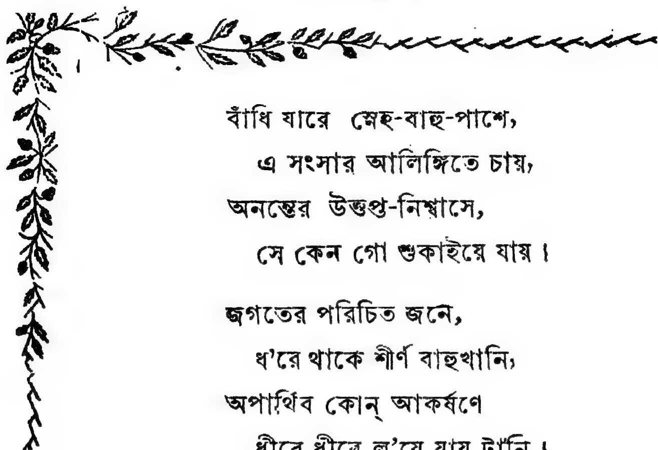
রাখিও সজীব তব স্নেহ-তরুটিরে,
আমাদের এ শেষ বাসনা ;
হেরি তব চিহ্নটীরে পাই যেন ধীরে,
দগ্ধ-চিত্তে কিঞ্চিত সান্ত্বনা।

নিষ্ফল যাত্রা। (১)

হাসিবার উপাদান যার,
এ সংসারে সুদুর্ল্লভ নয়,
এ ধরার সুখ-স্বপ্ন তার,
ভেঙ্গে যায় কেন অসময় ?

জীবনের বসন্ত-ঊষায়,
প্রাবৃটের ঘন-ঘোরা নিশি,
অকস্মাৎ আসে কেন হায়,
মরণের অন্ধকারে মিশি।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস

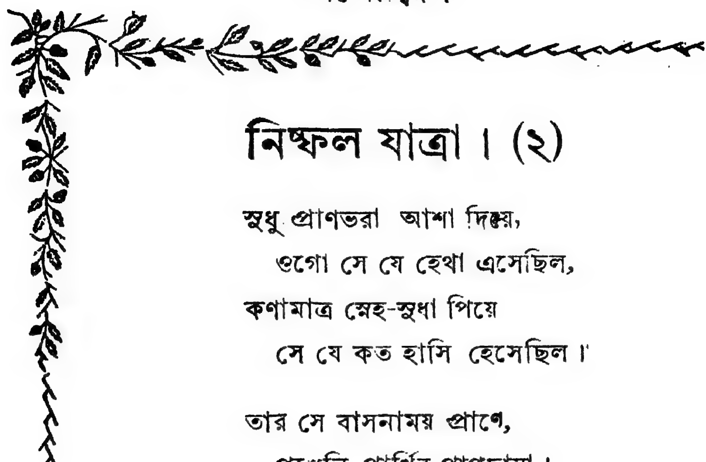


বাঁধি যারে স্নেহ-বাহু-পাশে,
এ সংসার আলিঙ্গিতে চায়,
অনন্তের উত্তপ্ত-নিশ্বাসে,
সে কেন গো শুকাইয়ে যায়।

জগতের পরিচিত জনে,
ধ'রে থাকে শীর্ণ বাহুখানি,
অপার্থিব কোন্ আকর্ষণে
ধীরে ধীরে ল'য়ে যায় টানি।

শোভে যে গো সৌন্দর্য্য-ছায়ায়,
সুকোমল ব্রততীর মত,
কে করে গো, ছিঁড়িয়ে তাহায়,
শ্মশানের ভস্মে পরিনত।

সবে স্নিগ্ধ করিত যে একা,
আপনার প্রীতি-পরিমলে,
ধূলি-লিপ্ত-পদ-চিহ্ন-রেখা
মুছিয়ে সে গেছে আঁখি জলে



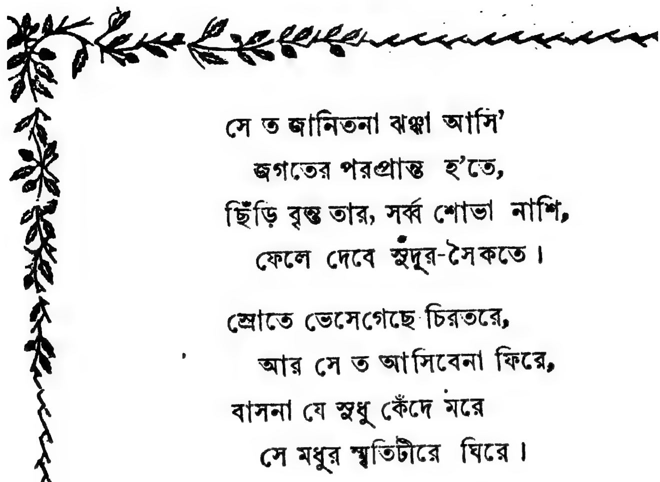
নিষ্ফল যাত্রা। (২)

সুধু প্রাণভরা আশা দিয়ে,
ওগো সে যে হেথা এসেছিল,
কণামাত্র স্নেহ-সুধা পিয়ে
সে যে কত হাসি হেসেছিল।

তার সে বাসনাময় প্রাণে,
পশেনি পার্থিব পাপছায়া।
আঁখি তু'লে চেয়ে কারো পানে,
চাহেনি সে কভু স্নেহ মায়া।

অৰ্দ্ধস্ফুট কলিটীর প্রায়,
সে যে সদা দুলিত অনিলে,
সিক্ত কেহ করেনিক তায়,
ধরণীর পঙ্কিল-সলিলে।

ডেকেগেল বুঝি দূর হ'তে
কে, অদৃশ্য কটাক্ষ নিক্ষেপে,
তাই কেঁদে গেল কোন পথে
সে, চঞ্চল চরণ বিক্ষেপে।



সে ত জানিতনা ঝঞ্ঝা আসি'
জগতের পরপ্রান্ত হ'তে,
ছিঁড়ি বৃন্ত তার, সর্ব্ব শোভা নাশি,
ফেলে দেবে সুঁদুর-সৈকতে।

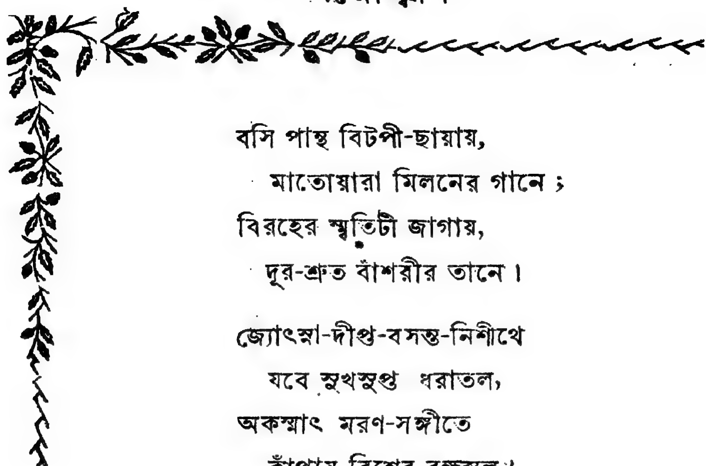
স্রোতে ভেসেগেছে চিরতরে,
আর সে ত আসিবেনা ফিরে,
বাসনা যে সুধু কেঁদে মরে
সে মধুর স্মৃতিটীরে ঘিরে।

নিষ্ফল যাত্রা। (৩)

সুধু কেঁদে যদি যেতে হয়,
ওগো মিছে কেন আসা তবে
মিশিতে এ চির সুখময়,
জগতের আনন্দ-উৎসবে ?

পশিতে সে মিলন-মন্দিরে,
দ্বারপথে শ্রান্ত পদ রাখি ;
অবসাদে সেথা ধীরে, ধীরে ;
মু'দে আসে নিদ্রালস আঁখি।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস



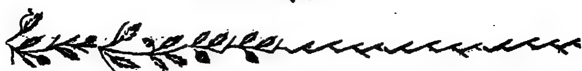
বসি পান্থ বিটপী-ছায়ায়,
মাতোয়ারা মিলনের গানে ;
বিরহের স্মৃতিটী জাগায়,
দূর-শ্রুত বাঁশরীর তানে।

জ্যোৎস্না-দীপ্ত-বসন্ত-নিশীথে
যবে সুখসুপ্ত ধরাতল,
অকস্মাৎ মরণ-সঙ্গীতে
কাঁপায় বিশ্বের বক্ষস্থল।

মধ্যাহ্নেই বিদায়ের সাজে,
রয়েছে যে পথপানে চেয়ে ;
সে কেন গো চির-সুপ্তিমাঝে,
ঘুমায় না মৃত্যুছায়া পেয়ে ?

তৃষাকুল অবসন্ন চিত,
পূর্ণহ্রদ স্বচ্ছ-নীল-নীরে,
—পিয়ে লবনাম্বু, জর্জ্জরিত
কণ্ঠে হায় যেতে হ'ল ফিরে।





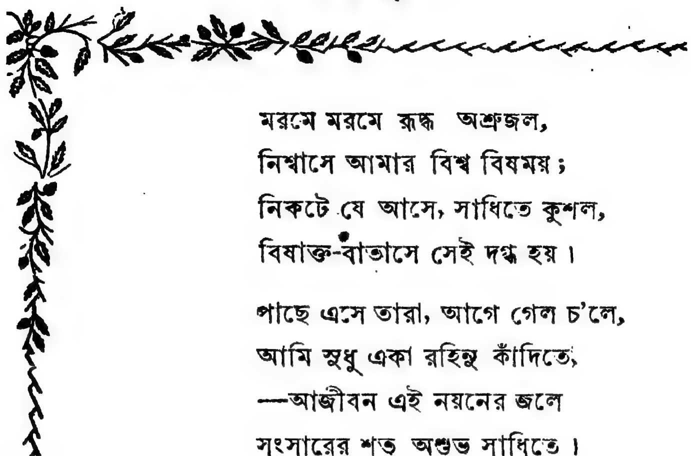
তারা ও আমি।

আমি, শুষ্কতরু প্রায় সংসার কাননে,
দাঁড়াইয়ে আছি অমঙ্গল সহ,
মোরে, একেলাটী পেয়ে হৃদয়-শ্মশানে,
স্মৃতি-পিশাচিনী খেলে অহরহ।

কভু, কার পানে চাহিনাত আঁখি তুলি'
একাকিনী থাকি মরমে মরিয়া ;
মোর, আশে পাশে হ'তে ফোটাফুল গুলি,
কাল-রবি-করে যেতেছে ঝরিয়া।

এসেছিল যারা হাসিতে, খেলিতে,
মাতা বসুধার আনন্দ-উৎসবে।
খেলা আরম্ভিয়ে,—সাধ না মিটিতে
একে, একে, তারা চ'লে গেল সবে

তারা, পূর্ণ জ্যোৎস্নাময়ী জীবন লইয়া
খেলিতে পেলেনা ধরার উৎসঙ্গে,
আমি, চির অন্ধকার জীবন বহিয়া
ভ্রমিতেছি ক্রূর অদৃষ্টের সঙ্গে।



মরমে মরমে রুদ্ধ অশ্রুজল,
নিশ্বাসে আমার বিশ্ব বিষময় ;
নিকটে যে আসে, সাধিতে কুশল,
বিষাক্ত-বাতাসে সেই দগ্ধ হয় ।

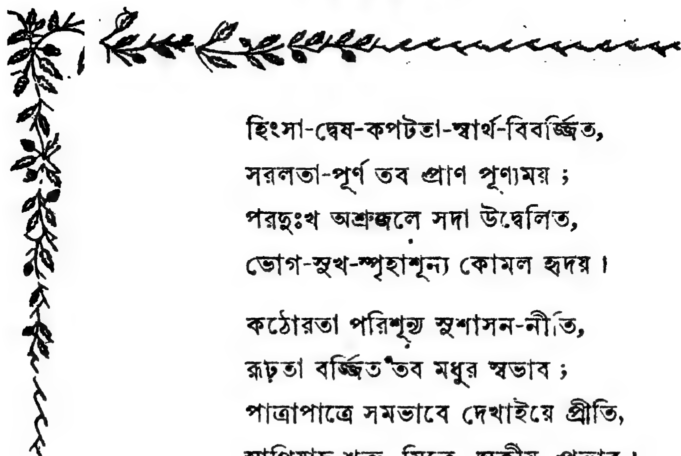
পাছে এসে তারা, আগে গেল চ'লে,
আমি স্বধু একা রহিনু কাঁদিতে,
—আজীবন এই নয়নের জলে
সংসারের শত অশুভ সাধিতে ।

পিতা ।

পিতঃ ! অসীম জ্ঞানের খনি হৃদয় তোমার,
মমতায় পরিপূর্ণ, দয়ায় অতুল,
খুলিয়া সে সুধাময় স্নেহের আগার,
যতনে রেখেছ ক'টী স্নেহের মুকুল ।

বৃথা-অভিমান-শূন্য, ক্ষমা-বিভূষিত,
চির-প্রেম-ময় ওই হৃদয় লইয়া,
শতঘাত প্রতিঘাতে নির্ব্বিকার-চিত ;
এ সংসারে আসিয়াছ দেবতা হইয়া ।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।



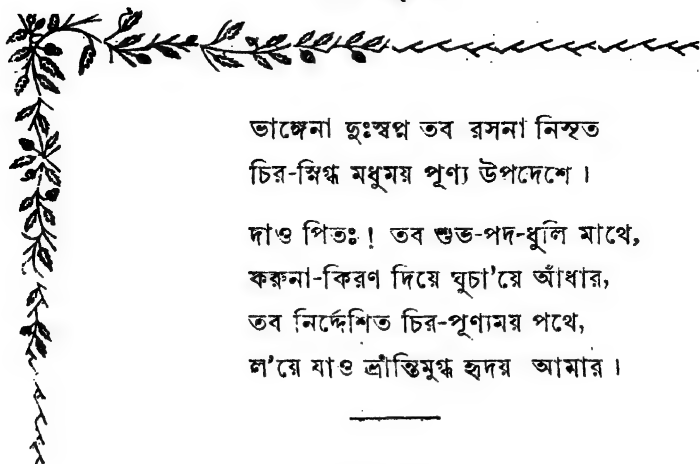
হিংসা-দ্বেষ-কপটতা-স্বার্থ-বিবর্জ্জিত,
সরলতা-পূর্ণ তব প্রাণ পূণ্যময় ;
পরদুঃখ অশ্রুজলে সদা উদ্বেলিত,
ভোগ-সুখ-স্পৃহাশূন্য কোমল হৃদয়।

কঠোরতা পরিশূন্য সুশাসন-নীতি,
রূঢ়তা বর্জ্জিত তব মধুর স্বভাব ;
পাত্রাপাত্রে সমভাবে দেখাইয়ে প্রীতি,
স্থাপিয়াছ শত্রু, মিত্রে, স্বকীয় প্রভাব।

সর্ব্বত্র-গামিনী-সুক্ষ্ম-বুদ্ধি-বিভাসিত
হাস্য-রেখা-বিমণ্ডিত প্রশান্ত নয়নে,
শত বিশৃঙ্খলা করি' ইঙ্গিতে সংযত,
সংসারে অক্ষুণ্ণ শান্তি রেখেছ যতনে।

তোমারি দুহিতা হ'য়ে তব পদছায়,
আশৈশব হ'তে পিতঃ! হইয়া পালিত,
তোমার ও জ্ঞান-গর্ভ পবিত্র শিক্ষায়,
করিতে না পারিলাম হৃদয় গঠিত।

ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ ভারে সদা বিচলিত,
কাতর উদ্ভ্রান্ত চিত কাঁদে দীনবেশে,



ভাঙ্গেনা দুঃস্বপ্ন তব রসনা নিসৃত
চির-স্নিগ্ধ মধুময় পূণ্য উপদেশে।

দাও পিতঃ! তব শুভ-পদ-ধূলি মাথে,
করুনা-কিরণ দিয়ে ঘুচা'য়ে আঁধার,
তব নির্দ্দেশিত চির-পূণ্যময় পথে,
ল'য়ে যাও ভ্রান্তিমুগ্ধ হৃদয় আমার।

মাতা।

নমি মাগো চরণে তোমার।
আমার কুশল তরে,
বিভুপদে ভক্তিভরে,
পুষ্পাঞ্জলী দেয় কে মা আর?

দশমাস দুঃখ বহি'
অপার যাতনা সহি,
করুণার প্রতিকৃতি হ'য়ে,
নিয়ে এসে এ ধরায়
বাঁচাইল কে আমায়
করুণা-পীযূষ বক্ষে ল'য়ে?

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।

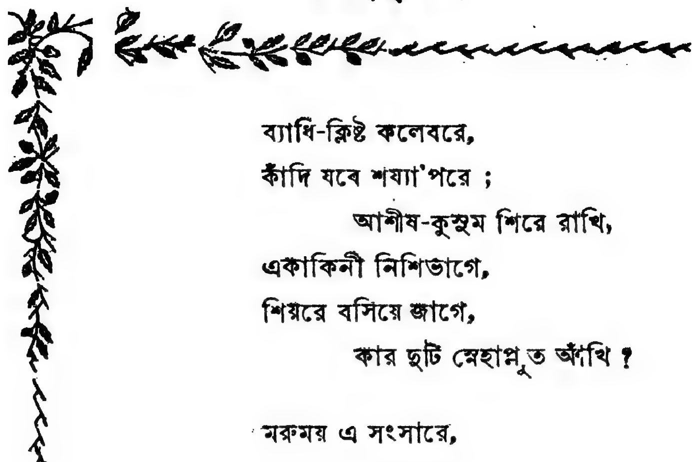


অজ্ঞানে শৈশব-কালে,
কার স্নেহ-অন্তরালে,
খেলিয়াছি সুখময় খেলা ?
আমার সুখের তরে,
কেবা আর এ সংসারে,
নিজ সুখে করিয়াছে হেলা ?

সুধাস্বরে ডেকে নিয়ে,
নিকটে কে বসাইয়ে,
স্নেহাঞ্চলে মুছা'য়ে আনন,
কৈশরে সুশিক্ষা দিতে,
পাপ পূণ্য বুঝাইতে,
নিশিদিন করেছে যতন ?

সংসারের ঝঞ্ঝাবায়,
এ হৃদয় যবে হায়,
অবসাদে পড়ে গো লুটি'য়ে,
ল'য়ে স্নেহপূর্ণ হিয়া,
স্নেহ-বাহু প্রসারিয়া,
সে সময় কে আসে ছুটিয়ে ?

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।

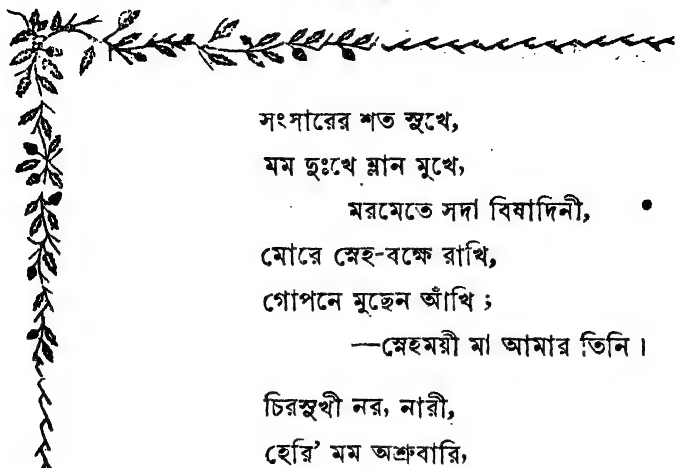


ব্যাধি-ক্লিষ্ট কলেবরে,
কাঁদি যবে শয্যা'পরে ;
আশীষ-কুসুম শিরে রাখি,
একাকিনী নিশিভাগে,
শিয়রে বসিয়ে জাগে,
কার দুটি স্নেহাপ্লুত আঁখি ?

মরুময় এ সংসারে,
নিরাশার হাহাকারে,
চরাচর হেরিলে আঁধার,
কার পূতঃ স্নেহালোকে
সে দারুণ দুঃখে শোকে
বিশ্বশোভা নিরখি আবার ?

মরমের বেদনায়,
একাকিনী নিরালায়,
আঁখিজলে যাই যবে ভেসে,
স্নেহে আঁখি ছল ছল,
মুছা'তে সে আঁখিজল,
কেবা আর আসে ভালবেসে ?

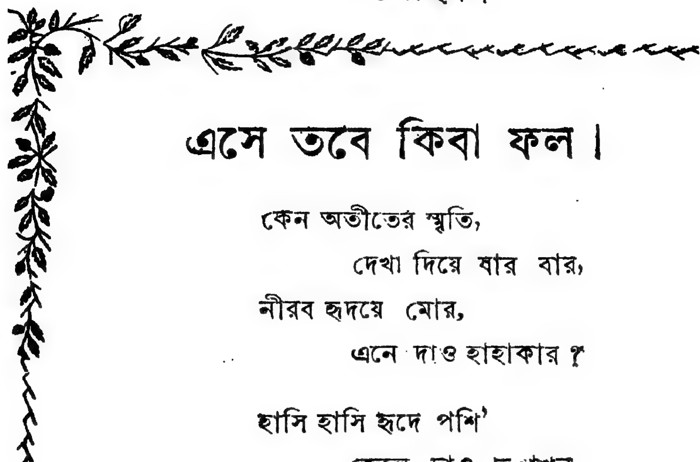
মর্ম্মোচ্ছ্বাস।



সংসারের শত সুখে,
মম দুঃখে ম্লান মুখে,
মরমেতে সদা বিষাদিনী,
মোরে স্নেহ-বক্ষে রাখি,
গোপনে মুছেন আঁখি ;
—স্নেহময়ী মা আমার তিনি।

চিরসুখী নর, নারী,
হেরি' মম অশ্রুবারি,
উপেক্ষিয়ে যায় যদি হেসে,
করুণা-বিহ্বল চক্ষে,
চির-নিরাপদ-বক্ষে,
তুলে নেন মা আমার এসে।

থাকে যেন এজীবনে,
চিরমতি ও চরণে,
তব এ দুঃখিনী তনয়ার,
অন্তিমেও তব পাছে,
ডেকেনিও তোমা কাছে,
স্নেহময়ী জননী আমার!



এসে তবে কিবা ফল।

কেন অতীতের স্মৃতি,
দেখা দিয়ে যার বার,
নীরব হৃদয়ে মোর,
এনে দাও হাহাকার?

হাসি হাসি হৃদে পশি'
জ্বেলে দাও হুতাশন,
একিগো নিঠুর খেলা,
একি খল আচরণ?

গত জীবনের যত,
সুখ, দুঃখ প্রহেলিকা,
সকলি তোমাতে, স্মৃতি,
আছে যেন আঁকা আঁকা

শৈশবের চিন্তাশূন্য
শান্তি-সুখ নিরমল,
যৌবনে হৃদয়ে সেই,
বাসনার হলাহল,

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।

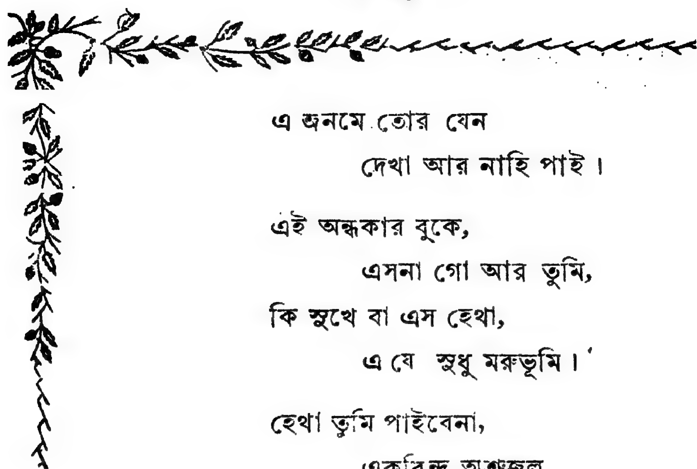
অতৃপ্তি-অনল বুকে,
চারিদিকে ভস্মরাশি,
আশার আশ্বাসে সেই,
অশ্রুমাখা ম্লান হাসি,

তোমাতে চিত্রিত সব,
সুখ-দুঃখ-ছায়া-ছবি ;
ডুবাও অতলে উহা,
দুঃস্বপন অনুভবি।

এননা হৃদয়ে
গত জীবনের গাথা,
হেরি সেই দুঃখচিত্র
মর্ম্মে বড় পাই ব্যথা।

ভুলেছিত সংসারের,
শোক দুঃখ নিরাশ্বাস;
এ শূন্য-হৃদয়ে আর
নাই কোন অভিলাষ।

এ জীবনে তোর কাছে,
এই ভিক্ষা আমি চাই,



এ জনমে তোর যেন
দেখা আর নাহি পাই।

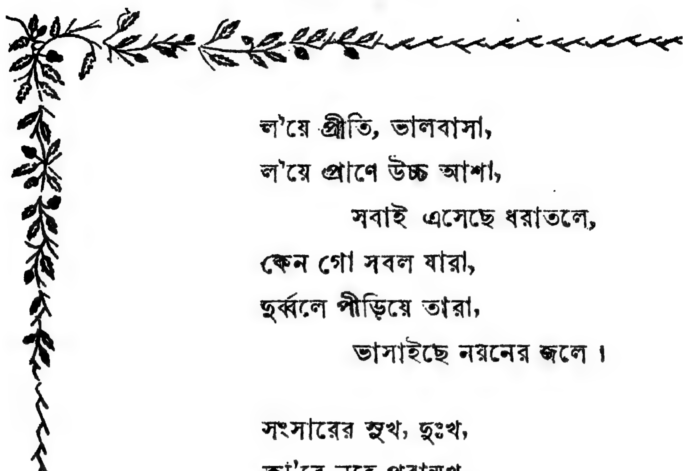
এই অন্ধকার বুকে,
এসনা গো আর তুমি,
কি সুখে বা এস হেথা,
এ যে সুধু মরুভূমি।

হেথা তুমি পাইবেনা,
একবিন্দু অশ্রুজল,
এ মরু-হৃদয়ে, স্মৃতি,
এসে তবে কিবা ফল ?

কেন মিছে দুদিনের তরে।

কেন মিছে দুদিনের তরে,
এ কলহ-কোলাহল,
নিরন্তর উচ্চরোল
ধ্বনিতেছে প্রতি ঘরে ঘরে।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস

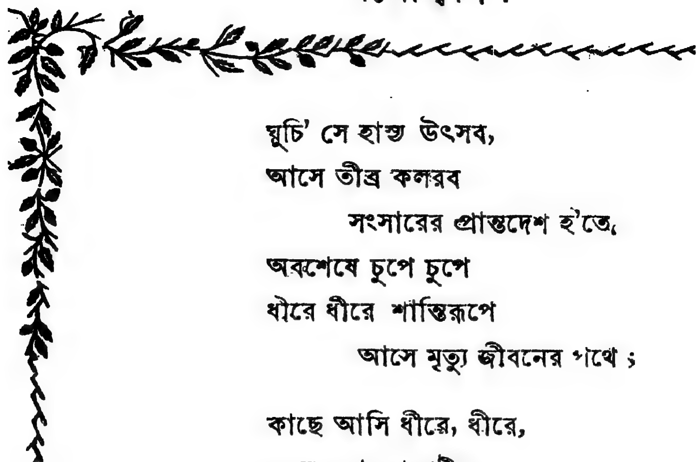


ল'য়ে প্রীতি, ভালবাসা,
ল'য়ে প্রাণে উচ্চ আশা,
সবাই এসেছে ধরাতলে,
কেন গো সবল যারা,
দুর্ব্বলে পীড়িয়ে তারা,
ভাসাইছে নয়নের জলে।

সংসারের সুখ, দুঃখ,
কা'রে নহে পরান্মুখ,
চিরকাল সমভাবে আছে,
কালের তরঙ্গে ভেসে,
এক যায় আর আসে,
মোহাচ্ছন্ন মানবের কাছে,

এ বিপুল ধরাতলে,
মানবের কোলাহলে,
ধ্বনিতেছে তীব্র হাহাকার,
পদে পদে ঘটে ভ্রান্তি,
জীবনের সুখ শান্তি
চ'লেগিয়ে, আসে অন্ধকার।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।

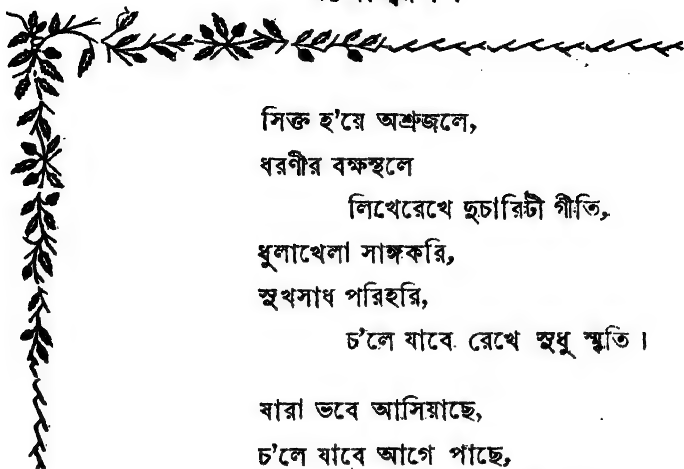


ঘুচি' সে হাস্য উৎসব,
আসে তীব্র কলরব
সংসারের প্রান্তদেশ হ'তে,
অবশেষে চুপে চুপে
ধীরে ধীরে শান্তিরূপে
আসে মৃত্যু জীবনের পথে ;

কাছে আসি ধীরে, ধীরে,
ক্রমে সুপ্ত আত্মাটীরে,
করে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন।
বাহিরিয়ে অলক্ষ্যেতে,
ভেসে যায় কালস্রোতে,
কে, কোথায়, হইয়ে বিভিন্ন।

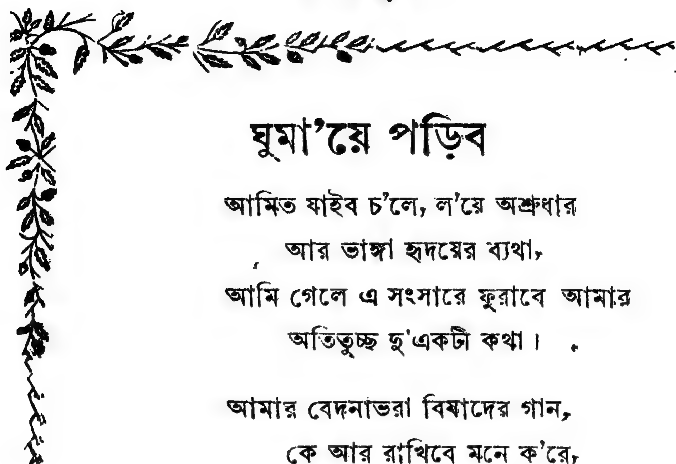
স্মৃত্যুর তিমির সাঁঝে,
ধুলিম্লান ধরা মাঝে,
লুটাইয়ে সুকোমলদেহ,
ভাবনা ভ্রূকুটী হীন,
মহাশূন্যে হবে লীন,
ফিরাইতে পারিবেনা কেহ।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।



সিক্ত হ'য়ে অশ্রুজলে,
ধরণীর বক্ষস্থলে
লিখেরেখে দুচারিটী গীতি,
ধুলাখেলা সাঙ্গকরি,
সুখসাধ পরিহরি,
চ'লে যাবে রেখে সুধু স্মৃতি।

যারা ভবে আসিয়াছে,
চ'লে যাবে আগে পাছে,
জীবনের খেলা সাঙ্গ ক'রে,
এ কলুহ-কোলাহল,
এ বিষাদ, অশ্রুজল,
কেন মিছে দুদিনের তরে?



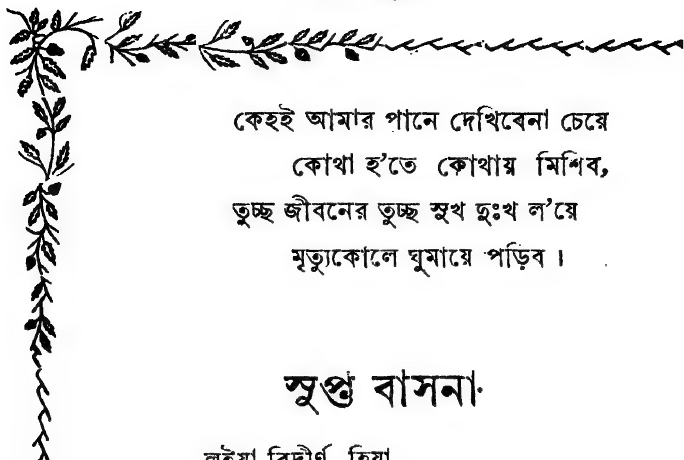
ঘুমা'য়ে পড়িব

আমিত যাইব চ'লে, ল'য়ে অশ্রুধার
আর ভাঙ্গা হৃদয়ের ব্যথা,
আমি গেলে এ সংসারে ফুরাবে আমার
অতিতুচ্ছ দু'একটী কথা।

আমার বেদনাভরা বিষাদের গান,
কে আর রাখিবে মনে ক'রে,
একবিন্দু অশ্রুজল কে করিবে দান,
শ্মশানের চিতা-ভস্ম পরে।

জলে, জলবিম্ব উঠে, জলে মিশেযায়,
কেবা তাহা চে'য়ে দেখে ফিরে
কত উর্ম্মি ভাঙ্গে, গড়ে, কেবা গণে তায়,
দাঁড়াইয়ে জলধির তীরে।

আমিও তেমনি সৃষ্টি-সমুদ্রের
ক্ষুদ্রতম বুদ্বুদের প্রায়,
মিশিব কালেরনীরে; এ দীন ক্ষুদ্রের
অবসান কে জানিবে হায়!



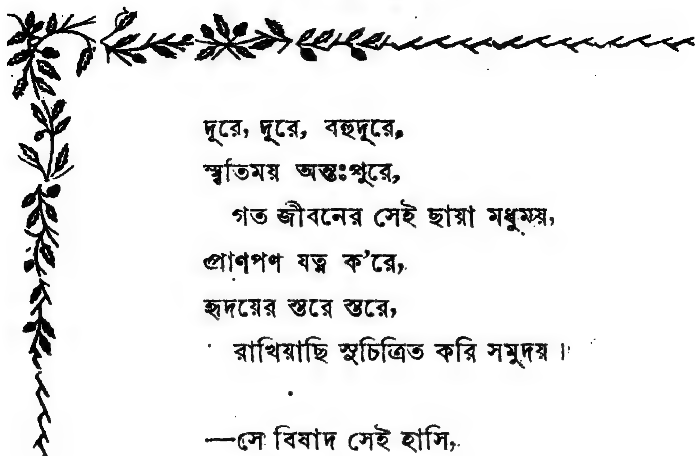
কেহই আমার পানে দেখিবেনা চেয়ে
কোথা হ'তে কোথায় মিশিব,
তুচ্ছ জীবনের তুচ্ছ সুখ দুঃখ ল'য়ে
মৃত্যুকোলে ঘুমায়ে পড়িব।

সুপ্ত বাসনা

লইয়া বিদীর্ণ হিয়া,
আশা-দীপ নিভাইয়া,
আঁধার ভবিষ্য পথে যত দ্রুত ধাই,
মর্ম্মব্যথা মর্ম্মেরাখি,
মেলি দুটী ক্লান্ত আঁখি,
অতীত জীবন পানে ফিরে, ফিরে, চাই

চিরস্নিগ্ধ হাস্যোজ্জ্বল,
রৌদ্র-দীপ্ত সুনির্ম্মল
সে মধুর দিনগুলি আশার কিরণে,
তাপতপ্ত প্রাণ মন,
হাসাইত অনুক্ষণ
এ দুর্ভাগ্য পথিকের অতীত জীবনে।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।

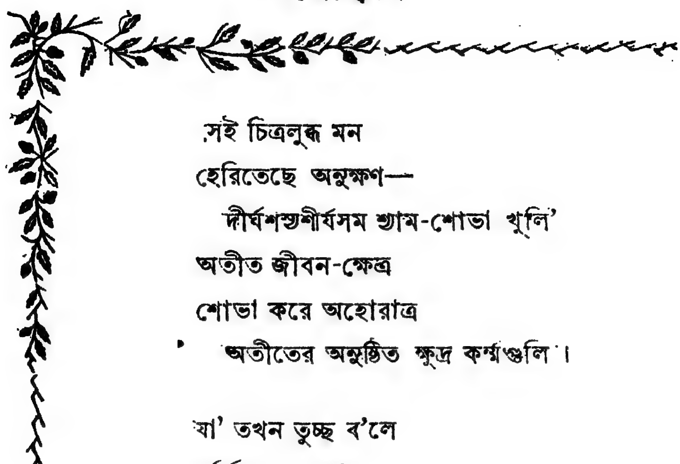


দূরে, দূরে, বহুদূরে,
স্মৃতিময় অন্তঃপুরে,
গত জীবনের সেই ছায়া মধুময়,
প্রাণপণ যত্ন ক'রে,
হৃদয়ের স্তরে স্তরে,
রাখিয়াছি সুচিত্রিত করি সমুদয়।

—সে বিষাদ সেই হাসি,
সুখে দুঃখে মেশা মিশি,
সেই ভাঙ্গা বাঁশরীর বিদায়ের স্বর,
সে আনন্দ কোলাহল
সে আঁখির অশ্রুজল,
ফেলিয়া এসেছি যাহা আজি বহুদূর;

—হাসি অশ্রু সমাবেশে,
বিহুরিয়ে দুঃখ, ক্লেশে,
সে মাধুর্য্যে রাখিত এ জীবন সরস,
উজলিয়ে দশদিশি,
বিশ্বপ্রেমে যেত মিশি
কর্ম্মময় জীবনের প্রত্যেক দিবস।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস

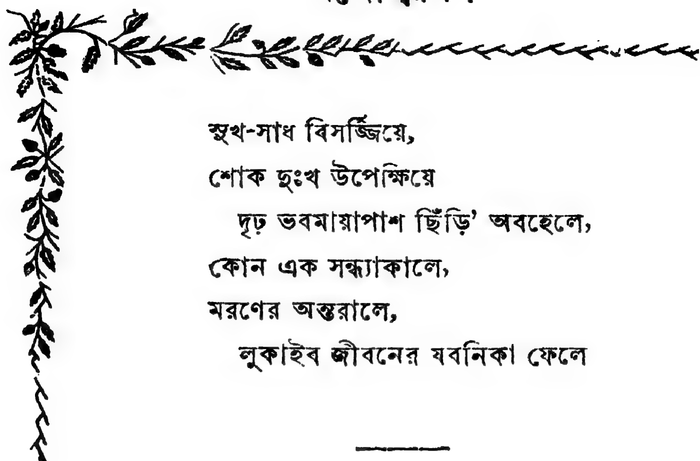


সেই চিত্রলুব্ধ মন
হেরিতেছে অনুক্ষণ—
দীর্ঘশস্যশীর্ষসম শ্যাম-শোভা খুলি'
অতীত জীবন-ক্ষেত্র
শোভা করে অহোরাত্র
অতীতের অনুষ্ঠিত ক্ষুদ্র কর্ম্মগুলি।

যা' তখন তুচ্ছ ব'লে
দর্পিত চরণ তলে,
অনায়াসে গর্ব্বভরে গিয়াছি দলিয়া,
মর্ম্মে মর্ম্মে হানি লাজ,
সেই নির্ম্মমতা আজ,
কে যেন গো, শ্রুতিপথে যেতেছে বলিয়া।

মনে করি কতবার,
দেখিবনা চেয়ে আর,
বিস্মৃতির স্বপ্নময় আবরণ তুলি'
অবসাদক্লিষ্ট প্রাণে,
এবিশ্বের প্রেমগানে,
ভূত, ভাবী, বর্ত্তমান থাকি সব ভুলি।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।

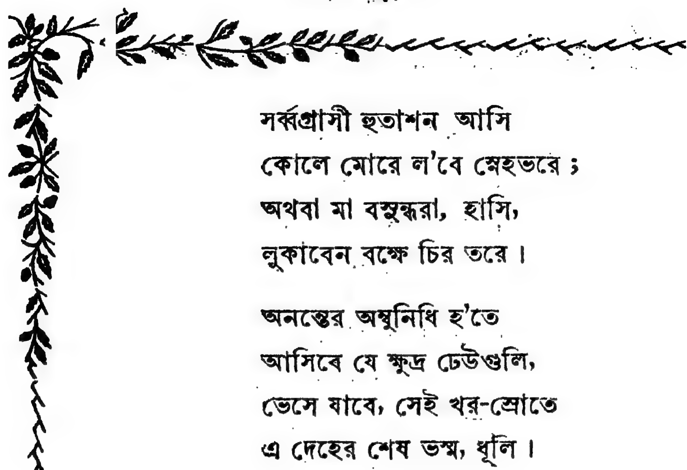


সুখ-সাধ বিসর্জ্জিয়ে,
শোক দুঃখ উপেক্ষিয়ে
দৃঢ় ভবমায়াপাশ ছিঁড়ি' অবহেলে,
কোন এক সন্ধ্যাকালে,
মরণের অন্তরালে,
লুকাইব জীবনের যবনিকা ফেলে

পরিণাম।

মিছে স্বপ্ন, মিছে জাগরণ,
মিছে এই জীবনের মেলা,
কোন্‌দিন আসিয়া মরণ,
ভেঙ্গেদেবে ক্ষণিকের খেলা

ভ্রান্তি-মুগ্ধ পথিকের মত
চেয়ে দুটী আকুল-নয়নে,
অকস্মাৎ হ'য়ে ঝঞ্ঝা-হত,
প'ড়ে র'ব সৈকত-শয়নে।



সর্ব্বগ্রাসী হুতাশন আসি
কোলে মোরে ল'বে স্নেহভরে ;
অথবা মা বসুন্ধরা, হাসি,
লুকাবেন বক্ষে চির তরে।

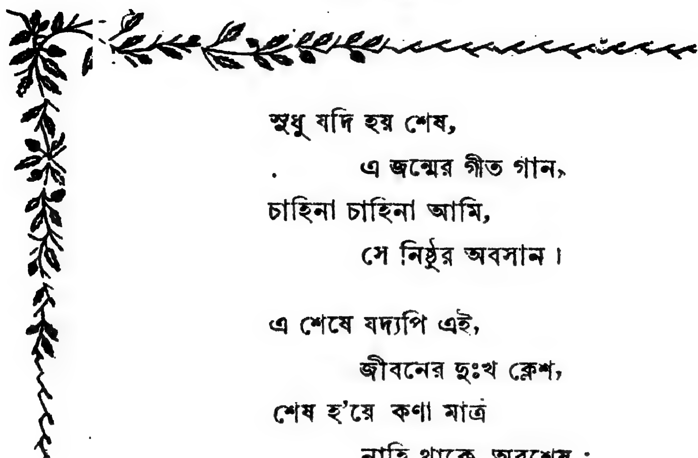
অনন্তের অম্বুনিধি হ'তে
আসিবে যে ক্ষুদ্র ঢেউগুলি,
ভেসে যাবে, সেই খর-স্রোতে
এ দেহের শেষ ভস্ম, ধূলি।

কিসের শেষ ?

হায় এ কিসের শেষ ?
চাহি শেষ বার বার,
ভাবিতে সে শেষ কেন
জাগে প্রাণে হাহাকার।

কি শেষ ? কিসের শেষ,
—নিরন্তর খুঁজি যায়,
তবু সে শেষের নামে
প্রাণ কেন কাঁদে, হায়।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস



সুধু যদি হয় শেষ,
এ জন্মের গীত গান,
চাহিনা চাহিনা আমি,
সে নিষ্ঠুর অবসান।

এ শেষে যদ্যপি এই,
জীবনের দুঃখ ক্লেশ,
শেষ হ'য়ে কণা মাত্র
নাহি থাকে অবশেষ ;

অথবা স্মৃতির ছায়া
থাকি জীর্ণ বক্ষস্থলে,
ক্রমে লুপ্ত হ'য়ে যায়
মরমের মর্ম্ম তলে ;

আসুক সে শেষ তবে
স্নেহ-বাহু প্রসারিয়ে,
ঘুচা'ক এ মর্ম্মজ্বালা
স্নেহ-বক্ষে তুলেনিয়ে।

কিন্তু কোথা পাইব গো
সে ত এ ধরার নয়,

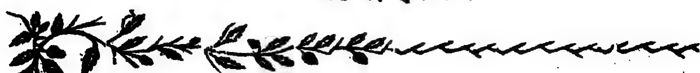
যে শেষে জীবন মন,
হয় চির মধুময়।

জীবনের উচ্চ আশা,
হাসি, অশ্রু, দুঃখ, সুখ
সব শেষ হ'য়ে তবু
থেকে যায় স্মৃতিটুক।

শেষ কথা।

কি একটী শেষ কথা বলি বলি করি,
গুছাইতে নাপারিগো ভাবখানি তার
আনমনে গৃহকোণে সেই কথা স্মরি
কি যেন রয়েছে বাকী এখনো আমার।

মরমের সে কথাটী করিতে প্রকাশ,
প্রাণপণ যত্ন এত,—সব বৃথা হয়,
এত ক'রে খুঁজি তবু পাইনা আভাস,
কল্পনা কাঁদিয়ে ফি'রে সমস্ত হৃদয়।





অতিতুচ্ছ সে কথাটী আমারি কেবল;
সংসারের কা'রো কিছু নাহি সে কথায়,
আমারই দুইচারি ফোঁটা অশ্রুজল,
থাকিলে, থাকিতে পারে মিশিয়ে তাহায়।

সে কথা হইলে বলা, বলা হবে সব,
আর কেহ কোন কথা সুধাবেনা মোরে,
এ জন্মের গীত গান হইবে নীরব,
আমিও নীরব হ'ব চির দিন তরে।

সমাপ্ত।